GONOMUKHI NOWABENKI FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯

GONOMUKHI NOWABENKI FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

এনজিএফ এর
সফলতম বছরের তালিকায়
যোগ হলো আরো একটি বছর ২০১৯ !
নতুন নতুন প্রকল্পের বীজবপন, মাঠ পর্যায়ে
সঠিক পরিচর্যায় সেগুলো এখন অভিযোজিত
প্রসারিত প্রচারিত ও প্রজ্জলিত। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব
মোকাবেলায় টিকে থাকার লড়াই এ উজ্জ্বল সম্ভাবনার হাতছানি

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

মোঃ লুৎফর রাহমান, নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদকীয় প্যানেল

মোঃ আলমগীর কবির, পরিচালক (মাইক্রোফিনান্স)
নূর মোহামাদ রাসেল খান, হিসাব বিভাগের প্রধান
হুমায়রা লুৎফি, এইচআর অ্যাডমিন বিভাগের প্রধান
মোঃ শহিদুল ইসলাম,অডিট বিভাগের প্রধান
এস এম মাহাবুব আলম, পিসি, ইএমএসসিএস
মোঃ আবদুল হামিদ, সমন্বয়কারী (কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট)
মোঃ মাসুদুল হক, সমন্বয়কারী (উজ্জীবিত)
আশুতোষ বিশাস, প্রজেক্ট ম্যানেজার (ক্র্যাব কালচার)
মোঃ মামুনুর রশিদ, সমন্বয়কারী (সমৃদ্ধি কর্মসূচি)
মোঃ শাকিল আহমেদ, প্রজেক্ট ম্যানেজার (কার্প-গলদা মিক্স কালচার)
মোঃ আনিসুর রাহমান, এমই কো-অর্ডিনেটর
মোঃ আমিনুর রহমান, ম্যানেজার প্রশিক্ষণ
নিখিল রঞ্জন মন্ডল, ব্যবস্থাপক অ্যাডমিন
মোঃ মশিউর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
মোঃ আহসানুস সাবের, এমআইএস অফিসার
মোঃ আব্দুল মজিদ, হিসাবরক্ষক

প্রতিবেদন

মোঃ জিয়া উদ্দীন সরদার, মনিটরিং, মূল্যায়ন ও ডকুমেন্টেশন বিভাগের প্রধান

প্রকাশক

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)

প্রকাশকাল, জানুয়ারী ২০২০

সূচীপত্র

অধ্যায়-০১ ঃ সংস্থা পরিচিতি

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)	০৪
সভাপতির বার্তা	০৫
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের বার্তা	০৬
সংস্থার প্রেক্ষাপট	০৭
লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য	০৮
ভিশন, মিশন ও গোল	০৯
মূল্যবোধ ও আর্দশ	১০
সংস্থার নিবন্ধন	১১
উন্নয়ন সহযোগী	১১
নেটওর্য়াকিং সংস্থা	১২
পরিচালনা কমিটি	১৩
সংস্থার বিভাগ সমুহ	১৪
কর্মএলাকার বিবরণ	১৭
সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমুহ	১৮
লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী/উপকারভোগী	
কর্মকর্তা/কর্মচারী	

অধ্যায়-০২ঃ সংস্থার টেকসইতা সক্ষমতা

সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের (Sustainability) টেকসইতা	২১
উদ্ভাবনীমূলক (Innovation) কর্মসূচি সমুহ	২২
জাতিসংঘের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে চলমান কর্মসূচিসমুহ	২৪
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানানসই উদ্যোগ সমুহ	২৫

অধ্যায়-০৩ঃ সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি

কৃষি ইউনিট	২৭
মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট	৩৩
কুচিয়া হ্যাচারি স্থাপন ও চাষে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প	৩৯
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৪১
কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও ভেল্যুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প	৪৮
কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনে কারিগরি প্রযুক্তি হস্তান্তর উপ-প্রকল্প	৫১
কার্প-গলদা মিশ্রচাষ ও ভেল্যুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প	৫৫
কাঁকড়া খাতের বাজার ব্যবস্থার উন্নীতকরণ প্রকল্প	৫৮
এসডিসি-সমষ্টি প্রকল্প	৬১
উজ্জীবিত প্রকল্প	৬৩
ভিজিডি প্রকল্প	৬৯
প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৭০
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	৭৪
কৈশোর কর্মসূচি	
সাশ্রয়ী মূল্যে সুপেয় পানি উৎপাদন ও বিপনন কর্মসূচি-লিফট প্রকল্প	৭৯
মাল্টিপারপাস ওভারহেডট্যাংক স্থাপন মিষ্টি পানি সরবরাহ প্রকল্প	৮১
প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৮২

অধ্যায়-০৪ ঃ সংস্থার কোর কর্মসূচিঃ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

এনজিএফ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৮৫
কর্মসূচির উদ্দেশ্য	৮৫
লক্ষ্যিত জনগোষ্টী	৮৫
ক্ষুদ্রঋণের বহুমাত্রিক ব্যবহার	৮৬
মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ধারাবাহিক অর্জণ-সিটি অ্যায়ার্ড	৮৭
এক নজরে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৮৮
অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রডাক্ট এর অগ্রগতি	৮৯
ক্ষুদ্রঋণ প্রডাক্ট- বুনিয়াদ (অতি দরিদ্রদের জন্য) ঋণ কার্যক্রম	৯১
জাগরণ (গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ) ঋণ কার্যক্রম	৯২
অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ঋণ কার্যক্রম	৯৩
সুফলন (মৌসুমি ও কৃষিখাত ভিত্তিক) ঋণ কার্যক্রম	৯৪
সাহস- (দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা) ঋণ কার্যক্রম	৯৫
বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	৯৬
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান	৯৯
বিগত দশ বছরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ধারাবাহিক অর্জণ	৯৯

অধ্যায়-০৫ ঃ তথ্য সরবরাহ, জ্ঞান আহরণ ও প্রকাশনা কার্যক্রম

কৃষি প্রযুক্তিমেলা আয়োজন/অংশগ্রহন/দিবস উৎযাপন	১০০
মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১০১
সংস্থার প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা	১০৪

অধ্যায়-০৬ ঃ আর্থিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

আর্থিক প্রতিবেদন ঃ অর্থবছর ৩০ শে জুন ২০১৯	১০৫

অধ্যায়-০১ সংস্থা পরিচিতি

এনজিএফ সুদীর্ঘ ৩২ বছরের পথ পরিক্রমায়, উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অর্থ-সামাজিক, মানবিক ও জীবিকায়ন উন্নয়নে বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কার্যক্রমে জনগণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় স্যস্থাটি এ অঞ্চলের মানুষের আস্থা- বিশ্বাসের প্রতিকে পরিনত হয়েছে।

নওয়াবেঁনকী গণমুখী ফাউনোডশন (এনজিএফ) বর্তমান সমগ্র সাতক্ষীরা , খুলনা এবং যশোর জেলায় লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক পরিসেবার আওতায় ঋণ সুভিদার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি লক্ষ্য অর্জণে, সংস্থাটি পিকেএসএফ সহ বিভিন্ন দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায় নানামুখী উন্নয়নমুখী প্রকল্প/ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে, যা সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থ সামাজিক উন্নযনে উন্নত জীবিকায়নে, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে, শিক্ষা/স্বাস্থ্য/স্যানিটেন উন্নয়নে, সুপেয় পানি সরবরাহে, লবন সহিষ্ণ পরিবেশবান্ধর কৃষি খাত উন্নয়নে, লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবর্তী জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় অনকদ্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও সংস্থাটি মানব দক্ষতা উন্নয়নে খাত ভিত্তিক নতুন নতুন উদ্যোত্তা চিহ্নত করে নিবিড় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বহুমুখী আয়-বর্ধনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে। ফলে গ্রামীন অর্থনীতিতে বিনিয়গ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন নতুন ব্যবসার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান

সভাপতির বার্তা

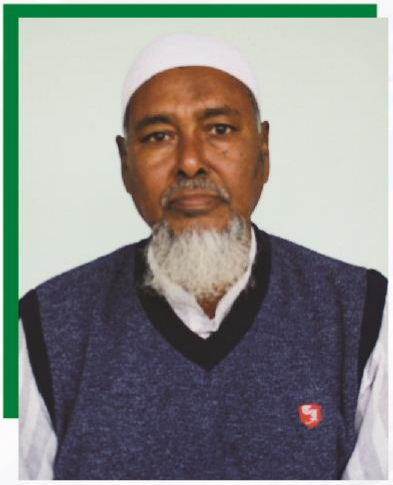

আমি আনন্দিত যে, প্রতিবছরের মতো এবারো এনজিএফ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম মাধ্যমে দেশেরদক্ষিণ - পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের লক্ষাধীক সুবিধা বঞ্চিত মানুষ সেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছে।

উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন ৩২ বছরের পথঅতিক্রম করে চলেছে। শুরু থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের এসডিজি-সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল তথা জাতি সংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে সংস্থার বেশ কয়েকটি প্রকল্প নিবিড় ভাবে কাজ করছে। পরিবাব ভিত্তিক স্বাস্থাসেবা, পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও মানব মর্যাদা উন্নয়নে নানবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়া কৃষি খাত ভিত্তিক ভেলুচেইন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন করে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করতঃ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্দি করে দরিদ্রতা হ্রাস করণ, জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বছরব্যাপী দেশীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ, মেধা ও মনন কে সুসংগঠিত করা। একই সাথে প্রবীন জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা পালন করছে।

সংস্থার কর্মএলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সুবিধা প্রদান করায় সদস্যদের মধ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা গ্রামীন অর্থনীতির অন্যতম সহায়ক শক্তিতে পরিনত হয়েছে বিশেষ করে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে।

আমি সংস্থার শুভানুধায়ী এবং সহযোগী সংস্থা এবং ধারাবাহিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য দাতা সংস্থা গুলোকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভাপতি
নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশণ (এনজিএফ)

বার্তা

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন সাফল্যের সাথে ২০১৮-২০১৯ অর্থকছর সমাপ্ত করেছে। এ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে সংস্থার বাষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা সবাই অবগত যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। জলবায়ু পরিবর্তন কারনে উপকূলীয় কৃষিব্যবস্থার লাগসই উন্নয়নে সংস্থা বরাবরই নতুন প্রযুক্তির সম্প্রসারনে মনোযোগ দিয়েছেন। একদিকে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে অপরদিকে আশঙ্কাজনকভাবে কমছে কৃষি জমির পরিমাণ। পরস্পর বিপরীত এ পরিস্থিতিতে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সীমিত কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকল্পে সংস্থার কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রণী সম্পদ ইউনিট কাজ করে যাচ্ছেন। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ খাতে ক্রমাগত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, শস্য বহুমূখীকরণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সংস্থা খাত ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছেন। উল্লেখযোগ্য খাতের মধ্যে কাঁকড়া, কুঁচে, বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, সবজি এবং টেকসই এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা বৃদ্ধি করেছে।

সংস্থাটি বর্তমানে মানব কেন্দ্রিক সামগ্রিক উন্নয়নে শিশু-কিশোর-কিশোরী, যুবক এবং বাধ্যর্কদের টার্গেট করে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান সরবরাহ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দ তা ও স মতা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করছে যাতে তারা তাদের টেকসই জীবিকায়ন, আয় এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হতে পারে।

এনজিএফ বিশ্বাস করে যে পরিবার সকল সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের কেন্দ্র এবং সেই অনুসারে পবিারের সাথে জড়িত হয়ে স্থানীয় সম্পদ এর সুষ্ঠ ব্যবহারে দ তা ও স মতা বিকাশ প্রশি ণ প্রদান, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পরিবারের উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির মাধ্যমে সরকারের বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে, এনজিএফ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারগুলোর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করে তাদের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি কৃতজ্ঞভরে স্মরণ করছি সংস্থার সহযোগীদের, যাদের ধারাবাহিক সহযোগিতায় সংস্থার উত্তোরোত্তর উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার, পিকেএসএফ, ক্রিশ্চীয়ান এইড, কেয়ার বাংলাদেশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক সমুহ এবং গবেষকবৃন্দ। আমি স্মরণ করছি, সংস্থার শুভাকাংক্ষী এবং উপকারভূগীদের যাদের নিরলস পরিশ্রম, কার্যক্রমে অংশগ্রহন, দিকনির্দেশনা ও তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান সঠিকভাবে পরিপালন করায় সংস্থা তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাঁতে সক্ষম হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সাধারণ কমিটি, নির্বাহী কমিটি, পরামর্শদাতা এবং সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং স্বচ্ছতায় মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সফলতা অর্জিত হয়েছে।

আমি আশা করছি, সামনের বছরগুলিতে আমাদের লালিত স্বপ্ন এবং সংস্থার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

মোঃ লুৎফর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশণ (এনজিএফ)

প্রেক্ষাপট

নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ১৯৮৭ সালে লুৎফর রহমানের গতিশীল নেতৃত্বে নওয়াবেঁকী বাজারের কিছু নিবেদিতপ্রাণ ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মীদের নিয়ে নওয়াবেঁকী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবকর্তীতে সমিতিরি কার্যক্রম এবং মানব সেবায় ভূমিকা রাখায় সমিতিটি ফাউন্ডেশনে রূপ লাভ করে। সংস্থাটি সমবায় অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), জয়েন স্টক কোম্পানী লিঃ, সরকারী বিভিন্ন দপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং পিকেএ-সএফের সহযোগী সংস্থা হিসেবে রেজিস্ট্রেশন অর্জন করেছে। এনজিএফ একটি অলাভজনক, অ-রাজনৈতিক এবং বেসরকারী সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা যা ক্ষুদ্রঋণ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য কাজ করছে। সংস্থাটি স্থানীয় সরকার বিভাগ, সরকারী বিভাগসমূহের কার্যকর অংশীদারিত্বের সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প / কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করছে। প্রাইভেট সেক্টর, বেসরকারী সংস্থা. এজেন্সি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংস্থার উদ্দ্যেশ্য বাস্তবনায়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে বিভিন্ন উন্নয়নমূখী কার্যক্রম গ্রহন করেছে।;

- দরিদ্র পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টীর টেকসই জীবনমান উন্নয়ন
- জলবায়ু সহনশীল উপকূলীয় কৃষিজ (কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ) উৎপাদন করা
- সাব-সেক্টর ভিত্তিক (কাঁকড়া, কুঁচে, হিমায়িত চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, নিরাপদ সবজি) ভেল্যুচেইন এবং মার্কেট ডেভেলপমেন্ট
- খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য-স্যানিটেশন এবং শিক্ষা কার্যক্রম জোড়দার করা
- পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত তৈরি কওে পরিবারে নারী ক্ষমতায়ন কে উৎসাহিত করা
- ভোকেশনাল প্রশিক্ষনের মাধ্যমে যুব উন্নয়নে ভূমিকা রাখা
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় আদুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং উপকরণ সহায়তা করা
- অতি লবনাক্ত এলাকায় সুলভমূল্যে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ করা
- সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশীয় সাংস্কৃতির মূলধারায় বর্তমান প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা
- প্রবীন জনগোষ্টীর জীবনযাত্রার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং
- আর্থিক পরিসেবার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্টীর টেকসই উন্নয়ন করা।

সংস্থাটি এ পর্যন্ত ২ টি বিভাগ, ৩ টি জেলা এবং ১৩ টি উপজেলাকে ৩৬ টি শাখা, অঞ্চল, অঞ্চল, অঞ্চল এবং প্রকল্প অফিস স্থাপন করে ৫৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মী নিযুক্ত করে লক্ষাধীক পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সংস্থা ও সরকার এবং দাতা সংস্থাগুলির আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় দরিদ্র জনগণকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তভূক্ত করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ/প্রকল্প গ্রহন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আসছে, বিশেষ করে উপকুলবর্তী হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির ফলে প্রকৃতিক দূর্যোগ, নদী ভাংগন, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কবলে পড়ে সংস্থার কর্মএলাকার সদস্য পরিবার যেমন ক্ষতিগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়েছে তেমনি সংস্থার আর্থিক টেকসহিতা বার বার ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরোবচ্ছিন্নভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সংস্থার পর্ষদ সদস্যগণ, নিবেদিত জনবল, সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন, দাতাগোষ্ঠী বিশেষ করে পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ক্রমাগত অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোতিা, বিভিন্ন শ্রেণী পেশা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ, সহযোগিতা ও নিরুবিচ্ছিন্নভাবে সমর্থন থাকায় সংস্থার পক্ষ্যে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।

সুদীর্ঘ ৩২ বছরের পথচলায় সংস্থা বহুমূখী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেছে স্থানীয় জনগণকে এবং জনগণ কর্তৃক সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে বিশ্বায়ন, উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সংস্থ্যা নিম্নোক্ত ইস্যুগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে টেকসইতার ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহন করে বাস্তবায়ন করছে

- সদস্য/গ্রাহক পর্যায়ে চাহিদা নির্ভর উদ্যোগ/প্রকল্প গ্রহন এবং জেন্ডার সমতায়ন ভিত্তিক জনসম্পৃক্তকরণ
- বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জলবায়ু বান্ধব, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকশইতার পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা এবং তথ্য ও প্রযুক্তির সমন্বয়ন
- ক্ষুদ্রউদ্যোকে খাতকে এগিয়ে নিয়ে শ্রমঘন ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রাগ্রসর বা আরো বড় উদ্যোগে পরিনতকরণ
- কৃষি, মৎস ও প্রণিসম্পদ উৎপাদনের নতুন নতুন ভ্যালু চেইন বা সাব সেক্টরে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ
- অতিদরিদ্র সদস্য পরিবার সমূহকে পুষ্টি, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীকরণে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ পরিসেবার বহুমূখীকরণ
- কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক বেষম্য দূরকরণে সম্পদ ও সুযোগের সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং
- সরকারের এসডিজি “টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা’ অর্জণে লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুপ্তসামর্থ্য ভৌগলিক সুবিধা ও দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্টীর সক্ষমতাবৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে অত্নবিশ্বাসী হিসাবে গড়ে তুলতে সমতা, ন্যায়বিচার, টেকসই ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মানের উদ্দেশ্যে সংস্থাটি কাজ করছে। সংস্থার মূল উদ্দেশ্য গুলি নিন্মে বর্ণনা করা হলো

- গ্রামীণ দারিদ্র জনগোষ্ঠী, দুস্থ, মহিলা ও আর্থিক অস্বচ্ছলদের দলকাঠামোর আওতায় দারিদ্রবিমোচনের মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বি করা।
- বাস্তব ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশে সহযোগীতা করা।
- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সুনিদিষ্ট খাতভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে আত্ন-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রকল্পে ঋণ প্রদান ও কারিগরি সহযোগীতার মাধ্যমে নুতন নুতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষা,স্বাস্থ্য ,পরিবেশ ও মাত্রারিক্ত অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা।
- অসহায় ও দুস্থদের মাঝে ত্রান বিতরন করা ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম পরিচালনা।
- পরিবেশের বিরুপ প্রভাব সর্ম্পকে সর্বস্তরের জনগনকে সচেতন করা,পরিবেশ সংরক্ষন, ভারসাম্য বজায় রাখা ও উদ্ভূত নতুন
- পরিস্থিতেতে সামঞ্জস্য বিধানে সহযোগীতা করা।
- লিঙ্গ-বৈসম্য দূরকরে নারীর ক্ষমতায়ন ,রাজনৈতিক ,অর্থনৈতিক ,সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় সম্পদ ও সাম্যর্থ্যের কার্যকরী সম্বনয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে জাতি গঠনে সহযোগীতা করা।
- অনগ্রসর নারী ,শিশু ,যুবকদের কার্যকারী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উন্নয়নের স্রোতধারায় সন্নিবেশিত করা।

এনজিএফ
নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন

প্রান্তিক জনগোষ্টীর অংশদারিত্বমূলক বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি প্রনয়ন ও বাস্তবানের মাধ্যমে দারিদ্র জনগোষ্টীর কাংখত জীবনমান নিশ্চিত করা।

মিশন
Mission

সুপ্তসামর্থ্য ভৌগলিক সুবিধা ও দেশীয় প্রযুক্তি প্রয়োগে মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্টীর সক্ষমতাবৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে আত্মবিশ্বাসী হিসাব গড়ে তুলতে সমতা, ন্যায়বিচার, টেকসই ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মান করা।

Goal
লক্ষ্য

ভিশন
Vision

সমন্বিত পরিবার বিকাশের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন কে ত্বরানিত করা

সংস্থার মূল্যবোধ বা আদর্শ

মূল আদর্শ

সংস্থার মূল আদর্শ সাংগখনিক ভিশন, মিশন এবং মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত। মিশন সংস্থার সকল কাজের উপস্থিতি বর্ণনা করে এবং ভিশন ফাউন্ডেশন এর আকাংক্ষাকে বর্ণনা করে। মূল মূল্যবোধগুলি স্থাযী নীতির বর্ণনা করে যা সংস্থার প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

সততা: সংস্থাটির প্রধান অনুশীলন হলো সততার সহিত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা। কার্যক্রম বাস্তবায়রে স্থানীয় জনগনের নিশ্চিত করায় সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থার সাথে আস্থাশীল সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে

অংশগ্রহন : সংস্থা বরাবরই তার কার্যক্রম গ্রহনে লক্ষ্যিত জনগনের কাছ থেকে মতামত গ্রহন, সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সকল স্তরে অংশগ্রহন নিশ্চিত করায় স্থানিয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জণ করেছে।

অন্তর্ভূক্তি : সমাজের "কাওকে বাদ দিয়ে নয়" নীতিতে সংস্থার খাত ভিত্তিক কার্যক্রম সকল স্তরের জনগনের স্থানীয় সক্ষমতা, দক্ষতা এবং প্রযোজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে

জবাবদিহীতা : সংস্থার প্রশাসনিক বিভাগসহ সকল স্তরে ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতার অনুশীলন করা হয়ে থাকে । ফলে সংস্থাটি উপকারভূগীসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশ্বস্থ ও আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে।

সমতা ও ন্যায় : সংস্থা তার কার্যক্রম সকল ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায় মূল্যবোধ ধারন করে কার্যক্রম গ্রহন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। কর্ম এলাকায় দরিদ্র সমাজের সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন বহুমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

নিবন্ধন

নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) সমগ্র কর্মএলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্টানের নিকট থেকে নিবন্ধন লাভ করেছে ।

	সমাজসেবা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ৪৪৭/২০০২ রেজিষ্ট্রেশন তারিখঃ ২৬/১২/২০০২
NGO AFFAIRS BUREAU	এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ২৪৫০ রেজিষ্ট্রেশন তারিখঃ ০২/০৬/২০০৯
Microcredit Regulatory Authority	মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ০১৫১৯০০৫৮৭-০০৩৪৫ রেজিষ্ট্রেশন তারিখঃ ২৯/১০/২০০৮
সমবায় অধিদপ্তর	সমবায় অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ২৭ রেজিষ্ট্রেশন তারিখঃ ১৩/০৯/১৯৮৮
REGISTRAR OF JOINT STOCK COMPANIES	জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এ্যান্ড ফার্ম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ১০২ রেজিষ্ট্রেশন তারিখঃ ১১/০৮/২০০৪
European Commission	পাডোর ইউরোপিয়ান কমিশন রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ BD-2010-BRS 0805725275LEF ID রেজিষ্ট্রেশন তারিখঃ ০২/০৬/২০০৯

উন্নয়ন সহযোগী

নেটওর্য়াকিং পার্টনার

পিকেএসএফ সহ অন্যান্য এনজিওর সাথে নেটওয়াকিং এর প্রাপ্ত সুবিধাসমুহ

ক্র:নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাপ্ত সুবিধা
১	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	সরকারী স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	ঋণ তহবিল, সুদবিহীন ঋণ, বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক অনুদান।
২	ক্রিশ্চীয়ান এইড	আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা	কাঁকড়া সেক্টর উন্নয়নে অনুদান, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান।
৩	কেয়ার বাংলাদেশ	আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা	কাঁকড়া সেক্টর উন্নয়নে নার্সারী তৈরি, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান।
৪	ইসলামিক এইড	আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা	ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ সহায়তা প্রদান ও জীবিকায়ন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান
৫	ইসলামিক রিলিফ	আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা	ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ সহায়তা প্রদান ও জীবিকায়ন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান
৬	এনজিও ফোরাম	জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠান (পানি ও পয়:নিস্কাসন)	মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান।
৭	ক্রেডিট এন্ড ডেপলমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)	জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।	মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দান, ফলোআপ, মূল্যায়ন।
৮	জাপান এসোসিয়েশন অব ড্রেনেজ এবং ইনভারমেন্ট (জেএডিই)	পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা।	পয়নিস্কাষন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৯	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশের আর্থিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান	ঝড়, ঘূর্ণিঝড়,ও প্রাকৃতিক বির্যয়ে কমসুদে গৃহনির্মান ঋণপ্রদান।
১০	মহিলা ও শিশু বিষযক অধিদপ্তর	সরকারের মন্ত্রনালয়ভুক্ত বিভাগ	সুবিধাবঞ্চিদের উন্নয়ন,সঞ্চয়,ঋণসুবিধা,সচেতনতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি,প্রশিক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়ন।
১১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুরা	সরকারী সায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সেচ প্রকল্প।
১২	পরিকল্পনা মন্ত্রালয়/ডানিডা	আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা	বিভিন্ন চাষাবাদ, ঘেরের ভেড়িতে শাক -সবজী লাগানো।

সংস্থা পরিচালনা কমিটি

সাধারণ কমিটি

এনজিএফের সাধারণ কমিটি দেশের বিভিন্ন পেশার ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, নীতিমালা সংক্রান্ত সমস্ত দলিল, সংবিধান সংশোধন, ইসি কমিটি ৩ বছরের জন্য গঠন, সদস্য ভর্তি এবং জিসিতে সদস্যপদ বাতিলকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিধি ও বিধিবিধান অনুমোদনের জন্য জিসি হ'ল সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সংগঠনটি মসৃণ ও দক্ষ পরিচালনার জন্য সংগঠন। জিসি বছরে একবার মিলিত হয় তবে প্রয়োজনে আরও বেশি।

কার্যনির্বাহী কমিটি

এনজিএফের কার্যনির্বাহী কমিটি ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এবং সাধারণ কমিটির সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ইসি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা পরিচালনা করে তবে প্রয়োজনে আরও বেশি। কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রম এবং পরিচালনা,প্রশাসন, নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ কমিটির কাছে দায়বদ্ধ। নির্বাহী পরিচালককে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতা দেওয়া হয়। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবেও কাজ করেন এবং সরকারী, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, অংশীদার সংগঠন এবং সমস্ত চুক্তি ও চুক্তি স্বাক্ষর সহ অন্যান্য
স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করেন

Kvh©wbev©nx KwgwUi mfv

সংস্থার বিভাগ সমূহ

Head Office
Planning & Implementation
Field Operation
Teamwork & Capacity Building
Admin & HRM
Internal Control & Risk Management
Internal Audit
Accountability & Transferency
Accounts & Finance
Program Database & Information Services
MIS & Automation
Program Quality & Documentation
M&E and Documentation

ফিল্ড অপারেশন বিভাগ

এনজিএফ এর সমগ্র কার্যক্রম দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ মাইক্রোফিনান্স এবং ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম দুইভাগে বিভক্ত। পিকেএসএফ এর সহযোগী-তায় মাইক্রো ফিনান্স প্রোগ্রাম ১জন পরিচালক কর্তৃক পরিচালনা হয়ে থাকে। এছাড়া সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি গুলি পৃথক পৃথক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর দাবারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ গুলি দ্বারা সমর্থিত হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগের একটি শক্তিশালী চেইন অব কমান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রতিটি কর্মীর নিজস্ব নির্ধারিত দায়িত্ব রয়েছে, যা লাইন ম্যানেজার দ্বারা সুপারভিশন করা হয়। সংস্থার আচরণবিধি, নৈতিকতা, নিয়মাবলী এবং মূল্যবোধ বজায় রাখতে কর্মকর্তা/কর্মীরা দায়বদ্ধ থেকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমে জিরো টলারেন্স নীতিতে অনিয়ম, জালিয়াতিও দুর্নীতি প্রতেরোধে সমগ্র সংস্থা জুড়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সকল ধরনের অনিয়মে শাস্তির বিধান রেখে ফিল্ড অপারেশন বিভাগ কর্তক মাঠের কার্যক্রম পরিচালনায় সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

প্রশাসন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

সংস্থার প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ একজন বিভাগীয় প্রধান দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভাগের প্রধান কাজ হলো নির্বাহী পরিচালক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহন করে থাকেন। সংস্থার সমস্ত বিভাগ এবং ইউনিটগুলিতে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা নিশ্চিত করা। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভা, প্রশি ণ, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, অংশীদার এবং দাতা সংস্থা থেকে আগত দর্শনার্থীদের আতিথীয়তা, আবাসন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম / প্রকল্পের কার্যক্রম সুচারুভাবে চলার জন্য বিভিন্ন স্থানে অফিস স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় সরন্জামাদি সরবরাহ করার মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহয়াতা প্রদান করার পাশাপাশি সংস্থার অফিসগুলির সামগ্রিক সুর া বজায় রাখতে তদারকি অব্যহত রাখা।

এছাড়াও প্রশাসন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ নিম্নোক্ত কাজ গুলি সম্পাদন কওে থাকেন;

প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম / প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংস্থার জন্য কর্মীদের মতামত মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সহায়তার উদ্যোগ গ্রহন করা

নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী যোগ্য প্রকল্প ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা।

কর্মী পোস্টিং, ট্রান্সফার, প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, ডেমোশন, রিডানডেন্সি এবং স্টাফের সমাপ্তি সনদ ইত্যাদির মতো নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের কর্মীদের দক্ষতা, বৃদ্ধির জন্য জাতীয় স্তরের বিশেষজ্ঞ / রিসোর্স ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে মূল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সহ বিভিন্ন প্রকল্প /কর্মসূচির আওতায় কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

কর্মীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য চেকলিষ্ট প্রস্তুত করে বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

স্টাফ ম্যানুয়েল অনুসারে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা এবং তিপূরণ প্যাকেজ প্রস্তত করে বাস্তবায়ন করা।

সংস্থার ম্যানুয়েল এবং কার্যক্রম বিধির উপর ভিত্তি করে অভিযোগ পরিচালনা করা।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

সংস্থার পেশাদার কর্মীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টস বিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাবের বিভাগের প্রধান কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সাব-অর্ডিনেট স্টাফ পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভাগের প্রধান কাজ হলো আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অ্যাকাউন্সের/হিসাবের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরী ণের নিয়মিত ব্যবস্থা করা। অনুমোদিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস ফার্ম দ্বারা বার্ষিক নিরী া সমস্ত আর্থিক লেনদেন এবং রেকর্ডিং এর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা। বর্তমানে, সমস্ত আর্থিক লেনদেনগুলি বার্ষিক বাজেটের অনুকলে প্রয়োজনীয়তার সাথে বাজেটারী নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায় করা হয় এবং বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডগুলি মেনে সমস্ত আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করার জন্য বিভাগটি দায়বদ্ধতার সহিত হিসাব পরিচালনা করছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের একজন বিভাগীয় প্রধান দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভাগটি এআইএস এবং এমআইএস রিপোর্টিং সিস্টেমের সাথে সংগতি রেখে সংস্থার বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ঝুকিঁ, অনিয়ম, ফাঁক, জালিয়াতীসহ বিভিন্ন সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে। বার্ষিক নিরী ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ প্রধান কার্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবে ণ করা হয়। এছাড়া জরুরী প্রয়োজনে নিরী া সম্পাদন হয়ে থাকে, যখন যেখানে প্রয়োজন হয়, তখনই সেখানে নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। কার্যক্রমের জালিয়াতি এবং দুর্নীতি দমন রোধে স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রতিবেদন উপস্থাপন নিরী া বিভাগের একটি অন্যতম কাজ। বিভাগ কর্তৃক যেখানেই নীতিমালা পরিপন্থি কোন কাজ দেখবেন, তা সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের প্রধান নির্বাহীর কাছে সুপারিশ করবেন।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ

মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ নিশ্চিত করে যে সংস্থার পরিচালিত সমস্ত কার্যক্রম অভ্যন্ড্রীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা এবং সংস্থার মানদন্ড নীতিমালা এবং গাইডলাইনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভাগটি তিনটি প্রধান পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে ১) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পারফরম্যান্স সূচক এর তদারকি ২) সুবিধাভোগী সাথে পরামর্শ / মূল্যায়ন এবং ৩) চেকলিষ্ট প্রস্তুত করে অন্যান্য নথিগুলির মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়ন করা। বিভাগের প্রধান কার্যাদি

এনজিএফ কর্তৃক ইনপুট সরবরাহ প্রক্রিয়ায় অর্জিত আউটপুট ক্রিয়াকলাপগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং অপারেশনাল নির্দেশিকা এবং নীতি গুলির মধ্যে সামন্জস্যতা করা হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করা।

অনলাইন ব্যবস্থাপনায় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) ব্যবহার করে কার্যকর এবং দক্ষতার সাথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা।

বাজার চাহিদা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পলিসি এবং গাইডলাইনগুলির পর্যালোচনা এবং রিভিউ করা।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং প্রকল্প, উদ্যোগ এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়মিত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং ফডব্যাক প্রদান করা।

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য ফলাফল ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহার করে বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তত করা এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম / প্রকল্পের বেসলাইন এবং শেষ লাইন সমীক্ষা পরিচালনা করা।

এছাড়া সংস্থার বাৎসরিক প্রকাশনাসহ প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।

অটোমেশন ও এমআইএস বিভাগ

সংস্থার তথ্যপ্রবাহ সাবলিল রাখতে সর্বাধিক সহজলভ্য সফটওয়ার ভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করে স্বংক্রিয় কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্ত ূদ্রঋণ শাখার প্রতিবেদন তৈরি, ডকুমেন্টেশন এবং রিপোর্টিং সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রমের রেকর্ড বজায় রাখার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসে অন লাইন সিস্টেমে রিয়েল টাইম ডেটা ট্রান্সফার এবং ম্যানেজমেন্ট প্রযুক্তি চালু করেছে এবং স্বল্পতম সময়ে মধ্যে সমস্ত প্রোগ্রাম / প্রকল্পগুলি তথ্য প্রবাহ চালু করেছে। বিভাগের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োগের ে ত্রে সংস্থার আইসিটি নীতি এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

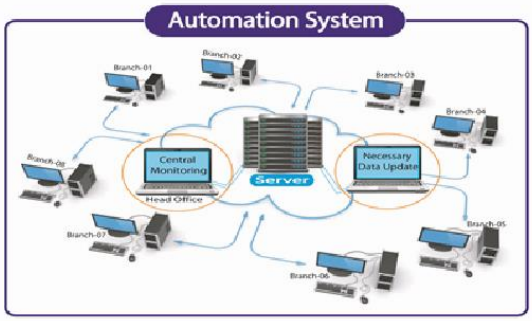

সংস্থার কর্মএলাকার বিবরণ

ক্রঃ	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
১	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর, কালিগন্জ, দেবহাটা, আশাশুনি, তালা, কলরোয়া, সাতক্ষীরা সদর।	৭৮	৭২০
২	যশোর	শার্শা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর	২৯	২৯০
৩	খুলনা	কয়রা ও পাইকগাছা	১২	১২০

বর্তমানে সম্প্রসারিত কার্যক্রম বাংলাদেশেরর দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের তিনটি ভৌগোলিক এলাকায় ৩৬টি শাখা, ৫টি এরিয়া অফিস এবং ৬টি প্রজেক্ট অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উপকারভোগীর সংখ্যা

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, অনগ্রসর শ্রেণী বিশেষত: প্রান্তিক নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এনজিএফ'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার বা অভিষ্ট জনগোষ্ঠী । শ্রেণীভেদে দেখাযায় দরিদ্র কৃষক,ভূমিহীন মহিলা,দিনমজুর,ভিক্ষুক,জেলে,প্রতিবন্ধী সর্বপরি দূযোর্গ কবলিত সর্বসাধারন প্রতিষ্ঠানের সরাসরি উপকারভোগী **নারী:** ৯৬,২০০ জন, **পুরুষ:** ২৭,৩০০জন, **শিশু:** ১৫,৫০০ **মোট:** ১,৩৯,৬৮২ জন

কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

এনজিএফ বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষা ক্যাডারে যেমনঃ অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, মৎস্য, পশুচিকিৎসা, ব্যবসায় প্রশাসন, সমাজকর্ম, সামাজিক বিজ্ঞান, ভূগোল এবং পরিবেশগত স্নাতক ও স্নাকোত্তরদের নিয়ে একটি বহুমুখী দল গঠন করেছে। এনজিএফ দেশের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সেরা স্নাতকদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। এনজিএফ একটি শি ণ সংস্থা এবং প্রতিটি কর্মীদের শেখার এবং বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি নমনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন। বর্তমানে এনজিএফের ৫৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মী রয়েছে। এনজিএফের কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং উপকারভোগী পরিবারের সদস্য বিশেষত উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যরা অগ্রাধীকার পেয়ে থাকে।

সংস্থার চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিঃ

এনজিএফ হয়টি ইউনিট এর অধীনে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহন করে কর্মএলাকার লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সহয়াতা করে আসছে। কৃষি উদ্ভাবন অনুশীলন, জীবন ও জীবিকায়ন উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুকিঁ মোকাবেলায় অভিযোজন ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চাষের বাণিজ্যিকীকরণ, মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করে খাত ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন, ওয়াস প্রকল্প, মার্কেট সিষ্টেম ও ভেল্যু চেইন উন্নয়ন কর্মসূচী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম ইত্যাদি; চলমান উন্নয়ন প্রকল্প গুলি হ'ল;

সংস্থার চলমান প্রকল্প সমূহ

ভেল্যুচেইন এবং মার্কেট ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট

- কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও ভেল্যুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প
- কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপনে কারিগরি প্রযুক্তি হস্তান্তর উপ-প্রকল্প
- কার্প-গলদা মিশ্রচাষ ও ভেল্যুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প
- কাঁকড়া খাতের বাজার ব্যবস্থার উন্নীতকরণ প্রকল্প
- সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট- এসইপি প্রজেক্ট
- এগ্রোটেক- সমৃদ্ধি প্রকল্প

জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কম্পোনেন্ট

- কৃষি ইউনিট
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
- কুচিয়া হ্যাচারি স্থাপন ও চাষে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প
- জলবায়ুবান্ধব উন্নত কৃষি অভিযোজন ও ফসল উৎপাদন প্রকল্প
- কোরাল ও ভেটকি মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প

জলবায়ু সহনশীল ওয়াটার-স্যানিটেশন কম্পোনেন্ট

- সাশ্রয়ী মূল্যে সুপেয় পানি উৎপাদন ও বিপনন কর্মসূচি- লিফট প্রকল্প
- মাল্টিপারপাস ওভারহেড ট্যাংক/পাইপলাইনে পানি সরবরাহ প্রকল্প

সংস্থার চলমান প্রকল্প সমূহ

স্থানীয় সম্পদ খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট

- সমৃদ্ধি কর্মসূচি
- উজ্জীবিত প্রকল্প
- ভিজিডি প্রকল্প
- প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
- পাথওয়েজ টু প্রোস্পারিটি প্রকল্প

সামাজিক ব্যবসা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট

- ডিস্যালিনেশন ওয়াটার প্রোডাকশন এ্যান্ড সাপ্লাই প্রকল্প
- এনজিএফ সোলার হোম সিস্টেম

ক্রস কাটিং ইস্যু এবং সিএসআর কম্পোনেনট

- সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি
- কৈশোর কর্মসূচি
- কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি-সিএসআর কর্মসূচি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

নওয়াবেঁকী গণমুখী কাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে খুবকাছ থেকে দরিদ্র মানুষের ঋণগ্রহনের বিড়ম্বনা, গতানুগতিক ব্যাংকিং সেবার অপর্যাপ্ততা ও নিয়মতান্ত্রিক জটিলতা, মহাজনী প্রথার দৌরাত্ব, এবং ঋণগ্রহনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব দেখেছে। গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহজ শর্তে আর্থিক ঋণসুবিধা প্রদানের ব্রত নিয়ে ১৯৯০ সাল হতে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে পিকেএসএফ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিস্তৃত এলাকায় সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সম্প্রসারন ঘটে। বর্তমানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বহুমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ, জনগনের চাহিদা নির্ভর নানা ধরনের আর্থিক ঋণসেবা অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম প্রথাগত বলয় থেকে বেরিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে দরিদ্র বান্ধব, ব্যবসা বান্ধব, কৃষি বান্ধব বিভিন্ন ধরনের ঋণ কর্মসূচি। পাশাপাশি সংযুক্ত হয়েছে সঞ্চয় কার্যক্রম, যা গ্রামীন মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বস্তুত এলাকা ভিত্তি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগন প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী হিসাবে ভূমিকা রাখেন। মাঠপর্যায়ে চলমান এই কার্যক্রমকে নিবিড় ভাবে তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য রয়েছেন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

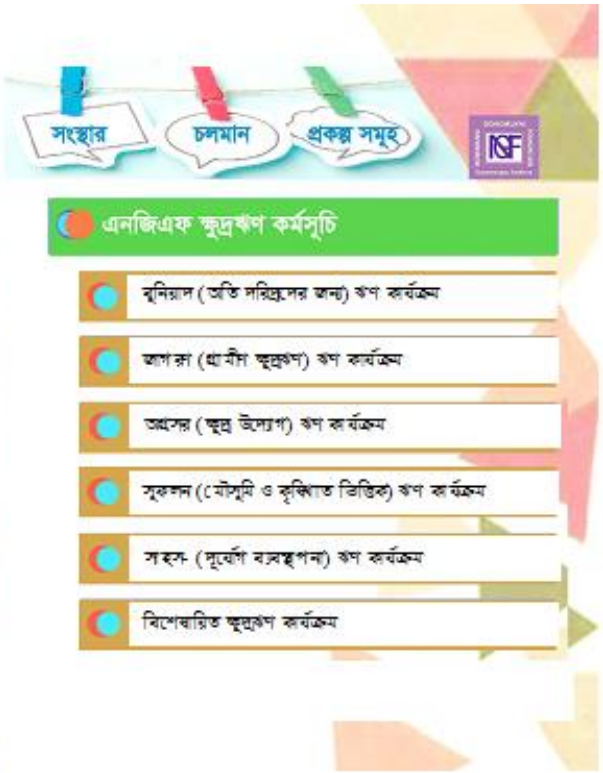

সংস্থার সম্ভাবনাময় বিনিয়োগের খাত

আগামীদিনের সম্ভাবনাময় বিনিয়োগের খাত-কাঁকড়া

সংস্থার বাস্তবায়িত কর্মসূচির টেকসহিতা ঃ

সংস্থার ৩০ জুন, ২০১৯ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত কর্মসূচির টেকসহিতা (Sustainability) শতকরা হার ১১১.৮১% । কিাত ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর এর প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এবং ২০০৯ সালে ২৫ মে এর প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'র প্রভাবে সংস্থার উপকূলবর্তী ১৯ টি শাখার ঋণ কার্যক্রমের মরাত্মক ক্ষতিসাধন হওয়ায় সংস্থার ক্রমপুঞ্জিভূত টেকসহিতর মান নিম্নমূখি হলেও সংস্থার সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে ক্রমান্বয়ে সংস্থার কর্মসূচির টেকসহিতা (Sustainability) মান ১১১.৮১% ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এনজিএফ ছয়টি ইউনিট এর অধীনে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করে কর্মএলাকার লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সহয়াতা করে আসছে। কৃষি উন্নয়ন অংশীদার, জীবিকা ও জীবিকায়ন উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুর্কি মোকাবেলায় অভিযোজন ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চাষের বাণিজ্যিকীকরণ, মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিত করে খাত ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন, ওয়াসপ্রকল্প, মার্কেট সিস্টেম ও ভেল্যু চেইন উন্নয়ন কর্মসূচী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম ইত্যাদি প্রকল্প গুলি চলমান রয়েছে।

সংস্থায় নতুন/উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড সমূহঃ

সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নতুন এবং উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী'র মধ্যে কিছু সফল কার্যক্রম, যার পায়োনিয়ার হিসেবে সংস্থা দেশে বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে, এরকম কিছু উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

কাঁকড়ার হ্যাচারী স্থাপন এবং পোনা উৎপাদন

এনজিএফ ২০১৬ সালে কাঁকড়ার হ্যাচারি স্থাপন করে দেশে প্রথমবারের মতো পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। উৎপাদিত পোনা নার্সারী পর্যায়ে বিক্রি কওে নার্সারী ব্যবসার সম্প্রসারণ করেছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় প্রযুক্তিগত কারিগরি সহায়তা দিয়ে উদ্যোক্তা পর্যায়ে কক্সবাজারে আরো ২টি কাঁকড়ার মিনি হ্যাচারী স্থাপন ও পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে।

উদ্ভাবনীমূলক নতুন উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি কার্যক্রম

বিনিয়োগ নির্ভর কাঁকড়ার পোনা নার্সারি ব্যবসার সম্প্রসারণ কার্যক্রম

কাঁকড়ার পোনা নার্সিং প্রযুক্তি হস্তান্তর

কাঁকড়ার হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা নার্সিং এর জন্য নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে নার্সিং ব্যবসার একটি নতুন পেশার সৃষ্টি করেছে। ব্যবসাটিকে টেকসই করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত কারিগরী সহায়তার পাশাপাশি সংস্থার নতুন একটি আর্থিক ঋণ সহায়তার দ্বার উন্মোচন করেছে।

পারিবারিক পর্যায়ে কুচিয়া চাষ বৃদ্ধি এবং খামারী সৃষ্টির লক্ষ্যে কুচিয়ার ব্রিডিং খামার স্থাপনঃ

উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ুবান্ধব কর্মসূচি হিসেবে একটি বিশেষ শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে পরিবার ভিত্তিক কুচিয়া চাষ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, মূলতঃ রফতানিমুখী এবং অতিলাভজনক হিসেবে সংস্থার কৃষি ইউনিট কুচিয়ার বানিজ্যিক চাষে খামারী পর্যায়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান করায় এখাতে সংস্থার বিনিয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ভাবনীমূলক এবং খামারীবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

এনজিএফ কুচিয়া ব্রিডিং খামার ও পারিবারিক খামারী

জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত কৃষি অভিযোজনে ফসল উৎপাদন

মিনি পুকুরে পানি ধারণ করে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাধ্যমে সারাবছর ফসল ও সবজি উৎপাদন

উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজ উৎপাদনে জলবায়ুবান্ধব উন্নত কৃষির অভিযোজন কৌশল

সংস্থার কৃষি ইউনিট কর্তৃক মডেল প্রদর্শনিতে আশানুরুপ ফললাভ করায় মিনি পুকুর ব্যবস্থাপনায় মিষ্টিপানি ধারন করে সেচেঁর মাধ্যমে বছরব্যাপী ফসল উৎপাদন;

উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির অভাব দূরকরণে প্রযুক্তির ব্যবহার

সুপেয় পানির সহজলভ্য প্রাপ্তী সাধারণ মানুষের জীবন ধারনের মৌলিক উপাদান বিবেচনায় রেখে সংস্থা সর্বশেষ ২০১৩ সালে পিকেএসএফ এর লিফ্ট প্রকল্পের আওতায় ডিস্যালিনেশন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেন। এ অঞ্চলের চারিদিকেই শুধু পানি আর পানি, তবে লোনা হওয়ায় পানের অযোগ্য। সংস্থা ভূগর্ভস্থ লোনা পানি কে ডিস্যালিনেশন প্রক্রিয়ায় মিষ্টি পানিতে রুপান্তর করে সফলতা লাভ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পানি অতিলবনাক্ত এলাকায় সরবরাহ করার মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। অত্র অঞ্চলে সুপেয় পানি প্রাপ্তীর টেকসই সমাধান হিসেবে এখন পর্যন্ত ডিস্যালিনেশন পদ্ধতিকেই সরকারসহ অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা সমুহ বিবেচনা নিয়ে অতি লবনাক্ত এলাকায় পানির প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে।

উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির ব্যবহারে ডিস্যালিনেশন পদ্ধতিতে সুপেয়পানি উৎপাদন ও বিপনণ কর্মসূচি

ডিস্যালিনেশন প্রক্রিয়ায় লবন পানিকে মিষ্টি পানিতে রুপান্তর করে যাবার উপযোগী করে অতি লবনাক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়। সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের পর প্রযুক্তিটি বর্তমানে উপকুলে পানীয় জল প্রাপ্তীর উপযুক্ত সমাধান হিসেবে সরকারী বেসরকারী ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

GONOMUKHI NOWABENKI FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে আমরা যা করছি

১ দারিদ্র্য বিমোচন

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বহুমাত্রিক ব্যবহারে বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক খাতে ঋণ সুবিধা পেয়ে কর্ম এলাকার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে।

১৪ জলজ জীবন

উপকূলীয় লোনা এবং আধা লোনা পানির বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, কার্প জাতীয় মাছ, কাঁকড়া, কুঁচে চাষ ইত্যাদি খাত ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহন করে কারিগরি সহযোগিতা ও ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে, ফলে চাষ পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও চাষীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সংস্থার বিশেষায়িত কর্মসূচি সমৃদ্ধি, ভিজিডি, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, কৈশোর কর্মসূচি, প্যাথওয়ে টু প্রোস্পারিটি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রবীন জীবনমান উন্নয়ন ও সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে মানব মর্যাদা উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে।

১৩ জলবায়ু কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশবান্ধব কৃষিশষ্য, মৎস্য, কাঁকড়া ও প্রানীজ সম্পদের ভেল্যুচেইন উন্নয়ন, বাজারজাত পদ্ধতির উন্নীতকরন, জলবায়ু সহনশীল ভেটকি/কোরাল মাছের চাষ, পারিবার ভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করে সহনশীলতা বাড়ানো হচ্ছে।

৫ জেন্ডার সমতা

উপকূলীয় অঞ্চলে সংস্থার জেন্ডার পলিসি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায়ন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। কর্মএলাকার প্রত্যান্ত গ্রামীন জনপদে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে সংস্থা নারী সদস্যেদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পক্তকরনে ঋণ/প্রশিক্ষণ সুবিধায় ক্ষমতায়ন করে জেন্ডার সমতায়নের উন্নতি করা হচ্ছে।

৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

উপকূলীয় অঞ্চলে সংস্থার জেন্ডার পলিসি অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতায়ন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। কর্মএলাকার প্রত্যান্ত গ্রামীন জনপদে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে সংস্থা নারী সদস্যেদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পক্ত করতে ঋণ/প্রশিক্ষণ সুবিধা দিয়ে ক্ষমতায়ন করে জেন্ডার সমতায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি হিসেবে সংস্থার চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে "সাশ্রয়ী এবং দূষণমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার"। লক্ষ্য অর্জণে সোলার হোম সিষ্টেম ও বক্স চুলা বাজারজাত করে সদস্য পর্যায়ে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ করা হচ্ছে।

১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান

সংস্থার সকল স্তরে শান্তি, ন্যায় বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে এ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেবার লক্ষ্যে ইএমএসসি প্রকল্প কাজ করছে। এভাবে সংস্থার নিজের মধ্যে এবং গ্রামীন পর্যায়ে সংগঠন গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

১০ অসমতা হ্রাস

সামাজিক অসমতা ও অর্থনৈতিক বৈসম্য দূরীকরণে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি চলমান অর্ন্তভূক্তিমূলক আর্থিক পরিসেবার কলেবর/পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির মধ্যে ক্রমেই সামাজিক অসমতা হ্রাস পাচ্ছে।

১৭ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্প উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্পভুক্ত অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে "সমস্যা যার, সমাধানের পথও তার" নীতিতে বিভিন্ন স্তরে মতামত গ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের পথ বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণ এবং অনুরুপ পদ্ধতি অবলম্বন করে বাস্তবায়নে তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিৎ করা হয়।

বদলে যাওয়া প্রকৃতির সাথে

উদ্যোক্তাদের দিন বদলের গল্প

উপকূলীয় অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী, বিনিয়োগ বান্ধাব এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে মানানসই কিছু সফল উদ্যেগ, যা এ অঞ্চলেবসবাসরত মানুষ জীবন মান ও উন্নত জীবিকায়ন পদ্ধতির অনুশীলন বৃদ্ধি করেছে।

জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় সম্পদ, জনগনের দক্ষতা ও সক্ষমতাপ্রধান্য দিয়ে এনজিএফ এর পরিবেশ বান্ধব, লাভজনক ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক সর্বাধীক ব্যবহৃত টেকসই এন্টারপ্রাইজ, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বদলে যাওয়া প্রকৃতির সাথে

নিজেদের মানিয়ে নিয়ে উদ্যোক্তারা জলে সোনা ফলায়।

সাতক্ষীরা সাদা সোনা

উপকূলীয় অর্থনীতিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী পন্য হিসেবে সাতক্ষীড়া জেলার উৎপাদিত বাগদা চিংড়ি দেশে-বিদেশে সাদা সোনা বা "হোয়াইট গোল্ড" নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রেখে অর্গানিক চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে।

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে চিংড়ি চাষের ভূমিকা

সম্প্রতিক বছর গুলিতে হিমায়িত চিংড়ি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণঅকদান রেখেছে। জাতীয় রপ্তানি আয়ের মধ্যে চিংড়ির অবদান উল্লেখ যোগ্য। উপকূলীয় চিংড়ি চাষের খাত থেকেই এ পণ্যের সিংহভাগ আহরিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পাশাপাশি চিংড়ি চাষ উপকূলীয় জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হিমায়িত চিংড়ি শিল্পগুলিতে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

এনজিএফ এর ভূমিকা

সংস্থার বাস্তবায়িত মাইক্রো-ক্রেডিট এর অগ্রসর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদিত চাষীদের সহায়তা করা হচ্ছে।

বিগত২০১৮-২০১৯ইং অর্থবছরে কর্ম-এলাকায় চিংড়ি চাষে ৬৯,৬৮,০৬,০০০/- টাকা এবং ব্যবসায় ৪০,৫৫,৬০,০০০/- টাকা
মোট ৩২ হাজার চাষীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চিংড়ি খাতে সংস্থাপর ঋণ সহায়তা প্রদান এর তথ্য চিত্র

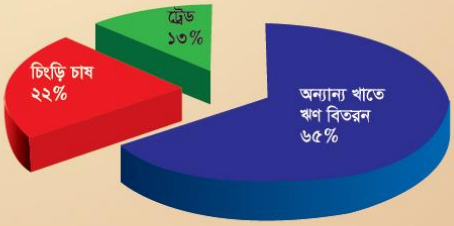

সংস্থার চলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এলাকায় বিশেষ করে সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা জেলার উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষী এবং ব্যবসায়ীদের অগ্রসর ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবর্তিত জলবায়ু সাথে অভিযোজিত কৃষিজ পন্য উৎপাদন নারীদের সম্পৃকাতকরণ, পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের অনুশীলনে প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এনজিএফ এর

কৃষি ইউনিট

প্রেক্ষাপট

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বিপর্যস্ত দেশের প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেম, বন্যা, সাইক্লোন, খরা, মাটি/পানি দূষন, শৈত্যপ্রবাহ এবং উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ত বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমগ্র দেশের কৃষক এবং কৃষি ব্যবস্থা। সেই পরিস্থিতিতে দেশের কৃষক এবং কৃষিখাতের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। ধাবাবাহিকভাবে বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে পিকেএসএফ তার নিজস্ব তবিলে মূলস্রোত কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দেশের কৃষিখাতের টেকসই উন্নয়নে খাত ভিত্তিক বিশ্লেষন করে নানাধরনের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় আইলা পরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষিখাতের উন্নয়নে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউণ্ডেশন (এনজিএফ) শ্যামনগর উপজেলার শংকরকাটি শাখার আওতায় পরীক্ষামূলক কৃষিকর্মকান্ড শুরু করেন। প্রথমে বছরেই কার্যক্রমের সফলতা দেখে পিকেএসএফ কালিগঞ্জ উপজেলার আরোও ৩টি (কদমতলা, রতনপুর, কৃষ্ণনগর) শাখায় কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার অনুমতি প্রদান করেন। বর্তমানে এনজিএফ ২টি উপজেলার মোট ৪টি শাখার মাধ্যমে কৃষি ইউনিট এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষীরা পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজিত হয়ে বছরব্যাপী উৎপাদন করছে লবন সহিষ্ণু বিভিন্ন জাতের সবজি এবং অন্যান্য কৃষিজ পন্য। কর্মসূচির আওতায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর মাঝে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, উপকরন সরবরাহ, সম্পদ ও স মতা বিবেচনায় প্রশিক্ষন প্রদান করে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তার মাধ্যমে তাদেরকে মত-ায়িত করা, যাতে তারা তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ও স মতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন।

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর লক্ষ্য

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন এবং জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর উদ্দেশ্য

- কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন মেয়াদকাল, ভৌগলিক অবস্থান, মৌসুম, তহবিল চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক সংগঠিত কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানে সহায়তা করা।
- ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা করা।
- কৃষি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, বিপণন ও উপকরণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানেরও সুযোগ রাখা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলায় লাকসাই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কৃষক পর্যায়ে পারিবারিক খামার গড়ে তোলা ও আয় এবং ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষণে সক্ষম করে তোলা।
- প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, খামারী সমাবেশ, কৃষি পরামর্শ, কর্মশালা ও কৃষকের শিক্ষাসফরসহ কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য প্রচারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

কৃষি ইউনিটের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ

ক্রমিক নং	কর্মকান্ড সমূহের বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন
কৃষি বিষয়ক প্রদর্শনী				
১	ট্রাইকো-কম্পোস্ট	২৫	২৫	৪৪
২	ফেরোমন ফাঁদ	১০	১০	৫৩
৩	ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার	১২	১২	৪৩
৪	মানসম্পন্ন ধানবীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ	২৫	২৫	২৩৫
৫	মানসম্পন্ন সবজি ও অন্যান্য বী উৎপাদন ও সংরক্ষণ	০	০	০
৬	উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চমূল্যের ফসলজাত	৮	৮	৫৫
৭	উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চমূল্যে ধান চাষ	২	২	২
৮	সবতবাড়িতে সারা বছর সবজি ও ফলমূল উৎপাদন	২০	২০	১৬০
৯	গ্রীষ্মকালীন তরমুজ/ টমেটো চাষ	৩	৩	৭
১০	মানসম্মত অরচার্ড সৃজন ও ব্যবস্থাপনা	২	২	৪
১১	নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা	১০	১০	১৪
১২	সবজি চাষে গুটি ইউরিয়া	১০	১০	১৭
১৩	প্রাকৃতিক আলু সংরক্ষণাগার	০	০	০
১৪	ক্রাপিং প্যাটার্ন প্রদর্শনী	৬	৬	৭
১৫	জমির আইলে সবজি উৎপাদন	১০	১০	১৬
১৬	কোকো-ডাস্ট ব্যবহার করে সবজির চারা উৎপাদন	২	২	৩
১৭	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন	৬	৬	১২
১৮	ছাদ বাগান	১	১	২
১৯	মান সম্পন্ন স্থানীয় জাতের ফসল চাষ	১	১	১
২০	কম্পোস্ট	০	০	৭০
২১	পোরাস পাইপ	০	০	৫
২২	বিশেষায়িত নার্সারী	১	১	১
২৩	ধান ক্ষেতে পারসিং, আলোক ফাঁদ, সারিতে	০	০	৬
মোট		**১৫৪**	**১৫৪**	**৭৫৭**
কৃষি উপকরণ				
১	ফেরোমন লিউর	৫০০	৫০০	২৭৯৬
২	পারসিং	৪০০	৪০০	৪০০
৩	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	০	০	১৪
৪	সবজির বীজ	৫০	৫০	৬১
৫	ফ্রুট ব্যাগ	৯৬০০	৯৬০০	৯৬০০
মোট		**১০৫৫০**	**১০৫৫০**	**১২৮৭১**
প্রশিক্ষণ (কৃষি), মাঠ দিবস ও কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র				
কৃষক প্রশিক্ষণ				
১	ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	২	১৮
২	সবজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	৫	৩১
৩	মাঠ দিবস	৫	৫	৪৫
৪	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র	৮	৮	১০০
৫	পরিকল্পনা সভা	১	১	৯
মোট		**২১**	**২১**	**২০৩**
প্রচার/প্রচারনা				
১	**বিলবোর্ড**	**১**	**১**	**১**

চলতি অর্থবছরে সংস্থার কৃষি ইউনিট এর আওতায় বাস্তবায়িত কিছু সফল কৃষি প্রযুক্তির তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো;

ছাদ বাগান কৃষি

ছাদ বাগানের ধারণা অনেক আগের হলেও বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদের দিকে তাকালেই বিভিন্ন ধরণের বাগান দেখা যায়। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে বাড়ির ছাদে যেকোনো গাছ বিশেষ করে ফলজ গাছ-আম, লেবু, পেয়ারা এমনকি টমেটোসহ অন্যান্য শাকসবজিও উৎপাদন করে নিজের চাহিদা মিটিয়ে বিক্রি করে লাভবান হতে পারবেন।

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ নগরে বসবাস করে। ১৯৫০ সালে এর হার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। ভবিষ্যতে নগরমুখী মানুষের স্রোত আরো বেগবান হবে। ২০৫০ সালে পৃথিবীর প্রায় ৬৬ শতাংশ লোক নগরে বসবাস করবে। ততদিনে গ্রাম ও নগর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে এবং কৃষিজ পন্য উৎপাদনে আবাদযোগ্য জমির পরিমান ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে। এমন প্রে াপটে কৃষিতে অভ্যাস্ত মানুষ তার কংক্রিটের বাড়ীর ছাদকেই কৃষি পন্য উৎপাদনের উপযুক্ত মাঠ হিসেবে বেঁছে নেবে। সেকারনেই এনজিএফ চলতি অর্থবছর থেকে শুরু করেছে ছাদ বাগান কৃষি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের নারীরা বেশ স্বছন্দে প্রযুক্তিটি গ্রহন করেছে।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো

গ্রীষ্মকালীন টমেটোঃ টমেটো মূলত শীতকালীন সবজি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু টমেটো এখন শুধু শীতকালেই নয়, গরমেও চাষ হচ্ছে। চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও কালিগন্জ উপজেলায় লবনাক্ত জমিতে চাষ হয়েছে গ্রীষ্মকালীন টমেটো। এ এলাকায় শীত মৌসুমে স্বল্প পরিমানে চাষ হয় টমেটোর। এবারই প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ হয়েছে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর। ফলন ভালো হওয়ায় স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। অনেকেই আগামীতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের পরিকল্পনা করছেন।

তরমুজ ফলের চাষ

তরমুজ একটি সুস্বাদু এবং গরমের সময় অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ও তৃষ্ণা নিবারক একটি ফল। আমাদের দেশে যেসব উন্নতমানের তরমুজ পাওয়া যায় তা দেশের বাইরে থেকে আমদানিকৃত সংকর জাতের বীজ থেকে চাষ করা হয়ে থাকে। শুষ্ক,উষ্ণ ও প্রচুর সুয্যের আলো পায় এমন স্থানে তরমুজ ভালো হয়ে থাকে। তবে অধিক আর্দ্রতা তরমুজ চাষের জন্য ক্ষতিকর। খরা ও উষ্ণ তাপমাত্রা সহনশীলতা তরমুজের অনেক বেশি। উর্বর দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য উত্তম। উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি তরমুজ চাষের জন্য উপযোগী না হলেও এনজিএফ এর কৃষি ইউনিটের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা কালিগন্জ উপজেলাধীন কিছু মিষ্টি পানির এলাকার চাষীরা তরমুজ চাষ করে সফল হয়েছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন ।

উপকূলীয় কৃষিতে ড্রাগন ফলের চাষ

উদ্যোগটি জলবায়ু সহনশীল, পরিবেশবান্ধব লাভজনক কর্মকান্ড হিসেবে উপকূলীয় কৃষিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে! বর্তমানে চাষীদের উৎপাদিত ড্রাগন ফল "উচ্চ মূল্যমানের ব্রান্ডেড পণ্য" হিসেবে দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাপক রফতানি চাহিদা রয়েছে। সুন্দরআকৃতি, রসালো স্বাদের মিষ্টি সুগন্ধে, প্রকৃতির গাঢ় রংয়ের আর্কষনীয় মোড়কে উপভোগ্য ফলটির উচ্চ বাজারমূল্য বিদ্যমান থাকায় একটি বিশেষ শ্রেনীর "হাই সোসাইটি ব্রান্ডেড ফল" হিসেবে বেশি পরিচিত। বর্তমান ড্রাগন ফল এর চাষ ও দেশজঃ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য হয়েছে, ফলে সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের খাবার টেবিলে বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ড্রাগন ফলের গ্রহনযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

ড্রাগন ফলের চাষ করে সফলতা লাভ করেছেন

উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ুবান্ধব লবনসহিষ্ণু কৃষি শষ্যের উৎপদনঃ কৃষি ইউনিটের আওতায় কালিগন্জ উপজেলাধীন রতনপুর ও কৃষ্ণনগর এলাকায় সূর্যমুখীর চাষে সফলতা পাওয়া গেছে।

প্রেক্ষাপট ঃ

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে সুন্দরবন বিধৌত উপকূলীয় অঞ্চল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ উপজেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় দেশীয় জাতের মাছ চাষ এবং প্রাণিসম্পদ এর লালন-পালন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পসারনের ক্ষেত্রে প্রদর্শনী খামার স্থাপনের পাশাপাশি খামারি সমাবেশ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, উপকরন সরবরাহ, পোনা সরবরাহ. গবাদি পশুর টিকা প্রদান কর্মসূচি ও কৃমিনাশক বিতরণ, কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র, বাজার সংযোগ কর্মশালা/ উদ্যেক্তা উন্নয়ন কর্মশালা এবং আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদানের মাধ্যমে খামারী পর্যায়ে এখাতের উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং সদস্যদের আয় বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

মৎস্য খাতঃ সংস্থার সদস্যদের বাড়ির আশেপাশে পরিত্যক্ত বা হাজামজা পুকুরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সমন্বিত মাছ চাষের আওতায় নিয়ে এসে দরিদ্র জনগোষ্টীর পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা কার্যক্রমকে সহায়তা দান করা।

প্রাণিসম্পদ খাতঃ সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ সদস্যদের প্রাণিসম্পদের সুস্থতা সাধন করে এখাতে ঋণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া এবং সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

অর্থবছরে অর্জণ

২০১৮-২০১৯ইং অর্থবছরে সংস্থার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছরে অর্জন	এ পর্যন্ত অর্জন
মৎস্য খাতে বাস্তবায়িত কার্যক্রম				
মৎস্য বিষয়ক প্রদর্শনী				
১	কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ	২০	২০	৮০
২	কার্প-গলদা চিংড়ী মিশ্র চাষ	২০	২০	৯০
৩	দেশী শিং/মাগুর-পাবদা-কার্প মিশ্র চাষ	১০	১০	৩৫
৪	দেশী কৈ/ভিয়েতনাম কৈ-কার্প মিশ্র চাষ	১০	১০	৩০
৫	কুচিয়া চাষ/মোটাতাজাকরণ	১৫	১৫	৫০
৬	কার্প ফ্যাটেনিং/কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ	৩০	৩০	৭৬
৭	গুচি বাইম/তারা বাইম ও কার্পের মিশ্র চাষ	০	০	৬
৮	রাক্ষুসে মাছের মিশ্র চাষ	৫	৫	১০
৯	ভিয়েতনাম পাঙ্গাস ও কার্প মিশ্র চাষ	৫	৫	১৬
১০	ভেটকি-পারশে-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ	২৫	২৫	২৫
১১	নার্সারী পুকুর/মাছের পোনার ব্যবসা	১০	১০	১৩
১২	পন্ড ডাইক গ্রীনিং	৫০	৫০	৮০
১৩	বাহারি মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা	৫	৫	৫
১৪	খাচায় মাছ চাষ (কেজ কালচার)	০	০	২০
১৫	পেন কালচার	০	০	০
১৬	একোয়াপনিক গার্ডেনিং: মাছ ও সবজি	০	০	০
১৭	আরআরএস: ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ	৫	৫	৫
১৮	সী উইড চাষ	০	০	০
১৯	সেমি ফার্মেটেড ফিস প্রোডাক্ট	০	০	০
২০	ফিশ ফিড তৈরিতে উদ্যোক্ত তৈরি	৫	৫	৫
২১	বিলুপ্ত প্রায় দেশী জাতের মাছ চাষ	১০	১০	১০
	মোট	**২২৫**	**২২৫**	**৫৫৬**

পোনা অবমুক্তকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও মৎস্য উপকরণ				
১	ক) মাঠ দিবস (সদস্য পর্যায়ে)	৬	৬	৯
২	খ) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (সদস্য)	১	১	৪
	গ) পোনা অবমুক্তকরণ	০	০	১
	ঘ) মানসম্পন্ন ছবি উত্তোলন	১	১	২
	ঙ) তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড	১	১	১
৩	চ) প্রকাশনা	০	০	১
	মোট	**৯**	**৯**	১৮
প্রশিক্ষণ মৎস্য				
১	প্রশিক্ষণ (মৎস্য)	৬	৬	২৩
	মোট	৬	৬	২৩
প্রাণিসম্পদ খাতে বাস্তবায়িত কার্যক্রম				
প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পশিক্ষণ				
১	ক) ছাগল পালন/ভেড়া পালন/পাঁঠা পালন বিষয়ক সদস্য প্রশি ণ (অনাবাসিক)	৩	৩	২১
২	খ) গাভি পালন/ গরু মোটাতাজাকরণ/ মহিষ পালন বিষয়ক সদস্য প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)	২	২	১০
৩	গ) লেয়ার/ ব্রয়লার/সোনালী মুরগি বিষয়ক সদস্য প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)	৫	৫	১২
৪	ঘ) ভার্মি কম্পোস্ট বিষয়ক সদস্য প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)	৯	৯	৪৩
	মোট	**১৯**	**১৯**	**৮৬**
অন্যান্য				
১	খামার দিবস (সদস্য পর্যায়ে)	১২	১২	৩২
২	কর্মকর্তা অবহিতকরণ কর্মশালা	২	১	৬
	মোট	**১৪**	**১৩**	**৩৮**
প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক প্রচারণা				
১	বিলবোর্ড	১	১	১
২	তথ্যভিত্তিক সাইনবোর্ড	২	২	২
	মোট	**৩**	**৩**	**৩**
প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক উপকরণ (ভ্যাক্সিন ও কৃমিনাশক) (ভায়াল ও বোলাসের সংখ্যা)				
১	(ক) এফএমডি **(ভায়ালে সংখ্যা) (প্রাণীর সংখ্যা নয়)**	২০	২০	১০০
২	(খ) পিপিআর **(ভায়ালে সংখ্যা) (প্রাণীর সংখ্যা নয়)**	৪৮	৪৮	২৪০
৩	(গ) আরডিভি **(ভায়ালে সংখ্যা) (প্রাণীর সংখ্যা নয়)**	৪০	৪০	২০০
৪	(ঘ) বিসিআরডিভি **(ভায়ালে সংখ্যা) (প্রাণীর সংখ্যা নয়)**	৮	৮	৪০
৫	(ঙ) ডাক পেগ **(ভায়ালে সংখ্যা) (প্রাণীর সংখ্যা নয়)**	১৬	১৬	৮০
৬	(চ) এনথ্রাক্স **(ভায়ালে সংখ্যা) (প্রাণীর সংখ্যা নয়)**	৪০	৪০	১৬০
৭	(ছ) কৃমিনাশক বোলাস **(বোলাসের সংখ্যা)**	৩২০০	৩২০০	১৩৮০০
	মোট	**৩৩৭২**	**৩৩৭২**	**১৪৬২০**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এর কিছু কার্যক্রমের তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো

কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ

উপকূলীয় অঞ্চলের গ্রামের পরিবারগুলো তাদের ছোটো পুকুরগুলোতে উন্নত ব্যবস্থাপনায় কার্প জাতীয় মাছের সঙ্গে দেশীয় প্রজাতির অতিপুষ্টি সম্পন্ন মলা-ঢেলা, তেলাপিয়া মাছের চাষ এবং একই সাথে পাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন কর্মএলাকার নারী সদস্যগন, যা গ্রামীন জনপদেও পরিবার গুলোয় খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহের পাশাপাশি দরিদ্র নারী সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

ভেটকি-কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ

উপকূলীয় অঞ্চলের আধা-লবণাক্ত ও লবণাক্ত পানিতে ভেটকি মাছের সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে সফলতা পাওয়া গেছে। ভেটকি লবণাক্ততা সহিষ্ণু হওয়ায় উপকূলীয় এলাকার ঘের/জলাভূমিতে মিশ্র পদ্ধেতে চাষ করে চাষীরা লাভবান হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব এ চাষ পদ্ধতিতে এরা সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং এদের বেশি ঘনত্বে চাষ করা যায়। ভেটকির বৃদ্ধির হার বেশি এবং প্রতি ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে এদের প্রতিটির ওজন ৩৫০ গ্রাম থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত হয়। বর্তমানে কর্মএলাকার চাষীরা ভেটকি মাছের সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থান উভয়ই বৃদ্ধি করেছে।

নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য খাসি মোটাতাজাকরণ একটি লাভজনক পারিবারিক আয়ের উৎসে পরিনত হয়েছে। আবদ্ধ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে দানাদার খাদ্য ও ঘাস খাওয়ানোর মাধ্যমে এবং নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদানের মাধ্যমে ৩-৪ মাস অন্তর মোটাতাজাকৃত খাসি বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে খাসি মোটাতাজাকরণ বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ এ অর্থবছরে ০৫ টি খাসি মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করেছে।

বাক সেন্টার স্থাপন/ পাঁঠা মোটাতাজাকরণ

ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও মোটাতাজাকৃত পাঁঠা ছাগলের বাজার চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ বাক সেন্টার স্থাপন/পাঁঠা মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করছে। এ বছরে ১০ টি প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সঠিক জীব নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার/ সোনালী/হাইব্রিড ব্রয়লার মুরগি পালন

প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সোনালী/হাইব্রিড ব্রয়লার মুরগি পালন গ্রামীন জনগোষ্ঠির একটি অন্যতম আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মুরগি পালনে অব্যবস্থাপনা ও অসচেতনতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ সঠিক জীব নিরাপত্তাবলয় নিশ্চিতের মাধ্যমে মুরগি পালনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরে ২০ টি প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেমি স্লেটেড পদ্ধতিতে টার্কি পালন

প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে টার্কি পালন বাংলাদেশের একটি অন্যতম আয়ের মাধ্যম। যেহেতু টার্কিও রোগের বিস্তার কম এবং শাক-সবজি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, এ জন্য উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম। কিন্তু গ্রামীন জনগোষ্ঠীর টার্কি পালনে অজ্ঞতা ও অনীহার কারণে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক আকার ধারণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে নাই। এমতাবস্থায় পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ টার্কি পালন আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ বছরে ১৫ টি প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বানিজ্যিকভাবে ফডার উৎপাদন

প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গবাদি পশু লালন পালন বাংলাদেশের একটি অন্যতম আয়ের মাধ্যম। যে সকল জমির মাটিতে লবনাক্ততা তূলনা মূলক কম সে সকল জমিতে বানিজ্যিক ভাবে ঘাসের উৎপাদন ও বিক্রয় করে নিজস্ব গবাদি পশুর চাহিদা পূরনের পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। এমতাবস্থায় পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ বানিজ্যিকভাবে ফডার উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৭ সাল হতে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে। এ বছরে ২০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কেঁচো সার উৎপাদন

প্রাণিসম্পদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকল্পে কেঁচো সার উৎপাদন এক যুগান্তকারী উদ্ভাবনী কৌশল, যেখানে ব্যবহৃত হয় বিশেষ প্রজাতির কেঁচো যা গোবর থেকে সার উৎপাদন করে। এই বিশেষ জৈবসার মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ কেঁচো সার উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে। এ বছরে ২৫০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আধা বানিজ্যিক কোয়েল পালন

পরিবার ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি হিসেবে কোয়েল পালন দেশের গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অন্যতম আয়ের মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু কোয়েল পালনে কিছু অব্যবস্থাপনা ও অসচেতনতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে দেখা যায়। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ এর প্রণিসম্পদ ইউনিট কোয়েল পালনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরে ০৫টি প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১.১ প্রাণি সম্পদে টিকা প্রদান ও কৃমির বড়ি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় প্রাণি সম্পদে টিকা প্রদান ও কৃমির বড়ি বিতরণ এর অগ্রগতির ও হালনাগাদ তথ্যচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো

ক্রঃ নং	টিকা ও কৃমির বড়ির নাম	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট
১	পিপিআর	১৩০০	২০৩০	২১০০	৮৮৫	৮৭২	০	৭১৮৭
২	আরডিভি	৩০০	১৮৩০	১৯১০	১০০০	৮৯২	০	৫৯৩২
৩	বিসিআরডিভি	৩০০	১৭৬৫	২১০০	১০০০	৮৭৪	০	৬০৩৯

৫.১৩ ঝুঁকি তহবিল বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	ভাতার ধরন	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা
১	মৃত্যু ভাতা	০	০	০	০	০	০	২	১০০০০	২	১০০০০			৪	২০০০০
২	দুর্ঘটনা ভাতা	০	০	০	০	০	০	১	৫০০০	৫	২৫০০০	৩	৩০০০০	৯	৬০০০০
৩	অসুস্থ্যতা ভাতা	০	০	০	০	০	০	১০	৫০০০০	৩৪	১৭০০০০	১২	১২০০০০	৫৬	৩৪০০০০
৪	নিরাপদ প্রসবজনিত ভাতা	০	০	০	০	০	০	১৩	৬৫০০০	৫৯	২৯৫০০০	৩০	৩০০০০০	১০২	৬৬০০০০
মোট		০	০	০	০	০	০	২৬	১৩০০০০	১০০	৫০০০০০	৪৫	৪৫০০০০	১৭১	১০৮০০০০

প্রকল্পের কিছু সফল আইজিএ বাস্তবায়নের ছবি

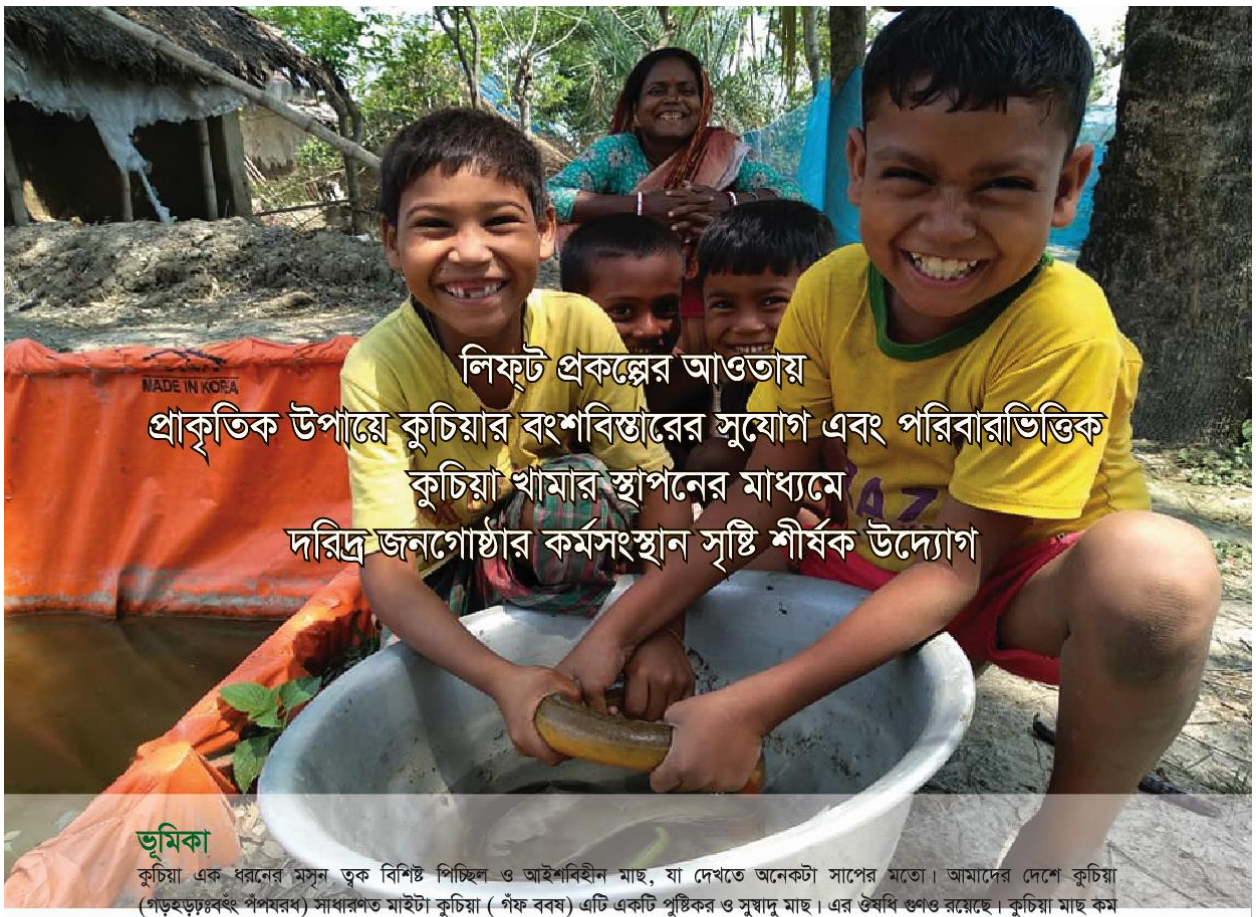

লিফট প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক উদ্যোগ

ভূমিকা

কুচিয়া এক ধরনের মসৃন ত্বক বিশিষ্ট পিচ্ছিল ও আইশবিহীন মাছ, যা দেখতে অনেকটা সাপের মতো। আমাদের দেশে কুচিয়া (গড়হড়ঢ়ঃবৎং পঁপযরধ) সাধারণত মাইটা কুচিয়া (গঁফ ববষ) এটি একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু মাছ। এর ঔষধি গুণও রয়েছে। কুচিয়া মাছ কম অক্সিজেন, বেশী তাপমাত্রা, কম গভীর পানিতে এমনিকি দূষিত পানিতেও বেঁচে থাকতে পারে। মাছের লার্ভা ও পোনা, শামুক, জলজ পোকা, অমেরুদন্ডী প্রাণি, কেঁচো, ব্যাঙের ডিম ইত্যাদি এই মাছের পছন্দের খাবার। দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সনাতন ধর্মাবলীর লোকজনের নিকট এই মাছটি অধিক জনপ্রিয়। বর্তমানে আদিবাসী ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কুচিয়া আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে গ. পঁপযরধ জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেমে রপ্তানী হচ্ছে। চিংড়ি এবং কাঁকড়ার মতো কুচিয়ারও বিশাল রপ্তানী বাজার ও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক উৎস্য থেকেই প্রাপ্ত কুচিয়াই মূলত বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এক সময় দেশের সর্বত্র কুচিয়া পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে কুচিয়ার আবাসস্থল নষ্ট হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে নির্বিচারে অতিঅহরণ করার ফলে কুচিয়ার পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। তাই কুচিয়া চাষের কোন বিকল্প নেই। সদস্য পর্যায়ে কুচিয়া চাষ কার্যক্রমকে সহজী-করণ ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায় নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউণ্ডেশন (এনজিএফ) আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের কর্মএলাকা

শ্যামনগর ও কালিগঞ্জ উপজেলা, সাতক্ষীরা
কয়রা উপজেলা, খুলনা

প্রকল্পের মেয়াদকাল

৩ (দুই বছর)
(জানুয়ারী ১৮- ডিসেম্বর ২০২১)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কুচিয়ার বংশবিস্তারে সহায়তা করা।
উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কুচিয়া মাছ সহজীকরণ ও জনপ্রিয় করা।
কুচিয়া মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্ব-কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করা।

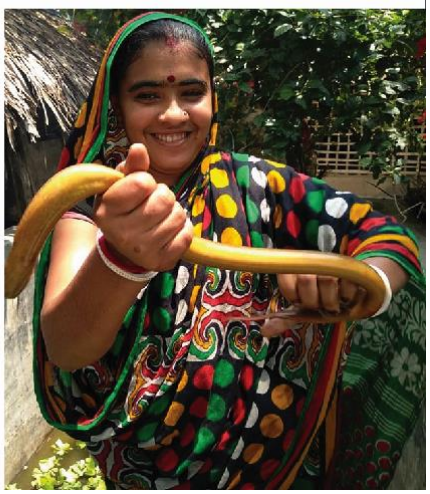

কুচিয়া মাছ চাষের সুবিধা

বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পুকুর বা ঘের, হাপা ও চৌবাচ্চায় সহজেই কুচিয়া চাষ করা যায়
কুচিয়া মাছ খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর
কুচিয়া মাছে ঔষধি গুণাগুণ বিদ্যমান
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এর ভূমিকা আছে
কুচিয়া একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জণ সমুহ

ক্র. নং	খাতের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		সার্বিক অর্জন	চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	চলতি অর্থবছরের অর্জন	চলতি মাসের অর্জন
		পাইলটিং পর্যায়	সম্প্রসারণ পর্যায়		পাইলটিং পর্যায়	সম্প্রসারণ পর্যায়				
১	কুচিয়া হ্যাচারি স্থাপন	৩	১৫	১৮	৩	০	৩	১৫	০	০
২	সংস্থা পর্যায়ে চৌবাচ্চা ও ডিচ স্থাপন (সংখ্যা)	৩	০	৩	৩	০	৩	০	০	০
৩	সদস্য পর্যায়ে প্রদর্শনী স্থাপন (টি)	৭৫	৫০	১২৫	৭৫	৩০	১০৫	২০	০	০
৪	সদস্য প্রশিক্ষণ (জন)	৭৫	২০০	২৭৫	৭৫	১৫০	২২৫	৫০	০	০
৫	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (জন)	৫০	৫০	১০০	৫০	৫০	৫০	৫০	০	০
৬	সদস্যদের কুচিয়া চাষে ঋণ (জন)	৭৫	২২৫	৩০০	৯৩	৬৮০	৮০৮	৩০০	৩৫	৩৫
৭	সদস্যদের কুচিয়া চাষে ঋণ (টাকা)	১৫০০০০০	৭৫০০০০০	৯০০০০০০	১৫০০০০০	১৭৪৮০০০০	২০০৪৮০০০	৯০০০০০০	৭৬৮০০০	৭৬৮০০০
৮	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন (সংখ্যা)	০	২	২	০	১	১	১	০	০
৯	প্রকাশনা (পোস্টার ও লিফলেট তৈরী) (সংখ্যা)	১০০০	১০০০	২০০০	১০০০	০	১০০০	১০০০	০	০
১০	স্থানীয় পাইকার তৈরীর জন্য কর্মশালা(সংখ্যা)	২	৩	৫	২	০	২	২	০	০
১১	বেজলাইন সার্ভে (সংখ্যা)	২০০	০	২০০	২০০	০	২০০	০	০	০
১২	কুচিয়া চাষ বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী ও প্রচার (সংখ্যা)	০	১	১	০	০	০	১	০	০
১৩	কুচিয়া চাষ বিষয়ক ফ্লিপচার্ট তৈরি	০	৫০০	৫০০	০	০	০	৫০০	০	০
১৪	প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও বিতরণ (সংখ্যা)	০	৫০০	৫০০	০	৫০০	৫০০	০	০	০
১৫	কুচিয়া চাষে চাষী সহায়িকা তৈরি ও বিতরণ (সংখ্যা)	০	৫০০	৫০০	০	৫০০	৫০০	০	০	০
১৬	কুচিয়া চাষ বিষয়ক একটি বিশেষ বুকলেট তৈরি ও বিতরণ (সংখ্যা)	০	৫০০	৫০০	০	০	০	৫০০	০	০
১৭	মাঠ দিবস আয়োজন (সংখ্যা)	০	৩	৩	০	১	১	২	০	০
১৮	আউটকাম সার্ভে প্রতিবেদন (সংখ্যা)	০	২০০	২০০	০	০	০	০	০	০
মোট		১৫০১৪৮৩	৭৫০৩৭৪৯	৯০০৫২৩২	১৫০১৫০১	১৭৪৮১৯১২	২০০৫১৩৯৮	৯০০২৪৪১	৭৬৮০৩৫	৭৬৮০৩৫

প্রকল্পভূক্ত কর্ম এলাকার চাষীরা পারিবারিক পর্যায়ে বানিজ্যিকভাবে কুচিয়া চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হয়েছেন। পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার এনজিএফ কুচিয়ার বিড্রিং খামার স্থাপন করেছে, যা ভবিষ্যতে প্রকৃতি নির্ভরতা কমিয়ে খাতটিকে টেকসই করবে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

"দারিদ্র্য দূরীকরনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)"

পিকেএসএফ এর বর্তমান চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ প্রদত্ত ধ্যান ধারণা ও মৌলিক কাঠামোর ভিত্তিতে ২০১০ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবার সমুহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে এনজিএফ কর্তৃক ১০ নং আটুলিয়া ইউনিয়নে একটি সমন্বিত কর্মসূচি তথা সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা সমুহের ; যেমনঃ স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি, শিক্ষা, আর্থিক সহায়তায় পূর্নবাসন, বিশেষ সঞ্চয় সুবিধা, শতভাগ স্যানিটেশন সুবিধা, গ্রামীন অবকাঠামো, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ বসতবাড়ীর জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

দরিদ্র পরিবারসমূহের টেকসই উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে দারিদ্র্য হ্রাস করে অভীষ্ট লক্ষ্যে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে।

তৃণমূল পর্যায় থেকে ত্বরান্বিত টেকসই দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।

কর্মসূচির কার্যক্রমের পরিধি

কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রম

- কর্ম-এলাকায় সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষে এলাকার বিভিন্ন স্থানে (বিশেষ করে; সরকারী, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং মেরামত করা।
- যোগাযোগের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে ছোট ছোট ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামত করা।
- সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন করা।

পরিবার ভিত্তিক কার্যক্রম

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, ওয়াশ (স্যানিটেশন কার্যক্রম) ও শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম (ঝরে পড়া রোধকরণ) নিশ্চিত করা।

আর্থিক সহায়তা (সম্পদ সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও টেকসই আয়বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রম ঋণ) প্রদান মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম (বসতভিটায় সবজি চাষ, ঔষধী গাছ, কেঁচোসার উৎপাদন ইত্যাদি) সম্প্রসারণ করা।

সমাজের অবহেলিত হতদরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহন করা, (যেমন-ভিক্ষুক পুনর্বাসন, বিশেষ সঞ্চয়)।

সমন্বয় ভিত্তিক কার্যক্রম

টেকসই দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারি/বেসরকারি (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ) পিকেএসএফ-এর অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সাথে সমন্বয় সাধন করা।

এক নজরে কর্মসূচির আওতায় অর্জন সমূহ (জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরণ		ইউনিট	অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছর অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভুত অর্জন
১	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি		সংখ্যা	৬৭৫৬	২৩০৮	১২২৬২
২	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন		সংখ্যা	৫৭৬	৫৭৬	২৮৭১
৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবাগ্রহণকারী		জন	৫৭৬০	৫৮৫৮	২৩৮৮৪
৪	স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন		সংখ্যা	১৪৪	১৪৪	৮৬৯
৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবাগ্রহণকারী		জন	৩৬০০	৪৬০৬	২৭৮৫০
৬	স্বাস্থ্য-ক্যাম্প আয়োজন		সংখ্যা	৪	৫	৩১
৭	স্বাস্থ্যক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারী		জন	৬০০	৯৫১	৯২৫৭
৮	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প		সংখ্যা	১	২	১১
৯	ছানি অপারেশন		জন	১৫	১১৭	৭১৪
১০	ডায়াবেটিক পরী া করা হয়েছে		জন	১০০০	১৬২২	৭৭০২
১১	উঠান বৈঠক আয়োজন		সংখ্যা	৭৬৮	৭৬৬	৪০০৬
১২	চলমান শি াকেন্দ্র		সংখ্যা	৫৪	৫৪	
১৩	বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী		জন	১৩৫০	১৩৫৭	
১৪	বছরের গড় শতকরা উপস্থিতি		জন	৯০%	৮২%	
১৫	অভিভাবক সভা আয়োজন		সংখ্যা	৬৪৮	৬৪৮	
১৬	প্রশিক্ষণ (আয়বৃদ্ধিমূলক, নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন)	ব্যাচ	সংখ্যা	১০	১০	৫৭
১৭		প্রশি ণার্থী	জন	২৫০	২৫০	১৪৯৪
১৮	সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন		সংখ্যা	০	০	৯
১৯	সমৃদ্ধি কমিটির সভা আয়োজন		সংখ্যা	৫৪	৫৪	৬০০
২০	বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান সঞ্চয়কারী		জন		২৫	১৪৪
২১			টাকা		১৮৬৮৫০	২৪৫৬৪৮৮
২২	অনুদান ফেরত প্রাপ্ত মেয়াদপূর্ণকারী		জন		৫	১১১
২৩			টাকা		১০০০০০	১৮৭৫৯১৭
২৪	পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন (পরিবার)		সংখ্যা		১৯৪৭	১৭৭৮৩

সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (জুন ২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরণ		ইউনিট	অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	চলতি বছর অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন
০১	আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ	বিতরণ	টাকা		১৪১৭৮৭০০০	৫৪১৬১৪০০০
		বিতরণ	জন		২৩৪৫	১৫৪৮০
০২	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ	বিতরণ	টাকা		৬০২০০০০	২০৪৩৫২৩৫
০৩	সম্পদ সৃষ্টি ঋণ	বিতরণ	টাকা		২৪৯৮০০০	৮৭৭৮০০০

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকার মানুষের মাঝে শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষে প্রতিজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্তৃক প্রতিমাসে নূনতম ৫০০ বাড়ী হিসাবে মাসে গড়ে ৮০০০ বা তদুর্ধো বাড়ী পরিদর্শন করতঃ নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারের সকল স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেখান থেকে জটিল রোগীকে চিহ্নিত করে এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে রেফার করে এবং সুচিকিৎসা গ্রহনের জন্য পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এছাড়া প্রত্যেক মাসে প্রতিটি শাখায় আওতায় ৪টি করে স্যাটে-লাইট ক্লিনিক পরিচালনা করা সহ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প (নাক-কান-গলা, মেডিসিন, চক্ষু শিবির, স্ত্রী ও শিশু রোগ বিষয়ক) পরিচালনা করা হচ্ছে। অত্র ইউনিয়নকে অন্ধত্ব মুক্ত (ছানিমুক্ত) করার লক্ষে নিয়মিত ভবে ছানি অপারেশন করে লেন্স সংযোজন করা হয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার সাধারন জনগোষ্ঠির মাত্র ২ টাকার বিনিময়ে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা, নিয়মিত ডায়াবেটিক রোগীদের মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে ডায়াবেটিক পরীক্ষা করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় উক্ত ইউনিয়নের সকল পরিবারে নিয়মিত কৃমিনাশক ট্যাবলেট, আয়রন ক্যাপসুল, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ও পুষ্টি কণা বিতরণ করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য অফিসার (ইএইচও) ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের (এইচভি) নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে মাঠ পর্যায়ে তারা নিজ দায়িত্ব নিরলসভাবে অত্যান্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

চিত্র -১ : বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প (নাক-কান-গলা ও মেডিসিন বিষয়ক) পরিচালনা করা হচ্ছে

চিত্র -২ : চক্ষু চিকিৎসা শিবির (ছানি অপারেশন ক্যাম্প) পরিচালিত হচ্ছে

শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণ, ঝরে পড়ারোধ, নিয়মিত পাঠের অভ্যাস করে শিশু শিক্ষাকে সাবলিল করার মানসে ৫৪টি 'বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র' চালু রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি গ্রামে নূন্যতম ২টি করে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে শিশু থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে মাসে ১টি করে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার ফলে অভিভাবকেরা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে এবং শিশুদেরকে নিয়মিত

স্কুলে পাঠাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে শিশুদের ঝরে পরার হার ছিল ১৮-২০% যা ২০১৫ সাল থেকে শুন্যের কোঠায় নেমে এসেছে এবং এ ধারা অব্যহত রয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষকদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে ফলে শিক্ষকগণ মাঠ পর্যায়ে নিজ দায়িত্ব অত্যান্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

সমৃদ্ধির আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম

সমৃদ্ধি দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনেতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক আয় বৃদ্ধির লক্ষে টেকসইভাবে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য উপকারভোগিদের মাঝে বিভিন্ন খাতে (আয়বর্ধনমূলক ঋণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ও অন্যান্য ঋণ) বিতরণ করছে। ফলশ্রুতিতে কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে (বসতভিটায় সবজি চাষ, ঔষধী গাছ বাসকের চাষ, সমন্বিত মাছ চাষ, মুরগী পালন ও কেঁচো সার উৎপাদন ইত্যাদি) সম্পৃক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে এ কার্যক্রমের সঠিক সম্প্রসারনের লক্ষে সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা দ্বারা সার্বক্ষনিক কারিগরি সহয়তা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র -৪ : সমৃদ্ধি আইজিএ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফের প্রতিনিধিগণ

সমৃদ্ধি পুনর্বাসন কার্যক্রম

অতিদরিদ্র্য যে সকল পরিবারসমূহের সদস্যগণ নিয়মিত আয়ের মাধ্যমে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না, সে সকল পরিবারসমূহকে বিশেষ সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থ জমা করে উক্ত পরিবারসমূহের বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের মাধ্যমে ভৌত সম্পদ ক্রয় বা চাহিদা মোতাবেক উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এ ছাড়া সামাজিক ব্যবস্থা ও বৈষম্যের কারণে এখনো কিছু ব্যক্তি/পরিবার ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করছে, যা সমাজের জন্য একটি লজ্জাজনক বিষয়। এ সকল অতিদরিদ্র পরিবার সমূহ প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। ফলে তাঁদের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষে অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক ব্যক্তি ও তার পরিবারের টেকসই আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিক্ষুক পুনর্বাসন শীর্ষক একটি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

চিত্র -৫ : সমৃদ্ধি ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফের প্রতিনিধিগণ

সমৃদ্ধি পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব রান্নার জন্য 'বন্ধুচুলা' বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া যে সকল বাড়ীতে এখনো বিদ্যুৎ পৌছেনি, সে সকল খানার কেরোসিন লণ্ঠন ব্যবহার বন্ধ করে বিকল্প পরিবেশ বান্ধব, উজ্জ্বল আলো
দিতে পারে "সোলার হোম সিষ্টেম" ব্যবহার বিষয়ক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র -৬ : সমৃদ্ধি বন্ধুচুলা কার্যক্রম

সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ

দরিদ্র পরিবারসমূহের টেকসই উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনেতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সমৃদ্ধি বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি বাড়ির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মাসে নূন্যতম ৪-৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভবপর হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি বাড়ির সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কর্মসূচির আওতায় মোট ৭০টি বাড়িকে সমৃদ্ধি বাড়ি হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যা অত্র এলাকায় মডেল বাড়ি হিসাবে পরিগনিত হয়েছে।

চিত্র ৭ : সমৃদ্ধি কর্মসূচি মাধ্যমে পরিবার ভিত্তক সমৃদ্ধি বাড়ি পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফের প্রতিনিধিগণ

সমৃদ্ধি "উন্নয়নে যুব সমাজ" কার্যক্রম

যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের লক্ষে "উন্নয়নে যুব সমাজ" বিষয়ক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রম যুব সমাজের আত্ম উপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে তাদের নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে যুব সমাজ আত্ম উপলব্ধিতে বলিয়ান হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

চিত্র -৮ : " প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব সমাজের উন্নয়ন কার্যক্রম

স্যানিটেশন, ওয়াশ ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম

আটুলিয়া ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত কমিউনিটি পর্যায়ে মোট ১৫৯ টি স্যানিটেরি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে এবং পরিবার ভিত্তিক পর্যায়ে ৪৯৫টি পরিবারের মাঝে রিং-স্লাভ বিতরণ করা হয়েছে। পানীয় জলের সু-ব্যবস্থার জন্য এলাকার বিভিন্ন স্থানে (বিশেষ করে; সরকারী, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপন বরা হয়েছে। এছাড়া যোগাযোগের সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে ছোট ছোট ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে।

চিত্র -৯ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচি মাধ্যমে ওয়াশ, স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফের প্রতিনিধি

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রচারনামূলক কাজ

মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রচারনার লক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচি নিয়মিত ভাবে পিকেএসএফের সহযোগিতায় হীড বাংলাদেশের পরিবেশনায় নিয়মিত ভাবে পট গানের আয়োজন করে থাকে। দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তানদের মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণ, ঝরে পড়ারোধ, নিয়মিত পাঠের অভ্যাস করে শিশু শিক্ষাকে সাবলিল করার মানসে প্রতি বছর ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ (যুব দিবস, মা দিবস,সামাজিক সেবা দিবস, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি) উদযাপন করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে দেশের সংকটকালীন সময়ে সচেতনতা র‍্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

চিত্র -১০ঃ সমৃদ্ধি কর্তৃক আয়োজিত মা দিবস ও যুব দিবসের আলোক চিত্র

মানব দক্ষতা উন্নয়নে সমৃদ্ধি

মানব দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে সমৃদ্ধি। উক্ত কর্মসূচির আওতায় শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের (এইচভি) ও সদস্যদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে মাঠ পর্যায়ে কাজের মান তারান্বিত হয়েছে।

চিত্র -১১ঃ সমৃদ্ধি আইজিএ প্রশিক্ষণে উপস্থিত সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়

সহযোগিতা/ সমন্বয়ভিত্তিক কার্যক্রম এর বিবরণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে নিয়মিতভাবে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের সাথে সমন্বয় করা সহ অন্যান্য সরকারি ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সাধন করে চলেছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়ভিত্তিক কার্যক্রমের ফ্লো-চার্ট -২

কর্মসূচির সহযোগিতা/ সমন্বয়ভিত্তিক কার্যক্রমের কিছু ছবি

কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভেল্যুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২.৫হতে ৩.০লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ ভাবে প্রকৃতি থেকে শীলাকাকড়া আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ কওে থাকে। প্রচলিত কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরন পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকায় চাষীরা আশানুরূপ ফলন ও উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ীক সাফল্য লাভ করতে পারছে না। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্প এলাকায় ক্লাষ্টার ভিত্তিক লীড ফার্মার তৈরীর মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে কাকড়া চাষে প্রযোজনীয় ইনপুট, সেবা ও চাষীদের উৎসাহ প্রদান করে কাঁকড়া চাষ এবং মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমকে বেগবান করে লাভজনক জনক পেশায় পরিনত করতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকাচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর অর্থায়নে ঋরহধহপব ভড়ৎ অমৎরপঁষহঁৎধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ধহফ উহঃবৎঢ়ৎরংবং (চঅঈউ) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে. এনজিএফ "কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভেল্যুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প" নামে সংস্থার সম্প্রসারিত কর্মএলাকা সাতক্ষীরা এবং খূলনা জেলার ৫টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনে কাঁকড়া চাষে মৃত্যুহার এবং চাষে ও মোটাতাজাকরণে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমের চাষীদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায়;

- নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।
- চাষীদের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে সহায়তা করা।
- আয় বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের পরিধিকে বৃদ্ধি করা, বাজার সংযোগ তৈরি ও ই-মার্কেটিং গড়ে তোলা।

প্রকল্পের কর্মএলাকা এবং লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী

সাতক্ষীরা জেলার (শ্যামনগর কালীগঞ্জ, আশাশুনি) উপজেলা ও খুলনা জেলার (কয়রা, পাইকগাছা) উপজেলার সর্বমোট ৬০০০ জন উদ্যোক্তাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া চাষী, নার্সারী, কাঁকড়া সংগ্রহকারী, ও কাঁকড়া বাজারজাত করনের সাথে সংশ্লিষ্ট মার্কেট এ্যাক্টরবৃন্দ।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মোট খামারীর সংখ্যা		কাঁকড়া সংগ্রহকারীর সংগ্রহকারীর সংখ্য		প্রকেল্পর লক্ষ্যিত মোট জনসংখ্যা (উপকারভোগী)
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	২২০	১০০	২৭৮৫	৬৫	৩১৭০
	কালিগন্জ	২৫০	৭০	১৪৫	৫	৪৭০
	আশাশুনি	১৯০	৫০	১৯৫	৫	৪৪০
খুলনা	কয়রা	২৭০	৫০	৫৮০	৭০	৯৭০
	পাইকগাছা	৭২৫	৭৫	৯৫	৫৫	৯৫০
মোট		১৬৫৫	৩৪৫	৩৮০০	২০০	৬০০০

এক নজরে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি সমূহ

(২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন)

ক্র নং	প্রকল্পে বাস্তবায়িত কর্মসূচি নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জণ
০১	প্রাথমিক জরিপ	১টি	১টি
০২	উপকারভোগী	২০০০ জন	২০০০ জন
	লিডফার্মার, ও কাঁকড়া সংগ্রহকারী নির্বাচন ও ওরিয়েন্টেশন	৪০০০ জন	৪০০০ জন
০৩	চাষী সংগঠন তৈরি	৬০টি	৬০টি
০৪	বেইজলাইন সার্ভে ও প্রতিবেদন তৈরি	১টি	১টি
০৫	লিড ফার্মাদের মাসিক সভা	৩৬ টি	৩৬ টি
০৬	লিড ফার্মারিদের সহিত ত্রৈমাসিক ইস্যুভিত্তিক সভা(৩টি*৪)	১২ টি	১২ টি
০৭	তথ্য কেন্দ্র স্থাপন	৫টি	৫টি
০৮	চাষীদেরদক্ষতা উন্নয়ন প্রশি ণ(২০০০ জন, ২দিন, ৬০ ব্যাচ)	৬০ ব্যাচ	৬০ ব্যাচ
০৯	কাঁকড়া পোনা সংগ্রহকারী, ডিপো ও চাষীদের পোনা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ: ১০০জন, ৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
১০	পোনা সংগ্রহকারীদের সরবরাহ,সংরক্ষন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ (১০০জন ৪ ব্যাচ)	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
১১	প্রদর্শনী প্লটস্থাপন (কাকঁড়া চাষ ও মোটতাজাকরণ)	৩০	৩০
১২	পোনা কাকঁড়া নার্সারী ঘেরের প্রদর্শনী স্থাপন	৬	৬
১৩	হিজড়া কাঁকড়ার প্রদর্শণী স্থাপণ	৬	৬
১৪	ঘেরে চিংড়ির সাথে খাঁচায় কাঁকড়া চাষ(অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে)	৬	৬
১৫	লোনা ট্যাংরা মাছের সাথে ছোট খাচায় কাঁকড়ার চাষ প্রদর্শনী	৯	৯
১৬	নদীতে /খালে খাঁচায় কাঁকড়া চাষ	৯	৯
১৭	ঘেরে ভেটকি ও তেলাপিয়া মাছের সাথে পাস্টিকের পাত্রে কাঁকড়া চাষ	৯	৯
১৮	শি া সফর	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
১৯	মার্কেট লিংকেজ কর্মশালা (১টি শ্যানগর ও ১টি কয়রা)	২টি	২টি
২০	হিজরা কাকড়ার পা কাটার জন্য প্লায়ার প্রদান	৯০ টি	৯০ টি

প্রকল্পের প্রতাশিত ফলাফল

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ফলে কর্মএলাকায় দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। প্রকল্পের ফাইনাল মূল্যায়নে লগফ্রেমের নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক নির্দেশক গুলির পরিবর্তন বা ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে লগফ্রেমের নির্দেশক ভিত্তিক দৃশ্যমান ফলাফল	
• চাষী পর্যায়ে স্ব-কর্মসংস্থান ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে ।	• ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে দেশীয় বাজার সংযোগ স্থাপণ।
• পয়েন্টে কাঁকড়া উৎপাদন ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চাষে লভাংশ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।	• ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে বাজারদর তথ্য সরবরাহ ।
• ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা ।	• ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে উপকরনের স্থায়ীত্ব।
• প্রযুক্তি ব্যবহারে কাঁকড়ার মৃত্যুহার ২০ % কমেছে এবং উৎপাদন ও লাভ ক্রমান্বয়ে ১৫% ও ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।	• ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে মাছ চাষের সাথে কাঁকড়ার, খাঁচায় মাছ ও ঘেরে কাঁকড়া চাষ, হিজড়া কাঁকড়া চাষ, কিশোর (ছোট) কাঁকড়া চাষ ও নরম খোলসের কাঁকড়ার চাষ।% বৃদ্ধি পেয়েছে অধিক উৎপাদশীল ঘেরের সংখ্যা।
• ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে বাজার মূল্য।	• ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে মান সম্পন্ন উপকরন ও সঠিক ও সুনিয়ন্ত্রিত মাপে খাবার প্রদান করা।
• ১০% কমেছে পরিবহনজনিত কাঁকড়ার মৃত্যুহার।	• ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে সংগ্রহ করা এবং ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানো ।
• ৫% চাষী মাষ্টার ট্রেইনার হিসেবে পরিনত হয়েছে।	• ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে নরম খোলসের কাঁকড়া প্রক্রিয়াজাতকরনের সময় (ঐঅঈঈচ) মেনে পণ্য উৎপাদন করা।
• ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে মূলধন।	• কাকড়া চাষ ভ্যালূ চেইন উন্নয়ন কর্মকা বাস্ড়বায়নে ৫ টি কৃষি সাব সেক্টরের সাথে কাজ করেছে (যেমন-উপকরণ সরবরাহকারী, উৎপাদনকারী, আহরনকারী, ব্যবসায়ী, খুচরা বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারী)।
• ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে কাঁকড়ার আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিবহন।	• ২০০০ কত জন চাষি ব্যবসা পরিচালনা, বিপণন ও বাজার তথ্যের উপর প্রশি ণ পেয়েছে।
• ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে রপ্তানি	
• ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে পানি ও মাটি পরী াকরণ।	
• ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান।	
• ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে সমিতি গঠন করে এবং ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে ঋণ সুবিধা।	

সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক মহোদয় কর্তৃক এনজিএফ এর কাঁকড়ার প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

“কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কারিগরী প্রযুক্তি স্থানান্তর” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ২০১৬ সালের মার্চ মাস হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকাচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর অর্থায়নে ঋরহধহপব ভড়ৎ অমৎরপঁষঃৎধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ধহফ উহঃবৎড়ৎরংবং (চঅঈউ) প্রকল্পের আওতায় “কাঁকড়া হ্যাচারি সৃজন” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পের অধীনে ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে ভিয়েতনামী ঈবহঃৎব ভড়ৎ উফঁপধঃরড়হ ধহফ ঈড়সসঁহরঃু উবাবষড়ঢ়সবহঃ (ঈউঈউ) সংস্থার কারিগরি সহায়তায় এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং ২০১৬ সালের মে-জুন মাসে পিকেএসএফ-র একজন ও এনজিএফ-র দুজন কর্মকর্তা কাঁকড়া হ্যাচারিতে কাঁকড়া পোনা উৎপাদন ও কাঁকড়া পোনা নার্সিং এর উপর ভিয়েতনাম হতেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ভিয়েতনামী কারিগরী প্রশিক্ষণ দলের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ৫০০০ টি কাঁকড়ার পোনা (ক্রাবলেট) উৎপাদন করা হয়। এরপর ২০১৭ সালে এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ১৪২২৫০ টি ক্রাবলেট উৎপাদিত হয়। এরপর ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই পর্যন্ত একই প্রকল্পের আওতায় মাত্র ৩২৫২০ টি ক্রাবলেট উৎপাদিত হয় এবং এর পর নতুন প্রকল্পের আওতায় এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারিটির উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকাচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এর অর্থায়নে ঋরহধহপব ভড়ৎ অমৎরপঁষঃৎধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ধহফ উহঃবৎড়ৎরংবং (চঅঈউ) প্রকল্পের আওতায় নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) ২০১৮ সালের ৩০ শে জুলাই হতে “কাঁকড়া হ্যাচারি পরিচালনার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কারিগরি প্রযুক্তি হস্তান্তর” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধমে উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। ২০১৮ সালে এই প্রকল্পের অধীনে একটি সাইকেল পোনা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং ১০০০০ টি ক্রাবলেট উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ ২০১৮ সালে মোট ৪২২৫০ টি ক্রাবলেট উৎপাদিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালেও উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এবং সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে উৎপাদন কার্যক্রম এবছরের জন্য বন্ধ করা হয়। ২০১৯ সালে মোট ৩৪৭০৩৯ টি ক্রাবলেট উৎপাদিত হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য

হ্যাচারী প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে ছোট হ্যাচারী স্থাপন ও ক্রাবলেট উৎপাদন করে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. উদ্যোক্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কাঁকড়ার হ্যাচারী প্রযুক্তি উদ্যোক্তা পর্যায়ে স্থানান্তর করা
২. উদ্যোক্তা পর্যায়ে কাঁকড়ার হ্যাচারী স্থাপন ও ক্রাবলেট উৎপাদন বৃদ্ধি
৩. হ্যাচারী প্রযুক্তির উপর দক্ষ জনবল তৈরী ও হ্যাচারীতে ব্যবহার উপযোগী মা কাঁকড়া পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি
৪. কাঁকড়ার হ্যাচারীর জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজলভ্যতা তৈরী

২০১৯ মৌসুমের উপাদন পরিকল্পনা ও ফলাফল

২০১৯ বছরে মাসভিত্তিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও তুলনামূলক অর্জন												
বিবরণ	ডিসে-১৮	জানু-১৯	ফেব্রু-১৯	মার্চ-১৯	এপ্রিল-১৯	মে-১৯	জুন-১৯	জুলাই-১৯	আগষ্ট-১৯	সেপ্টে-১৯	মোট	মন্তব্য
গ্রাভিড মা কাঁকড়া সংগ্রহ/ক্রয় (মৃত ও বাতিলসহ)	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	০	১৮০০	
অর্জন	৩৫৯	৪৪	১৫৫	৩৫	১৮৭	১০৬	৬০	৯৫	০	০	১০৪১	৫৭.৮৩%
বেরিড মা কাঁকড়া উৎপাদন (মোট গ্রাভিডের ২০%)	০	২০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৩৬০	
অর্জন (১৭.২৯%)	১৭	১৮	১৯	২০	২৩	২৬	২২	১৭	১৮	০	১৮০	৫০%
সফল হ্যাচিং (মোট বেরিডের ৫০%)	০	১০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	১৮০	
অর্জন (৪৪%)	০	০	১২	১২	১৫	১৪	০৯	০৮	০৯	০	৭৯	৪৪%
বেরিড মা কাঁকড়া হতে জোয়া-১ উৎপাদন (গড় ৩০০০০০)	০	৩০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৫১০০০০০০	
অর্জন (গড় ৩৫৪৭১৯)	০	০	৩৫০০০০০	৪৩০০০০০	৫৩০০০০০	৫৬৫০০০০	৫৭০০০০০	৩৭৪০০০০	৩৩৮০০০০	০	৩১৫৭০০০০	৬২%
জোয়া-১ হতে জোয়া-৪/৫ উৎপাদন (জোয়া-১ এর ১৬.৭%)	০	৫০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০	৮৫০০০০০	
অর্জন (২৭.৮২%)	০	০	১৪৪০০০০	১৮৫০০০০	৪৫০০০০	২৪০০০০০	৩৫০০০০	৭০০০০০	১২৮০০০০	০	৮৪৭০০০০	৯৯.৬%
ক্রাবলেট উৎপাদন (জোয়া-১ এর ১% জোয়া ৪/৫ এর ৬%)	০	৪০০০০	৬০০০০	৬০০০০	৬০০০০	৬০০০০	৬০০০০	৬০০০০	৬০০০০	৪০০০০	৫০০০০০	
অর্জন (জোয়া ১ এর ১.১% এবং জোয়া ৪/৫ এর ৪.১%)	০	০	২৩১৬০	৫৩৯৫১	১২০৫৯৯	৯৩৫৯	১২৩৪৬০	৫৮১০	৯৫০০	১২০০	৩৪৭০৩৯	৬৯.৪%

মা (গ্রাভিড) কাঁকড়া পালন ও ফলাফল

২০১৯ সালের উৎপাদন মৌসুমের জন্য গ্রাভিড মা কাঁকড়া সংগ্রহের একটি পূর্ব-পরিকল্পনা কার হয়। প্রত্যেক মাসের ভরা কটাল ও মরা কটাল এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী দিনে মাসে দুইবার গ্রাভিড মা কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয়। ভরা কটাল অর্থাৎ পূর্ণিমার সময় আগে পিছে ৫-৭ দিন ও মরা কটাল অর্থাৎ অমাবস্যার সময় আগে পিছে ৫-৭ দিন মা কাঁকড়ার সব চেয়ে বেশী ডিম আসে। নভেম্বর ২০১৮ হতে জুলাই ২০১৯ এই নয় মাসে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ১৮ বারে মোট ১০৩০ টি মহেশখালী কক্সবাজারের গ্রাভিড মা কাঁকড়া ও একবার ১১ টি স্থানীয় সুন্দরবনের মা কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয়। মোট ১০৪১ টি মা কাঁকড়ার মধ্যে ১৮০ টি মা কাঁকড়া ডিম দেয় যার শতকরা হিসাবে ১৭.২৯% হয়। বাকী ৬০৮ টি কাঁকড়া মারা যায় এবং ২৫৩ টি গ্রাভিড মা কাঁকড়া বাতিল করা হয়।

ডিমওয়ালা মা (বেরিড) কাঁকড়া পালন ও ফলাফল

২০১৯ উৎপাদন মৌসুমে মোট ১৮০ টি বেরিড মা কাঁকড়া পাওয়া গেছে যা এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারির উৎপাদন মৌসুমের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বেরিড মা কাঁকড়া পালন ও তার পরবর্তী হ্যাচিং ভাল না হবার কারণে হ্যাচারির পুরো উৎপাদনের উপর এর প্রভাব পড়েছে। ১৮০ টি বেরিড কাঁকড়ার মধ্যে ৪৪ টি মারা গেছে, ৫৭ টির ডিম নষ্ট হয়ে গেছে এবং ৭৯ টি বেরিড মা কাঁকড়া অর্থাৎ প্রায় ৪৪% সফলভাবে হ্যাচিং সম্পন্ন করেছে। ৭৯ টি বেরিডের মধ্যেও কিছু মা কাঁকড়া আংশিক হ্যাচ করেছে বা রোগ জীবাণুর সরাসরি বাহক হিসেবে কাজ করেছে।

জোয়া পালন ও ফলাফল

২০১৯ সালে ৭৭ টি মা কাঁকড়ার মধ্যে ৪৯ টি মা কাঁকড়ার মোট ১৮৫৭০০০০ টি জোয়া-১ হতে ৪১% হারে ৭৬২০০ টি জোয়া-৪/৫: জায়া -১ হতে ১৬% বেশী হারে ৩০০১২০০ টি মেগালোপা এবং জোয়া-১ হতে শেষ পর্যন্ত ১.৮৭% হারে মোট ৩৪৭০০৩৯ টি ক্রাবলেট উপাদিত হয়েছে। বাকী ৩০ টি মা কাঁকড়ার ১৩০০০০০০ টি জোয়া-১ হতে কোন ক্রাবলেট উৎপাদিত হয়নি। সেগুলো বিভিন্ন পর্যায় ড্রেন আউট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৭৭ টি মা কাঁকড়া হতে গড়ে ৩৫৪৭১৯ টি জোয়া-১ হিসেবে মোট ৩১৫৭০০০০ টি জোয়া-১ উৎপাদন মৌসুম জুড়ে ট্যাংকে মজুদ করা হয় এবং সেখান হতে গড়ে প্রায় ২৬.৮৩% হারে ৮৪৭০০০০ টি জোয়া ৪/৫ পাওয়া যায় এবং জোয়া-১ হতে গড়ে ৯.৭% হারে ৩০৬৩৭০০ টি মেগালোপা উপন্ন হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে জোয়া-১ হতে গড়ে ১.১% হারে সর্বমোট ৩৪৭০০৩৯ টি ক্রাবলেট পাওয়া যায়। প্রতিটি ট্যাংক হতে গড়ে ১৪ দিনে ৮০% জোয়া-৫ ও ২৬ দিনে ক্রাবলেট উৎপাদিত হয়।

এনজিএফ হ্যাচরি উৎপাদিত কাঁকড়ার পোনা

চ্যালেঞ্জ

১. মৌসুমের শুরুতে ও শেষে চাহিদামত এবং প্রয়োজনীয় লবণাক্তার সামুদ্রিক পানির অভাব।
২. হ্যাচারিতে রোগ জীবাণুর বিস্তার প্রতিরোধ ও সংক্রমণের প্রতিকার করতে না পারা।
৩. ভিয়েতনামী আর্টেমিয়া ও অতি প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ পর্যাপ্ত সংগ্রহ করতে না পারা।
৪. ফিল্টার ট্যাংক প্রোডাকশন সেকশনের ভিতরে থাকায় প্রতি সাইকেল প্রোডাকশন শেষে পরিষ্কার করতে না পারা
৫. প্রতি সাইকেল শেষে পরবর্তী সাইকেলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান না থাকায় ট্যাংকগুলো শুকানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যায় না

শিখন

১. বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবানুর আক্রমন সফলভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে
২. বেশ কিছু জীবানুর আক্রমন প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসা সফলভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে
৩. ঈানি ট্রিটমেন্টে করার পর সেডিমেন্টেশনের জন্য বেশি সময় রেখে দিলে জীবানুর আক্রমন কমানো যায়
৪. ফিল্টার ট্যাংক, এ্যারোসন পাইপসহ অন্যান্য উপকরণ নিয়মিত পরিষ্কার করতে না পারার কারনে জোয়া খুব দ্রুত জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়
৫. নদীর পানিতে অনেক বেশি সেডিমেন্ট এবং জীবানু থাকায় তা জুয়া পালনের জন্য অনুপযোগী
৬. কম লবনাক্ততা সম্পন্ন নদীর পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধিও জন্য লবন মেশানোর প্রয়োজন হয় যা জোয়া'র স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্তরায়

কাঁকড়া হ্যাচারি প্রযুক্তি একটি খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর প্রযুক্তি ফলে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দেশ সফলভাবে কাঁকড়া পোনা উৎপাদন করতে পেরেছে। বাংলাদেশে পিকেএসএফ ও ইফাদের সহযোগীতায় এনজিএফ সংস্থা কতৃক পরিচালিত শ্যামনগরের কলবাড়ীতে অবস্থিত "এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারি" ছাড়াও বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্স ইনিস্টিটিউট (বিএফআরআই) পরিচালিত খুলনার পাইকগাছায় একটি ও ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ পরিচালিত কক্সবাজারে আরও একটি হ্যাচারি ২০১৯ সালে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত করেছে। সূত্র অনুসারে, সরকারিভাবে পরিচালিত দুটি হ্যাচারির মধ্যে পাইকগাছা হ্যচারিতে খুবই নগন্য (১০০০ টি নীচে) ক্রাবলেট উৎপাদন করতে পেরেছে এবং অপরটি একটি ক্রাবলেটও উপাদন করতে পারিনি। তারা উভয় হ্যাচারি অবশ্যই ফিলিপাইনের প্রযুক্তি অনুসরণ করছে। এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারি যে ৩৪৭০৩৯ টি ক্রাবলেট উপাদন করছে তা আমাদের উৎপাদন সক্ষমতার (সর্বোচ্চ ২০০০০০০ টি ক্রাবলেট) এর মাত্র ১৭.৩৫%। ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন গত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরু থেকেই সরকারি, এনজিও ও উদ্যোক্তাদের ত্রিমূখী চেষ্টায় ২০০২ সালে সফলতা অর্জন করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ২০০২ সাল হতে চেষ্টা করে এখনো পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। সরকারিভাবে তিনটি হ্যাচারি স্থাপিত হলেও উদ্যোক্তা পর্যায়ে তারা পৌছাতে পারিনি। ২০১৬ সালে এনজিএফ কাঁকড়া হ্যাচারির যাত্রা শুরু করে ২০১৯ পর্যন্ত ইতিমধ্যে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে একটি ২০১৬ সালে ও ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তিনটি বছর পার করেছি। আমাদের অর্জন যদিও উল্লেখযোগ্য না তবে ব্যর্থতার পাশাপাশি আমাদের কিছু কিছু সাফল্য উল্লেখ করার মত।

- সঠিক পানির ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি ও পানির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নিয়ামক জানা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।
- বেরিড উৎপাদনে সাফল্য (১৭% এর বেশী)। তাদের সঠিক রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা আয়ত্বকরণ।
- জোয়া-১ হতে জোয়া-৫ এর উৎপাদন গড় ২৭%, প্রাপ্ত ফলাফলে ৪১% এবং সর্বোচ্চ ৬৬.৬৭%। জোয়া-১ হতে জোয়া-৫ এর সঠিক রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা আয়ত্বকরণ।
- ক্রাবলেট উৎপাদন সর্বোচ্চ ১০% এবং দুই সাইকেলে সর্বোচ্চ গড়ে ১২০০০০ টির বেশী ক্রাবলেট উৎপাদন করতে পেরেছি।

কার্প-গলদা মিশ্র চাষের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভেল্যুচেইন উপ-প্রকল্প

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের ভূমিকা শতাব্দী প্রাচীন। কালের বিবর্তনে সময়ের চাহিদা মিটাতে যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের চাষীরা সনাতন পদ্ধতিতে ধান চাষের সঙ্গে বাগদা ও গলদা চিংড়ি পর্যায়ক্রমিকভাবে চাষ করে আসছে। অসংখ্য নদী-নালা,পুকুর-দীঘি সহ নদীমাতৃক এ দেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের ৪৮০ কি.মি. তটরেখা বরাবর ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক এলাকা সমূহ চিংড়ির আশ্রয়স্থল ও বিচরণক্ষেত্র। বাংলাদেশে প্রথম গলদা চাষ শুরু হয় ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে দক্ষিণ অঞ্চলে (গধুরফ ধহফ গধযসঁফ, ১৯৯২)। ১৯৮৭ সালের দিকে স্থানীয় গলদা চাষীরা তাদের নিচু জমি এবং ধানের জমিকে গলদা চাষের জন্য পরিবর্তন করে (কবহফৎরপশ,১৯৯৪)। শতকরা ৭৫ ভাগের ও বেশী গলদা ঘের বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশে চাষযোগ্য বাগদা এবং গলদার ঘেরের পরিমান ২.৭৬ লক্ষ হেক্টর, চিংড়ি চাষী ৮.৩৩ লক্ষ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাৎসরিক চিংড়ি উৎপাদন ১.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন (ঋজঝঝ,উঙখ,২০১৩)।

সমগ্র সাতক্ষীরা জেলায় গলদা চিংড়ির সাথে কার্প জাতীয় মাছের চাষ হচ্ছে, তবে বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন সম্প্রসারন না হওয়ায় সনাতন পদ্ধতিতে বসতবাড়ী সংলগ্ন পুকুরে গলদা চিংড়ি এবং সেইসাথে সহনশীলজাতের দেশীয় ও কার্প প্রজাতির মাছ এর চাষ শুরু হয়েছে। চাষীরা এখনও পিএল এর জন্য প্রাকৃতিক উৎসের উপরই নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক উৎসের উপর চাপ কমানোর লক্ষে সরকারী উদ্যোগে সাতক্ষীরার কালিগন্জে ১টি গলদার হ্যাচারী করা হয়েছে এবং চাষীদের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বেসরকারী উদ্যোগে সাতক্ষীরা বিনেরপোতায় আর ও একটি গলদার হ্যাচারী গড়ে উঠেছে। গলদা চাষের সাথে সংশ্লিষ্ট চাষীদের শাখাভিত্তিক নামের নামের তালিকা প্রনয়ন করে সংস্থার বিদ্যমান ঋন কর্মসূচীর আওতায় আগ্রহী অগ্রসর উদ্যোগী সদস্যদের ব্যাপক পরিমান ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে ক্যাটালিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ছয় হাজার গলদা চাষীদের প্রশিক্ণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারী বে-সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও উপকরন সরবরাহকারী প্রতিষ্টানের সাথে কার্যকরী সংযোগ স্থাপিত না হওয়ায় গলদার চিংড়ির সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যাপকতা লাভ করেনি। প্রকল্প এলাকার চাষীরা মানসম্মত উপকরন ও প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছে না। গলদা চিংড়ির বানিজ্যিক চাষের জন্য প্রান্তীক চাষীদের প্রয়োজনীয় উপকরন প্রাপ্তী সহজী-করন, সরবরাহ, আর্থিক এবং কারিগরী সুবিধা দিলে অত্র এলাকায় অধিক পরিমানে গলদা চিংড়ি উৎপাদনের পথ সুগম হবে এবং উৎপাদিত চিংড়ি হিমায়িতকরন, প্রক্রিয়াজাতকরন ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে বিপুল পরিমান অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এনজিএফ "কার্প-গলদা মিশ্র চাষের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" শীর্ষক ভেল্যুচেইন উপ-প্রকল্পটি গ্রহন করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে সাতক্ষীরা জেলার ৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল লক্ষ্য - উপকুলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্প-গলদা চিংড়ি চাষে উদ্বুদ্ধকরন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গলদা চিংড়ি চাষের বহুমখী-করন, লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির সীমিত ভূমি সম্পদ এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরন এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ অঞ্চলের প্রান্তিক চাষীদের আয় বাড়িয়ে টেকসই উন্নয়ন কে ত্বরান্বিত করা; প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হ'ল-

- কর্মএলকার লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্প-গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের সম্প্রসারন এর মাধ্যমে পারিবারিক কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং সদস্যদের আয় বৃদ্ধি করা;

- সাব-সেক্টর উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিৎ করা, আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা এবং উপকরণ বিক্রেতা প্রতিষ্টানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে টেকসই করা;

- প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কার্প-গলদা চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ (মান সম্মত) চাষী পর্যায়ে সহজলভ্য করা এবং পরিবেশিক ভারসাম্য রক্ষা করে টেকসই উন্নয়নকে তরান্বিত করা;

- সর্বোপরি আয়-বর্দ্ধনমূলক এ উদ্যোগটির মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের জলাভূমি গুলির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিৎ করনের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

প্রকল্পের আওওতায় লক্ষ্যভূক্ত উদ্যোক্তা সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্প এলাকাতে উদ্যোক্তার সংখ্যা								প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য ল ্যভূক্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা							
জেলার নাম	উপ জেলার নাম	সহযোগী সংস্থার সদস্য		সহযোগী সংস্থার সদস্য নয়		মোট		ুদ্র উদ্যোক্তা		দরিদ্র		অতি-দরিদ্র		মোট	
		পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম	পু	ম
সাত ীরা	শ্যামনগর	৩২৭	৪১১	২৮২	২১	৬০৯	১০২	৭০	৪৫	৯০	১২০	৯০	৮৫	২৫০	২৫০
	কালিগঞ্জ	৪৯৩	১১৩	৩৩৬	৭২	৮২৯	১৮৫	৫	৫০	১৩০	২৩০	১৮০	২০৫	৩১৫	৪৮৫
	কলারোয়া	৪৮১	১২২	৪২২	৮৩	৯০৩	২০৫	২০	৫০	১২০	১৬০	৯০	১৬০	২৩০	৩৭০
	আশাশুনি	৩১৮	৯৭	৩৭৮	৩৪	৬৯৬	১৩১	৩০	৪০	১৪০	১৭০	৭০	১৫০	৩৪০	৩৬০
মোট	৪ টি	১৬১৯	৪১৩	১৪১৮	২১০	৩০৩৭	৬২৩	১২৫	১৮৫	৪৮০	৬৮০	৪৩০	৬০০	১০৩৫	১৪৬৫
সর্বমোট						৩৬৬০								২৫০০	

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

উপ-প্রকল্পের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে উদোক্তাদের প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, কারিগরী সহায়তা, গুণগত মানের উপকরণ প্রাপ্তী ইত্যাদি সর্ম্পকিত বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদান ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য সাব-সেক্টরের সংশ্লিষ্ট মার্কেট এ্যাক্টর/সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে টেকসই সংযোগ স্থাপনে উপ-প্রকল্পটি নানা মুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রম গুলি হলোঃ

ছবিঃ উপ-প্রকল্পের আওতায় বাড়ী সংলগ্ন পুকুর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরব্যাপি কার্প-গলদা মিশ্রচাষের মাধ্যমে মাছ ও সবজি উৎপাদন।

১. প্রকল্পের মিডটার্ম মূল্যায়ন
২. কার্প গলদা মিশ্র চাষ পদ্ধতি ও রোগ-পোকা দমনের উপর কৃষক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩.কার্প গলদা মিশ্র চাষের উন্নত পদ্ধতি ও রোগ-পোকা দমনের উপর রিফ্রেসার কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান;
৪.অনুজীব সার প্রয়োগের মাধ্যমে নার্সরী উন্নয়ন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠান;
৫.গলদা চাষের উন্নত পদ্ধতি ও রোগ-পোকা দমনের উপর প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠান;
৬.কৃষকদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর এর আয়োজন করা;
৭.উপকরণ সরবরাহকারী, ডিলারদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান;
৮.বেপারী, পাইকার ও আড়ৎদার ওরিয়েন্টেশন প্রদান;
৯.বিপণন সম্প্রসারণ কর্মশালা (বেপারী, পাইকার, আড়ৎদার ডিলার, এণগ) আয়োজন করা;
১০.কৃষি মেলায় মেলায় অংশগ্রহণ (উপজেলা পর্যায়ে)
১১.মাসিক সমন্বয় সভা, পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

ছবিঃ
উপ-প্রকল্পের আওতায় লিড ফার্মারদের ও মেন্টরিং প্রোগ্রাম- চাষীদের কারিগরি সেবা প্রদানের জন্য উৎসাহ ভাতা ও সম্মাননা পুরুস্কার প্রদান।

জলবায়ুবান্ধব উপকূলীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের
কাঁকড়া সেক্টরের বাজার ব্যবস্থার উন্নীতকরণ প্রকল্প

প্রেক্ষাপট

সমগ্র কাকঁড়া সেক্টরের বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং সম্ভাবনাময় কাকঁড়া হ্যাচারী প্রযুক্তিটির ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে, নার্সারী/খামারীদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, পোনা নার্সিং এ ব্যবস্থাপনিক ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা যাচাই এর লক্ষ্যে, মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য সম্পাদন করে সমগ্র কাকঁড়া সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যা, সম্ভানা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা সাপেক্ষে কাকঁড়া খাতের বাজারজাতকরন পদ্ধতির উন্নয়নে "বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের কাঁকড়া সেক্টরে বাজার ব্যবস্থার উন্নীতকরণ" নামে এই প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যভূক্ত প্রান্তীক জনগোষ্ঠী/কমিউনিটি বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের পোনা সংগ্রহকারী, সরবরাহকারী, ফড়িয়া এবং চাষী/খামারীদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচীতে প্রত্যেকের অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন করা হলে সমগ্র কাকঁড়া সেক্টর টেকসইতা অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমুহ

- প্রস্তাবিত কর্মএলাকার কাকঁড়া চাষী/নার্সারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মএলাকার মানুষের টেকসই আয়ের পথ সুগম করা
- প্রকল্পে নারীদের সম্পৃক্ত করা এবং অনুদান ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়িত করা।
- কাকঁড়া সেক্টরের মার্কেট এ্যাক্টরদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে চাষী পর্যায়ে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- সর্বোপরি প্রকল্পটি পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে মানানসই, টেকসই এবং সুন্দরবনের জীববৈচিত্র রক্ষা করা উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রকল্প কর্ম এলাকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবন উপকূলীয় ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক জেলা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন (আটুলিয়া, বুড়িগোয়ালিনী, মুন্সিগন্জ, পদ্দপুকুর, এবং নুননগর ইউনিয়ন) এর আওতায় ২০টি গ্রামকে কাঁকড়া ক্লাষ্টার হিসেবে চিহ্নিত করে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

প্রকল্প এর বাজেট বরাদ্ধ

ক্রঃ	প্রকল্পের খাতওযারী বাজেট	১ম বছর (২০১৮-২০১৯)	২য় বছর (২০১৯-২০২০)	মোট বাজেট
১	ক্রিশ্চিয়ান এইড থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	৩৫,৯৬২৪৫/-	২৬,১৩,৯৬০/-	৬২,১০,২০৫/-
২	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	৩৩২৬৮/-	২৬,০০০/-	৫৯,২৬৮/-
৩	স্থানীয় অনুদান			
৪	বিদেশী অনুদান (জিবিপি)			৫৯,২৬৮/-
	মোট টাকা	৩৫,৯৬২৪৫/-	২৬,১৩,৯৬০/-	৬২,১০,২০৫/-

প্রকল্প কার্যক্রম , লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জণ সমুহ

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর ৩০ জুন' ২০১৯)	অর্জণ (অর্থবছর ৩০ জুন' ২০১৯)	বাস্তবায়ন কৌশল
দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষন কাঁকড়া নার্সারির জন্য পুকুর প্রস্তুকরণ	৫০	৫০	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ/মাষ্টার ট্রেইনার এর উপস্থিতিতে কাঁকড়া নার্সারীদের পুকুর ব্যবস্থাপনা (পুকুর নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ ও পোনা চাষের উপযোগিতা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
কাঁকড়া চাষীদের প্রশিক্ষণ	৪৫০	৪৫০	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ/মাষ্টার ট্রেইনার এর উপস্থিতিতে কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক চাষ ব্যবস্থাপনা এবং মোটাতাজাকরণ কারিগরী দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
কাঁকড়া নার্সারিদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	৫০	৫০	দ্বিতীয় বছর করা হবে।
কাঁকড়া চাষীদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	৪৫০	৪৫০	দ্বিতীয় বছর করা হবে।
কাঁকড়া নার্সারিদের জন্য বই তৈরী করা	৫০	৫০	কাঁকড়া নার্সারিদের জন্য ৫০টি বই তৈরী করে প্রদান করা হয়েছে।
লিফলেট তৈরী করা	৫০০০	৫০০০	৫০০০ লিফলেট তৈরি করে প্রদান করা হয়েছে।
প্রকল্প কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	৭	৭	প্রকল্প কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
নার্সারীদের অনুদান সহায়তা প্রদান	৫০	৫০	হ্যাচারীতে উৎপাদিত রেনুপোনা/ক্রাবলেট নিয়ে নার্সারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশে একেবারেই নতুন হওয়ায় কাঁকড়ার নার্সারী উন্নয়নে আধুনিক নার্সারী প্রযুক্তি স্থাপন ও প্রর্দশনের জন্য ৫০ জন এর প্রত্যেক কে ১৫,০০০ টাকা করে মোট ৭৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
কাঁকড়া চাষীদের অনুদান সহায়তা প্রদান	২০০	২০০	আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কাকড়া মোটাতাজাকরণ খামার গড়ে তোলার জন্য অনুদান হিসেবে প্রতিজন কাঁকড়া চাষীকে ১০,০০০/- টাকা পরিমান মোট ২০০ জন কাঁকড়া চাষীকে মোট ২০,০০,০০০/- প্রদান করা হয়েছে।
উপকারভোগীদের সাথে মাসিক মিটিং	২৪	২৪	প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে ১২টি মাসিক মিটিং করা হয়েছে এবং ১২ দ্বিতীয় বছরে করা হবে।
প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য রপ্তানিকারক/প্রতিনিধিদের সাথে মিটিং	২	২	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য রপ্তানিকারক ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে মিটিং করা হয়েছে।
কৃষকদের সাথে রপ্তানিকারক/প্রতিনিধিদের নিয়ে মিটিং	২	২	কৃষকদের সাথে রপ্তানিকারক ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে মিটিং করা হয়েছে।
অন্যান্য কৃষকদের সাথে মিটিং	১	১	কাঁকড়া চাষীদের সাথে মিটিং করা হয়েছে।
বেইজলাইন সার্ভে	১	১	প্রকল্পের বেজলাইন সার্ভে করা হয়েছে।
প্রকল্প মুল্যায়ণ	১	১	প্রকল্প শেষে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে।
প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	১	১	প্রকল্প শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে।

এসডিসি-সমুষ্টি প্রকল্প

প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশেরে রপ্তানি আয়ের গুরচত্বপূর্ন ভূমিকা পালনকারী দেশজ উৎপাদিত পন্য গুলোর মধ্যে কাঁকড়া অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে দেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য সম্পদেরর মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার স্থান। বর্তমান দেশে উৎপাদিত কাঁকড়ার পরিমান সঠিকভাবে নিরচপন করা না হলেও কাঁকড়া রপ্তানী থেকে প্রতিবছর ২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এখন পর্যন্ড় সমগ্র কাঁকড়া সেক্টর টি প্রাকৃতিক উৎস "সুন্দরবন কেন্দ্রিক পোনা আহরণ" এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক উৎস সুন্দরবন থেকে কিশোর/তরুন কাঁকড়া সংগ্রহ করে চাষীরা নাসরী, পুকুরে বা ঘেঁরে রেখে ২-৩ মাস নিয়মিত খাবার সরবরাহ করে মোটাতাজাকরন করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকে। স্বল্প বিনিয়োগে কাঁকড়া মোটাতাজাকরন একটি লাভজনক কার্যক্রম বিবেচিত হওয়ায় বিগত কয়েক বছরে কাঁকড়া সেক্টরে উলেখযোগ্য হারে সরকারী/বেসরকারী এবং উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় ও বিশ্ব বাজারে ব্যাপক চাহীদা থাকায় বর্তমানে হার্ডসেল এর পরিবর্তে সফটসেল কাঁকড়া উৎপাদনে উদ্যোক্তরা বৃহৎ খামার প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে সমগ্র কাঁকড়া সেক্টরের বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মতো উৎপাদনে সফল এবং সম্ভাবনাময় নতুন এই কাঁকড়া হ্যাচারী প্রযুক্তিটির ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে নার্সারী/চাষীদের প্রশিক্ষন সহায়তার পাশাপাশি পোনা নার্সিং এ ব্যবস্থাপনিক ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে এসডিসি-সমষ্টি প্রকল্পের আওতায় কেয়ার বাংলাদেশ মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য সম্পাদন করেন এবং কাঁকড়া সেক্টরের বিদ্যমান হ্যাচারী পোনা চাষে সমস্যা, সম্ভাবনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

সাপেক্ষে এসডিসি-সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিএফ "কারিগড়ি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বানিজ্যিকভাবে কাঁকড়া হ্যাচারী পোনা চাষে নার্সারী উন্নয়ন ও সম্প্রসারন কর্মসূচী" নামে প্রকল্পটি গ্রহন করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর, কালিগন্জ ও খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় কাঁকড়া উৎপাদন ক্লাষ্টার গুলিতে লক্ষ্যভূক্ত প্রান্তীক জনগোষ্ঠী/কমিউনিটি বিশেষ করে এসডিসি-সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত উৎপাদক দল, স্থানীয় পর্যায়ের পোনা সংগ্রহক-ারী, পোনা নার্সারী এবং সরবরাহকারীদের অর্ন্তভুক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো-কাঁকড়া চাষীদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি হ্যাচারি ভিত্তিক নির্বাচিত নার্সারী মালিকদের ক্রাবলেট /কাঁকড়ার পোনা নার্সিং ব্যবস্থাপনার উপর কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করা, যাতে তারা ক*াকড়ার পোনা নার্সারী ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কাঁকড়ার পোনা নার্সিং এ সফলতার মাধ্যমে কাঁকড়া চাষীরা হ্যাচারী পোনা প্রাপ্তী সহজলভ্য হবে, ফলে প্রকৃতি নির্ভরতা কমিয়ে কাঁকড়া সেক্টরের টেকসই উন্নতি সাধিত হবে।

প্রকল্পের আওতাতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

চলতি অর্থবছরে এসডিসি-সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিন্মে ছকে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত কার্যক্রমের নাম	ডদন/মাস/ একক/সংখ্যা	অর্থবছর ২০১৮-২০১৯	
			লক্ষ্যমাত্রা	অর্জণ
১	**প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষক নিয়োগ**	২	২	২
২	**কাঁকড়া চাষীদের দ তা উন্নয়নকার্যক্রম**			
২.১	কাঁকড়া চাষীদের দ তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	৬২৫	৬২৫
২.২	কাঁকড়া চাষীদের দ তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করণ	দিন	৬০	৬০
২.৩	আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ বিষয়ক ফ্লিপচার্ট তৈরি ও প্রিন্টিং করা	পরিমান	৩	৩
২.৪	কাঁকড়া চাষ বিষয়ক লিফলেট প্রস্তুত ও বিতরণ করা	পরিমান	২৬০০	২৬০০
৩	**কাঁকড়া পোনা নার্সারী মালিকদেও দ তা উন্নয়নকার্যক্রম**			
৩.১	কাঁকড়া পোনা নার্সিং প্রর্দশনি প্লটের জন্য সাইর্বেডি তৈরি করা	সংখ্যা	৩	৩
৩.২	কাঁকড়ার পোনা নার্সারী মালিকদের টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান	জন	৩০	৩০
৩.৩	কাঁকড়া পোনা নার্সিং প্রর্দশনি প্লটের ফলাফল/মাঠ দিবসঅনুষ্ঠান	সংখ্যা	৩	৩
৪	খূলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার গবেষনা লব্ধ ফলাফল প্রকাশের মাঠ পর্যায়ে মত বিনিময় সভা করা	সংখ্যা	৩	৩

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ উজ্জীবিত

প্রকল্পের নামঃ Food Security-2012 Bangladesh (Ujjibito)

প্রকল্পের মেয়াদ : নভেম্বর, ২০১৩ থেকে এপ্রিল, ২০১৯

অর্থায়নে : ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সহযোগিতায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রেক্ষাপট

বিগত ২৫ শে মে ২০০৯ সালে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিন, দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় বিভিন্ন স্তরের সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠিকে নিয়ে ফুড সিকিউরিটি২০১২ বাংলাদেশ (উজ্জীবিত) কার্যক্রম শুরু হয়। যারা সামাজিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত, যাদের স্থায়ী বসবাসের কোন জায়গা নেই, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যাদের ঋণ সুবিধা গ্রহনের কোন সুযোগ নেই এবং যাদেরকে দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও হতদরিদ্র ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয় তাদেরকে নিয়ে উজ্জীবিত কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ সমস্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের জন্য দাতা সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় ঋড়ড়ফ ঝবপঁৎরঃু-২০১২ ইধহমষধফবংয (টললরনরঃড়) কার্যক্রম ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার ৬টি উপজেলার ৫৩ টি ইউনিয়ন এবং খুলনা জেলার ১টি উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে সর্বমোট ৬০টি ইউনিয়নের ৮৯২৫জন অতিদরিদ্র সদস্যের ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতায় সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার মধ্যে ৩৬ টি ফোকাল ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আরইআরএমপি-২ কম্পোনেন্টের আওতায় কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত সদস্যদের প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদানের পাশাপাশি সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত করা হচ্ছে। প্রকল্পভূক্ত সদস্যদের আর্থিক অর্ন্তভুক্তির ফলে কর্মএলাকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিবার ভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের টেকসইন জীবিকায়নের পথ সুগম করেছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো টেকসইভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো কর্মএলাকায় বসবাসরত নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের উদ্দেশ্য কর্মএলাকায় বসবাসরত অতিদরিদ্র্য সদস্যদের আয় ও ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র্য সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা। অতিদরিদ্র্য পরিবারকে পুষ্টিজ্ঞান, বসতভিটায় সবজি চাষ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনেতা বৃদ্ধি করা এবং কিশোরী, নববিবাহিতা, গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিজ্ঞান ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনেতা বৃদ্ধি করা। চরম পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের চিহ্নিতকরনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বা হাসপাতালে রেফারেলের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নারীদের অধিকার ও সম্পদের অভিগম্যতা বিষয়ে সচেতনেতা বৃদ্ধি করা।

কর্ম এলাকা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউণ্ডেশন (এনজিএফ) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া ও সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ৫৩ টি ইউনিয়নে এবং খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার ৭ টি ইউনিয়নে ২১টি শাখার মাধ্যমে অতিদরিদ্র্য পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম সমুহের বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

১. আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ

কর্ম এলাকায় বসবাসরত অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করে সক্ষতা বৃদ্ধি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমানের পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।

১.১ দুই দিনব্যাপী কৃষিজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও দৃশ্যমান অর্জণ সমুহ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কৃষি খাতে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ সমুহ

- ৫১টি ব্যাচে ১২৪৪ জন চাষীকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- ২৫ জন খামারীকে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২ ব্যাচে ৫০ জন চাষীকে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৯ ব্যাচে ২২৫ জন খামারীকে গাভী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৪ ব্যাচে ১০০ জন খামারীকে সোনালী মুরগী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৫ জন খামারীকে কবুতর পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২৪ ব্যাচে ৬০০ জন চাষীকে বসতবাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৬ ব্যাচে ৪০০ জন উদ্যোক্তাকে কেঁচো সার উৎপাদন এবং ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং
- অন্যান্য আইজিএ খাতে এ পর্যন্ত ১১ ব্যাচে ২৭৫ জন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১.২ অকৃষিজ খাতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও দৃশ্যমান অর্জণ সমুহ

- ১৪টি ব্যাচে ৩৫০ জন উদ্যোক্তাকে সেলাই এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- ২৫ জন উদ্যোক্তাকে বাঁশ-বেত এর কারুকাজ বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- ৪ ব্যাচে ১০০ জন শিল্প উদ্যোক্তাকে কারচুপির উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- ২৫ জন উদ্যোক্তাকে হস্তশিল্প বিষয়ের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

১.৩ বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও দৃশ্যমান অর্জণ সমুহ

- প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩ ব্যাচে ৩৩ জন উদ্যোক্তাকে ইলেকট্রিশিয়ান/ ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং বিষয়ের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৭জন উদ্যোক্তাকে মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

১.৪ অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন সংক্রান্ত অগ্রগতি ও দৃশ্যমান অর্জণ সমুহ

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত অনুদানের মাধ্যমে মডেল খামার স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি ও হালনাগাদ তথ্যচিত্র নিন্মে তুলে ধরা হলো ঃ

- কর্মএলাকার ৬৭ জন খামারীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন" এর উপর মডেল খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ২৫ জন খামারীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "কেচো সার" উৎপাদন এর উপর মডেল খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ত্ত ২ জন খামারীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "গরু মোটাতাজাকরণ" বিষয়ে মডেল খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ২ জন খামারীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে " কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ" বিষয়ে মডেল খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ২২৫ জন চাষীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "কেঁচো সার খামার এবং বসতবাড়িতে সবজি চাষ" বিষয়ে মডেল খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ৩ জন চাষীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "নার্সারী ব্যবসা" বিষয়ে মডেল খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ৮টি পরিবার কে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি" বিষয়ে মডেল প্রদর্শনী স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ২ জন চাষীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "জমি বন্ধক রেখে বছরব্যাপী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ" বিষয়ে মডেল প্রদর্শনী খামার স্থাপন করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- কর্মএলাকার ৯ জন উদ্যোক্তাকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে "ক্ষুদ্র ব্যবসা" বিষয়ে মডেল প্রদর্শনী স্থাপন করে ব্যবসাটিকে টেকসই করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২৫ জন খামারীকে অনুদানের প্রদানের মাধ্যমে কোয়েল পালন" বিষয়ে মডেল প্রদর্শনী খামার স্থাপন করে করে প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১.৫ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সফল সদস্যদেও (সেলাই ও বৃত্তিমূলক/কারিগরি সহায়ক) উপকরণ প্রদান সংক্রান্তঃ

- প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৫ জন সফল সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে সেলাই উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২০ জন সফল বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে বৃত্তিমূলক/ কারিগরি সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

১.৬ স্বাস্থ্য শিক্ষ্যা ও পুষ্টি নিরাপত্তার বিথানের লক্ষ্যে গৃহীত সেবা কার্যক্রম সমূহঃ

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষ্যা ও পুষ্টি নিরাপত্তার বিথানে সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্যচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১১৭০ জন গর্ভবতীমহিলা কে তালিকাভুক্ত করে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- তালিকাভুক্ত গর্ভবতী মহিলা পরিদর্শন-চেকআপ (৩৪৫৫ বার) করানো হয়েছে।
- হাসপাতাল/ক্লিনিকে সিজারের মাধ্যমে ৪৮৯ জনের ডেলিভারী হয়েছে।
- হাসপাতাল/ক্লিনিকে ৩৫৯ জনের স্বাভাবিক ডেলিভারী হয়েছে।
- প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে বাড়ীতে ৩২২ জনের সফল ডেলিভারী হয়েছে।
- ঝুঁকি তহবিল থেকে ডেলিভারীর জন্য ১০৬ জনকে সহায়তা করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ৯০৪ জন কে দুগ্ধদানকরী মা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- দুগ্ধদানকরী মায়ের ৩০২৪ বার পরিদর্শন-চেকআপ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ০-২৩ মাস বয়সী শিশু হিসেবে ১৬৭২ জনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- তালিকাভূক্ত ০-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ৭৭৯২ বার পরিদর্শন করা হয়েছে।
- প্রকল্পে ১১৫৯ জনকে ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- তালিকাভূক্ত ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের৬১৭৫ বা পরিদর্শন করা হয়েছে।

১.৭ প্রকল্প কর্ম এলাকায় অপুষ্টি সংক্রান্ত তথ্যবার্তা

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত অপুষ্টি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য লিপিবদ্ধ করণের অগ্রগতির তথ্যচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৩৫জন (মুয়াক<২৩মুয়াক) গর্ভবতী মহিলা অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে।
- মোট ৪১ জন (মুয়াক<২৩ মুয়াক) দুগ্ধদানকারী মা অপুষ্টিতে (মাঝারি ও তীব্র) আক্রান্ত হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছে।
- মোট ৩৩ জন (মুয়াক<১২.৫ মুয়াক) ০-২৩ মাস বয়সী শিশু মাঝারী অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে।
- মোট ৬ জন (মুয়াক<১১.৫ মুয়াক) ০-২৩ মাস বয়সী শিশু কে তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
- মোট ৫ জন ০-২৩ মাস বয়সী শিশু কে হাসপাতালে ভর্তিকৃত তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছে।
- মোট ৬ জন (মুয়াক<১২.৫মুয়াক) ২৪-৫৯ মাসবয়সী শিশুকে মাঝারী অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়েছে।
- মোট ২ জন (মুয়াক<১১.৫মুয়াক) ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু কে তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছে।
- মোট ২ জন ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশু কে হাসপাতালে ভর্তিকৃত তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছে।
- মোট ২০ জন ০-৫৯ বছরবয়সী শিশুর ডায়রিয়া আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
- মোট ৯ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু কে শুধু ওরস্যালাইন খাওয়ানো হয়েছে বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
- মোট ১১ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু কে ওরস্যালাইন ও জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে।
- প্রকল্পে আওতায় কর্মএলাকায় কোন মাতৃমৃত্যু ঘটে নাই।
- কর্মএলাকায় ৫ বছর বয়সের নীচে ১ জন শিশুর মৃত্যু ঘটেছে।
- প্রকল্পে এ পর্যন্ত সদস্যদেরবাড়ীতে ২১০২ টি পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিপিট্যাপ নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।

১.৮ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দলীয় কার্যক্রম এর অগ্রগতি ও দৃশ্যমান অর্জণসমুহ

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দলীয় কার্যক্রম এর অগ্রগতির তথ্যচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো

- প্রকল্পের আওতায় বাস্তাবায়িত এ পর্যন্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দলীয় আলোচনা সভার সংখ্যা ১৩১১০ টি
- পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক দলীয় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ১৮৭৬৬৮ জন
- কিশোরী ক্লাবের সংখ্যা ৩৩ টি এবং ক্লাবের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৫২ জন
- কিশোরী ক্লাবে পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন সংখ্যা ৬৫৭ টি
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরাম ও পুষ্টিকর্ণার সংখ্যা ৩০ টি এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ৬৭৪৯ জন
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফোরামে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেশন সংখ্যা ৩৯৪ টি
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরামে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেশনসংখ্যা ৩৪৮ টি
- পুষ্টি গ্রামের সংখ্যা ২০ টি
- বিভিন্ন জাতের গাছের চারা বিতরণ এর সংখ্যা ৬৫৬০ টি, যা পেয়েছে ৮২০ টি পরিবার
- রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ক্যাম্প সংখ্যা ৪১ টি এবং অংশগ্রহনকারী সংখ্যা ১১০৫০ জন

১.১ প্রাণি সম্পদে টিকা প্রদান ও কৃমির বড়ি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় প্রাণি সম্পদে টিকা প্রদান ও কৃমির বড়ি বিতরণ এর অগ্রগতির ও হালনাগাদ তথ্যচিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো

ক্রঃ নং	টিকা ও কৃমির বড়ির নাম	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	সর্বমোট
১	পিপিআর	১৩০০	২০৩০	২১০০	৮৮৫	৮৭২	০	৭১৮৭
২	আরডিভি	৩০০	১৮৩০	১৯১০	১০০০	৮৯২	০	৫৯৩২
৩	বিসিআরডিভি	৩০০	১৭৬৫	২১০০	১০০০	৮৭৪	০	৬০৩৯

৫.১৩ ঝুঁকি তহবিল বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	ভাতার ধরন	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		মোট	
		জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা	জন	টাকা
১	মৃত্যু ভাতা	০	০	০	০	০	০	২	১০০০০	২	১০০০০			৪	২০০০০
২	দুর্ঘটনা ভাতা	০	০	০	০	০	০	১	৫০০০	৫	২৫০০০	৩	৩০০০০	৯	৬০০০০
৩	অসুস্থ্যতা ভাতা	০	০	০	০	০	০	১০	৫০০০০	৩৪	১৭০০০০	১২	১২০০০০	৫৬	৩৪০০০০
৪	নিরাপদ প্রসবজনিত ভাতা	০	০	০	০	০	০	১৩	৬৫০০০	৫৯	২৯৫০০০	৩০	৩০০০০০	১০২	৬৬০০০০
মোট		০	০	০	০	০	০	২৬	১৩০০০০	১০০	৫০০০০০	৪৫	৪৫০০০০	১৭১	১০৮০০০০

প্রকল্পের কিছু সফল আইজিএ বাস্তবায়নের ছবি

ভিজিডি কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় তৈরির অন্যতম কর্মসূচি "ভালনেরেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট" যা সংক্ষেপে ভিজিডি কর্মসূচি নামে পরিচিত। কর্মসূচির আওতায় গ্রামীন অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কর্মমুখি প্রশিক্ষণ, আইজিএ বাস্তবায়ন, সঞ্চয় গঠন; আর্থিক অনুদান প্রদান ও মাসিক রেশন সহায়তার মাধ্যমে সমাজের দুস্থ-অসহায় মহিলাদের দল কাঠামোর আওতায় একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা। মূলত অতি দরিদ্র পরিবারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে এনজিএফ ২০১৩ সাল থেকে ভিজিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়এর আর্থিক সহায়তায় চলতি অর্থবছরে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচির কৌশলগত উদ্দেশ্য ঃ

দুস্থ গ্রামীন মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের জন্য আয়-সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমের প্রশিক্ষন, আর্থিক ও অনুসঙ্গিক সহযোগীতার প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করাই এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সমূহ ঃ

- সমাজের পিছিয়ে পড়া অতি-দরিদ্র/অসহায়/দুঃস্থ মহিলাদের দলে সংগঠিতকরণ ও উন্নয়ন
- দলীয় সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল গঠন ও ঋণসুবিধা প্রদান
- ইস্যু ভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রম
- আয়-বর্ধক কর্মসূচি এবং জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা সমূহ গ্রহনে দক্ষতা ও সক্ষমতা তৈরি করা

প্রকল্পের সুবিধাভোগী ঃ

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য, দুস্থ, অসহায় এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যাদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাংখিত উন্নতি ও দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধন করে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে নিয়ে সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা।

কলারোয়া উপজেলাধীন জুগীখালী ইউনিয়নে ভিজিডি টাকা বিতরণের সময় সদস্যদের উপস্থিতি

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে মানুষকে কেন্দ্র করে মানব উন্নয়ন এবং মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এনজিএফের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধরাবাহিকতায় এনজিএফ পিকেএসএফের বিভিন্ন অর্ন্তভূক্তিমূলক পরিষেবা প্রদান কর্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৮ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণ জনগোষ্ঠিকে লক্ষ্যভুক্ত করে ১০ নং আটুলিয়া ইউনিয়নে "প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" নামক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বিভিন্ন অর্ন্তভূক্তিমূলক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করে টেকসই ভিত্তিতে দারিদ্র্য হ্রাস করা।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা নিশ্চিত করনের নিমিত্তে তৃণমূল পর্যায় থেকে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকল্পে সরকারি / এনজিও / বেসরকারি সহযোগিতার বিকাশ ও সমন্বয় সাধন করা।

কর্মসূচির কার্যক্রমের পরিধি

- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচির জন্য জরিপ কার্যক্রম
- প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন মাসিক সমন্বয় সভা
- পরিপোষক ভাতা/বয়স্ক ভাতা
- শ্রেষ্ঠ প্রবীন ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা
- প্রবীণদের ঋণ প্রশিক্ষণ
- ফিজিওথেরাপি এইড প্রশিক্ষণ
- মৃতের সৎকার
- বিশেষ সহায়তা (কম্বল, চাদর, ছাতা, লাঠি, কমোট চেয়ার, হুইল চেয়ার)
- বশেষ কর্মসূচি (প্রবীণ দিবস ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ)

এক নজরে কর্মসূচির আওতায় অর্জন সমূহ (জুন ২০১৯ পর্যন্ত) ঃ

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ		ইউনিট	১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেট/ল ্যমাত্রা	চলতি বছরের অর্জন	ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন
১	প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন		জন	৮১	৮১	৮১
২	ুদ্রঋণ স্টাফদের প্রশি ণ		জন	৩০	৩০	৩০
৩	গ্রাম প্রবীণ মিটিং		সংখ্যা	১৮০	১৪৬	১৪৬
৪	ওয়ার্ড প্রবীণ মিটিং		সংখ্যা	৯০	৭২	৭২
৫	ইউনিয়ন প্রবীণ মিটিং		সংখ্যা	১০	৭	৭
৬	বয়স্ক ভাতা/পরিপোষক ভাতা		জন	৭৫	৭৫	৭৫
৭	শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সম্মননা		জন	৬	৬	৬
৮	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা		জন	৩	৩	৩
৯	প্রবীণদের ঋণ প্রশি ণ		জন	৬০	৬০	৬০
১০	মৃতের সৎকার		জন	১০	২	২
১১	বিশেষ সহায়তা	কম্বল	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০
		ছাতা	সংখ্যা	২০	২০	২০
		লাঠি (ওয়াকিং স্টিক)	সংখ্যা	২০	২০	২০
		চাদর	সংখ্যা	৫০	৫০	৫০
		চেয়ার কমোড	সংখ্যা	২০	২০	২০
		হুইল চেয়ার	সংখ্যা	২	২	২
		অন্যান্য	সংখ্যা	০	০	০
১২	বিশেষ কর্মসূচি পালন (বিভিন্ন অনুষ্টান, দিবস, সমাবেশ র‍্যালি সহ)		সংখ্যা	৩	৩	৩

প্রবীণ কমিটির নিয়মিত সভা:

কর্মসূচির আওতায় গ্রাম, ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত প্রবীণ কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। মাসিক এ সকল সভায় বয়স্ক ভাতা, বিশেষ সহায়তা এবং ঋণ বিতরণের জন্য প্রবীণ নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় ও সভায় উপস্থিতগনের স্বাক্ষর গ্রহণসহ গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন করা হয়।

প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদান:

প্রবীণ কমিটিগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দের মাধ্যমে কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নির্বাচিত ৭৫ জন প্রবীণকে মাসিক ৬০০/- টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আটুলিয়া ইউনিয়নে প্রবীণদের মাঝে মোট ২৭০০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

বিশেষ সহায়তা প্রদান:

কর্মসূচির আওতায় শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসহায় এবং নাজুক প্রবীণদের মাঝে বিশেষ সহায়তা হিসেবে ছাতা, ওয়াকিং স্টিক, চেয়ার কমোড, কম্বল, চাদর, হুইল চেয়ার ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এ লক্ষে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আটুলিয়া ইউনিয়নে প্রবীণদের মাঝে ২০টি ছাতা, ২০টি ওয়াকিং স্টিক, ২০টি চেয়ার কমোড, ১০০ খানা কম্বল, ৫০ খানা চাদর, ২টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

প্রবীণ কমিটিগুলোর নেতৃবৃন্দের দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করার নিমিত্তে নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া আনান্য সদস্যদের টেকসইভাবে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য ঋণ বিষায়ক প্রশিক্ষণসহ অনান্য বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি এ সকল ওরিয়েন্টেশন-এ প্রবীণদের জন্য স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের করণীয় এবং বরাদ্দকৃত সুযোগ-সুবিধাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

সম্মননা প্রদান

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রবীণ ব্যক্তিদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ লক্ষে প্রতি বছর ১ জন সবচেয়ে বয়স্ক প্রবীণ এবং সমাজে অনন্য অবদানের জন্য ০৫ জন প্রবীণসহ মোট ০৬ জন প্রবীণকে এবং ০৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম প্রবীণ ব্যক্তিদের পাশাপাশি নবীনদের মাঝে প্রবীণদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে করণীয় বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টি করে।

বিশেষ কর্মসূচি পালন (বিভিন্ন অনুষ্টান, দিবস, সমাবেশ র‍্যালি)

প্রবীণদের মাঝে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দিবসের প্রতিপাদ্য লালন করার মানসে বিশেষ কর্মসূচি হিসাবে প্রবীণ দিবস ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন করা হয়। একই সাথে বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে দেশের সংকটকালীন সময়ে সচেতনতা র‍্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়।

আজ তারাও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে

সৌরুপ বিবির মুখে আজ হাসি ফুটেছে ঃ

সৌরুপ বিবি ১৯৪৭ সালে যার জন্ম হয়েছে, ১০ নং আটুলিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের উত্তর আটুলিয়া গ্রামের এক হত দরিদ্র্য পরিবারে। একে তো অভবের সংসার, তার উপর মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় একই ইউনিয়নেরর ৮নং ওয়ার্ডের সোয়ালিয়া গ্রামের হত দরিদ্র্য সায়েদ আলী গাজীর সাথে। বাবার সংসারে অভাবের তাড়নায় সৌরুপ বিবির লেখা পড়া করা সম্ভবপর হয়নি, অন্যদিকে স্বামীর গৃহে অভাবও তার পিছু ছাড়েনি। এরই মধ্যে তার নতুন সংসারে জন্ম নেয় এক এক করে ১ ছেলে ও ২ মেয়ে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছেলেটা মানসিক ভারসাম্য হীন, অন্যদিকে সংসারে লোকজন বেড়ে যাওয়ায় তাদের সংসারে অভাব অনাটন দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু কঠিন বাস্তবতা, জীবন যুদ্ধে তাকে হারতে হয় অভাবের কাছে, দারিদ্র্যতার কাছে তাই মানুষের সাহায্যে অনেক কষ্টে তার দুই মেয়েকে অন্যের হাতে উঠিয়ে দেন। বিধি এবারও বামে, কিছুদিন পরই স্বামী মারা যাওয়ার পর সৌরুপ বিবি পাগল ছেলেটাকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন, নিজ ভিটা-বাড়ী থেকে ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে উৎখ্যাত হতে বাধ্য হন, অবশেষে আশ্রয় নেন ভাইয়ের স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে হালিমার কাছে। জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়েই ভিক্ষাবৃত্তি করে কোন রকম জীবন যাপন করতে শুরু করেন। এভাবে দিন চলতে থাকে জীবন, কিন্তু দিন যায় রোগ বাসা বাধে সোরুপ বিবির শরীরে। তাই তিনি এখন আর আগের মতো চলাফেরা করতে পারে না, উপরন্তু একবেলা খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্ঠে জীবন ধারন করে চলেছেন। বর্তমানে সোরুপ বিবির বয়স ৭১ বছর তারপরও সে সরকারী বে-সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আছেন। এমতাবস্থায় ২০১৮ সালে তাকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পরিপোষক ভাতার আওতায় আনা হয়। এরপর থেকে প্রতি মাসে তাকে ৬০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। এ ভাতা তার বেঁচে খাকার জন্য যথেষ্ঠ না হলেও তার জীবন ধারনের জন্য সহায়ক বলে মনে করেন। এ অর্থে তিনি কিছুটা ঔষধ ও অন্যের সংস্থান করতে পারেন। তার সাথে কথা বলে জানা যায় বর্তমানে তিনি বেশ সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। তার এ ক্ষুদ্র সাহয্যের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সহযোগী সংস্থা নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) এর নিকট চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নামঃ সৌরুপ বিবি
স্বামীঃ মৃত মোঃ সায়েদ আলী গাজী
ঠিকানাঃ সোয়ালিয়া, ১০ নং আটুলিয়া

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

প্রেক্ষাপট

সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়েছে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড/অবস্থান, সামাজিক জীবনাচার পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস এবং পেশাগত বৈচিত্রতা। ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে, বাংগালী যুগ যুগ ধরে লালন ও পালন করা চিরায়ত, সত্য, শ্বাশত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ফলে তরুণ সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছে মাদক/জঙ্গিবাদ/ইভটিজিং এর মতো সামাজিক ব্যাধি। দেশের উদীয়মান তরুন সমাজের একটি বড় অংশের মূল্যাবোধের অবক্ষয়জনিত বিভিন্ন অপরাধ/অনৈতিক/ অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন এসকল অনৈতিক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দেয়, তখন এর ভয়াবহতা নিয়ে রাষ্ট্র শংকিত না হয়ে থাকতে পারে না। মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী'র মাধ্যমে তরুনদের মেধা ভিত্তিক, জ্ঞান চর্চায়, খেলাধুলায়, বুদ্ধিমত্তায় ইত্যাদি ইভেন্ট এ অংশগ্রহনের সুযোগ দিয়ে মানবিক সক্ষমতা অর্জণের পথ সুগম করা হবে। কেননা, কেবলমাত্র মানবিক সক্ষম ব্যক্তিরাই দেশের জন্য, সমাজের জন্য, সবোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন।

দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রকিয়োকে টেকসই করার লক্ষ্যে আগামী দিনের নেতৃত্ব মানে তরুন প্রজন্ম কে প্রকল্পের টার্গেট বেনিফিসিয়ারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্টানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা এ কর্মসূচীর ষ্টেকহোল্ডার হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহনে সামাজিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিশু-কিশোর-তরুণসহ সকল প্রজন্মের মানুষদের সম্মিলন ঘটিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর মনন গঠনে উৎসাহ প্রদান করা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও অশুভ চিন্তা রোধ করাই সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এনচিএফ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে সাতক্ষীরাধীন শ্যামনগর, কালিগন্জ ও আশাশুনি উপজেলার ৮৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহনে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন কওে আসছে। সংস্থার গৃহীত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ করে এবং শিক্ষামূলক আরো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও ইতিবাচক বিকাশের মাধ্যমে সমাজে তাদের মর্যাদা ও ভালো কাজ করার মানসিকতা ও সক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটার লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

কর্মসূচীর অন্যতাম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য মানুষের মানসিক ও দৈহিক সক্ষমতার উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করা, যার উন্নয়নের জন্য সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের চর্চা ও খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানষিকতা তৈরি হয়, তারা সাহসী হয় এবং ভাল কিছু করার জন্য উদ্যমী হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশকে আরো শিক্ষাবান্ধব করতে এসকল সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষর্থীদের মানবিক বিকাশ, মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাবোধ, জ্ঞান চর্চা, শুদ্ধাচার এবং দেশীয় ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহিত করবে, যা সমাজের অবক্ষয়জনিত অনৈতিক কর্মকান্ড প্রতিরোধে এন্টিভাইরাস/প্রতিশোধক হিসেবে কাজ করবে।

প্রকল্প কর্মএলাকা

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী"র ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে কর্ম এলাকা হিসেবে শ্যামনগর এবং কালিগন্জ উপজেলাকে নির্বাচন করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সংস্থা ইতিমধ্যে আরোও ২টি উপজেলা দেবহাটা এবং আশাশুনি কে নির্বাচন করেছে

জেলা	উপজেলা	মোট মাধ্যমিক/নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট কলেজ
সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	১৫	৪
সাতক্ষীরা	কালিগন্জ	২৫	৭
সাতক্ষীরা	আশাশুনি	১২	৩
১	৪	৬৭	২১

কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িতব্য কর্মকান্ড সমূহ

প্রকল্পের আওতায় নানাবিধ সৃজনশীলতা চর্চার মাধ্যমে শিশু-কিশোর-তরুণদের মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড শিশু-কিশোর-তরুণদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সম্পন্ন করা করা হয়েছে। শিক্ষামূলক দৃষ্টিনন্দন ও মননে হৃদয়গ্রাহী কর্মকান্ডগুলি শিশু-কিশোর-তরুণদের মনে সুন্দর ও শুভ প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ভাবে কর্মসূচি গুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক. 'সাংস্কৃতিক বিষয় ভিত্তিক কর্মকাণ্ড

'সাংস্কৃতিক কর্মসূচি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে সহায়ক বিষয়সমূহ নির্বাচন করে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডসমুহ

ক্রঃ নং	প্রতিযোগিতার নাম	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের স্থানের নাম		অংশগ্রহণকারী সংখ্যা				শিক্ষা প্রতিষ্ঠান /শ্রেণি /দল/ সংগঠনের সংখ্যা	কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় (সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রধান ও বিশেষ অতিথি)
		উপজেলা		ছাত্র	ছাত্রী	অন্যান্য	মোট		
১	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃস্কুল বির্তক প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর	নকীপুর সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০	১৬	৩০	৬৬	১২	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, বিচারক মন্ডলী, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প কর্মকর্তা, শাখা ব্যবস্থাপক ও সাংবাদিক বৃন্দ।
২	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃস্কুল শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া, সুন্দর হস্তলিপি, কবিতা আবৃতি ও গল্পবলা প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর	শিল্পকলা একডেমী	৭০	৬৪	৩০	১৬৪	৩০	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৩	মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের গল্প শোনা ও সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান	শ্যামনগর	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	২৩২			২৩২	২	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৪	২ দিন ব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- পিঠা উৎসব	শ্যামনগর	আটুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠ, নওয়াবেঁকী	৬০	৭০	৬০	১৯০	১৫	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাননীয় সংসদ সদস্য সাতক্ষীরা-৪, উপজেলা ভূমি অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৫	বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন ২০১৮-এর প্রতিবেদন (উপজেলা/থানা পর্যায়)	শ্যামনগর, কালিগন্জ ও আশাশুনি	উপজেলাধীন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮৭	৬৩	৬০	২১০	৩০	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও সাংবাদিক বৃন্দ।
৬	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃস্কুল শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া, সুন্দর হস্তলিপি, কবিতা আবৃতি ও গল্পবলা প্রতিযোগিতা-২০১৭	কালিগন্জ	শিল্পকলা একডেমী	৫২	৬০	১০	১২২	৮	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৭	বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন ২০১৮-এর প্রতিবেদন (জেলা/থানা পর্যায়)	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ অডিটোরিয়াম	১২	১৮	১২	৪২	৩	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, ডিসি মহোদয়, জেলা শিক্ষা অফিসার, সংস্থার পরিচালক-এমএফ, শাখা ব্যবস্থাপক ও সাংবাদিক বৃন্দ।
৮	বাংলাদেশ কিশোর কিশোরী সম্মেলন ২০১৮ (জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত)	ঢাকা	বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কক্ষ	২	২	৭	১১	৪	জেলা চ্যাম্পিয়ন, গার্জিয়ান, নির্বাহী পরিচালক, কর্মসূচী ফোকাল ও প্রোগ্রাম অফিসার
৯	উপজেলা পর্যায় স্কুল ভিত্তিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান	শ্যামনগর, কালিগন্জ ও আশাশুনি	প্রত্যেকটি উপজেলার ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনিষ্ঠিত হয়েছে	৬৮০	৭৬০	৯০	১৫৩০	১২	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, স্কুল কমিটিটির সদস্য, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
১০	শি া প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ/গল্প লেখা/বলা, চিত্রাংকন ইত্যাদি প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর	শিল্পকলা একডেমী	৪০	৪২	২০	১০২	১৬	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।

খ. 'ক্রীড়া কর্মসূচি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পূরণে সহায়ক বিষয়সমূহ নির্বাচন করে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডসমূহঃ

ক্রঃ নং	প্রতিযোগিতার নাম	কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের স্থানের নাম		অংশগ্রহণকারী সংখ্যা				শিক্ষা প্রতিষ্ঠান /শ্রেণি /দল/ সংগঠনের সংখ্যা	কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচয় (সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রধান ও বিশেষ অতিথি)
		উপজেলা		ছাত্র	ছাত্রী	অন্যান্য	মোট		
১	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ভলিবল প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর-কালিগন্জ	শ্যামনগর পাইলট মাঠ	৭২		৩০	১০২	৮	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
২	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর-কালিগন্জ	শ্যামনগর পাইলট মাঠ	১৯২	০	৩০	২২২	১৬	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় থানা প্রশাসন, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৩	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃক্লাব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর	থানা ক্যাম্পাস	৩২		৬০	৯২	৮	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পুলিস সুপার, উপজেলা ভূমি অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৪	স্বাধীনতা কাপ প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর	নকীপুর সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩২			২৩২	২	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৫	স্কুল ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর-কালিগন্জ	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়	৩২০	২৪০	৪০	৬০০	৮	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, স্কুল কমিটির সদস্য বৃন্দ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৬	উপজেলা ভিত্তিক আন্তঃপ্রতিষ্ঠান হ্যান্ডবল (বালিকা) প্রতিযোগিতা-২০১৯	শ্যামনগর	ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	০	৪০	৪০	৮০	৪	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার পরিচালক-মাইক্রোফাইন্যান্স, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৭	নবীন-প্রবীন মেলা ও প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগীতা-২০১৮	শ্যামনগর	নকীপুর সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬০	৭০	৫০	১৮০	২২	ছাত্র/চাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানও সাংবাদিক বৃন্দ।
৮	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা-২০১৯	শ্যামনগর	আটুলিয়া ইউপি পরিষদ চত্বর, নওয়াবেঁকী	৯৬		২০	১১৬	৮	শিক্ষাথী, শিক্ষক বৃন্দ, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার পরিচালক-এমএফ, শাখা ব্যবস্থাপক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং সাংবাদিক বৃন্দ।
৯	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০১৯"	শ্যামনগর	আটুলিয়া ইউপি পরিষদ চত্বর, নওয়াবেঁকী	৯৬		২০	১১৬	৮	শিক্ষাথী, শিক্ষক বৃন্দ, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার পরিচালক-এমএফ, শাখা ব্যবস্থাপক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং সাংবাদিক বৃন্দ।
১০	উপজেলা পর্যায়ে আন্তঃশিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা	শ্যামনগর	আটুলিয়া ইউপি পরিষদ চত্বর, নওয়াবেঁকী	১০০		২০	১২০	১০	শিক্ষাথী, শিক্ষক বৃন্দ, কর্মসূচী ফোকাল, প্রোগ্রাম অফিসার, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং সাংবাদিক বৃন্দ।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি'র কিছু ছবি

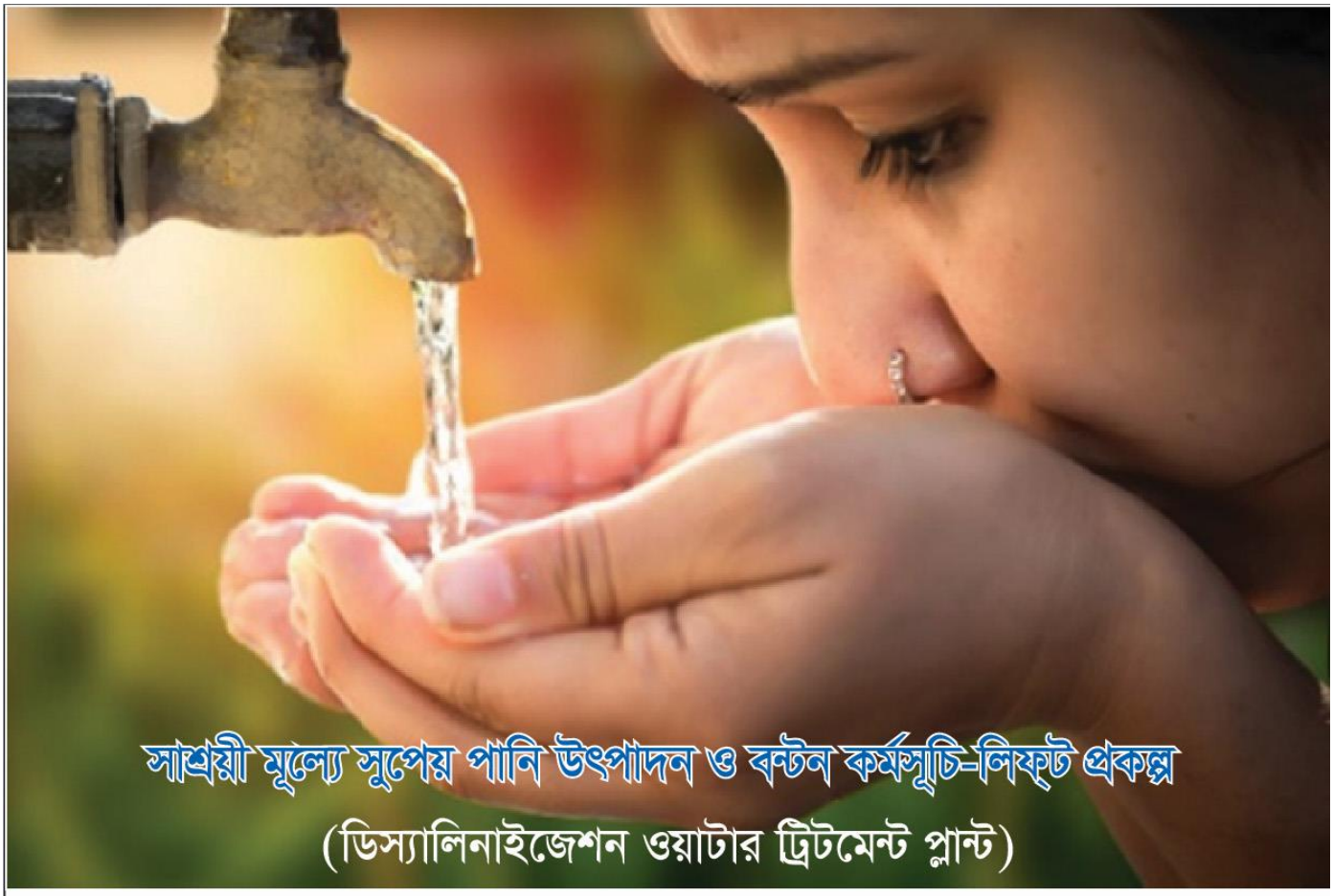

সাশ্রয়ী মূল্যে সুপেয় পানি উৎপাদন ও বন্টন কর্মসূচি-লিফ্‌ট প্রকল্প

(ডিস্যালিনাইজেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে পানিতে লবনের পরিমান বেশী থাকায় বছরব্যাপী তীব্র সুপেয় পানির অভাব রয়েছে। বিশেষেত: এ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবনের পরিমান মাত্রারিক্ত বেশি থাকার ফলে সাধারন নলকূপে সুপেয় পানি প্রাপ্তি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এলাকার সাধারন অতি-দরিদ্র পরিবরের পক্ষে সুপেয় পানি পান করার সুযোগ সুবিধা ক্রমেই কমে আসছে। স্থানীয়ভাবে ডিপ টিউবওয়েল যথসামান্য থাকলেও সে পানিতে আয়রনের মাত্রা অনেক বেশী এবং অধিকাংশ নলকুপে অতি মাত্রায়আর্সেনিকের অস্তিত্ব রয়েছে। এধরনের বাস্তবতা অনুধাবন করে উপকুলীয় এলাকার লোনা বিধৌত উপকুলীয় এলাকা সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগন্জ, শ্যামনগর উপজেলা এবং খূলনা জেলার কয়রা উপজেলাকে কর্মএলাকা হিসেবে টার্গেট করে সুপেয় পানি উৎপাদন ও সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে। এ পাদ্ধতিতে উৎপাদিত সুপেয় পানি সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে উপকূলীয় অঞ্চলে সমস্যাসংকুল লবনাক্ত এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে এনজিএফ ১১মার্চ ২০১৪ হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর লিফ্‌ট প্রকল্পের আওতায় সুপেয় পানি উৎপাদন ও বিতরনের কাজ শুরু করেন। প্রকল্পের আওতায় প্রথমিকভাবে ০২টি মেশিনে দৈনিক ২০০০লিটার/ঘন্টা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে কার্যক্রম শুরু হয়। সংস্থা বর্তমানে পিকেএসএফ এর বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ১১ টি ডিস্যালিনাইজেশন ওয়াটার প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের সুপেয় পানির চাহিদা পূরণে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

উপকূলীয় জনগনকে সহজ মূল্যে সুপেয় পানি সুবিধার আওতায় নিয়ে আসাএবং সুনির্দিষ্টভাবে অতি লবনাক্ত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্টীর মাঝে নাম মাত্রমূল্যে জীবনধারনের মৌলিক-মানবিক চাহিদা পূরণে সুপেয় পানি সরবরাহ করাই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কর্মসূচির কাংখিত বাস্তবতা: লিটার প্রতি ১টাকা হিসাবে জারের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এ ব্যবস্থা আগামী ১০ বছর চলমান রাখা।ফলে পানি বাহিত নানাবিধ রোগ-বালাই থেকে জনগন সুরক্ষা পাবে।

ডিস্যালিনাইজেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট

প্রকল্পের মূখ্য কার্যক্রম

স্থানীয়ভাবে চাহিদা মিটিয়ে বর্তমানে এনজিএফ কতৃক উৎপাদিত সুপেয় পানি সর্ব সাধারনের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে-নানামুখি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির গুলির মধ্যে

ক) সুপেয় পানি প্রাপ্তীর ক্ষেত্রে অতি লবনাক্ত এলাকা এবং উপকারভোগী নির্ধারন
খ) পানি বিপননের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি করা।
গ) পানি উৎপাদন, বিপনন, সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ
ঘ) সচেতনতা সৃষ্টি ও সমন্বিত উদ্যেগের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত সুপেয় পানি উপকূলীয় প্রত্যান্ত গ্রামাঞ্চলে সঠিক সময়ে সুষ্ঠভাবে বিপননের জন্য উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের এর পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে ডিলার/সাব ডিলার দেওয়াছ হচ্ছে।

প্রকল্পের দৃশ্যমান ফলাফল

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকুলীয় জেলা সাতক্ষীরার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা এবং খূলনার কয়রা উপজেলার অধিকাংশ এলাকায় সুলভমূল্যে পানযোগ্য সুপেয় পানি পাওয়া যাচ্ছে এবং দরিদ্র ও সাধরণ জনগন সেই পানি ব্যবহার করছেন। ফলে নিম্ন আয়ের সাধারন মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পানিবাহিত রোগ বালায়ের সংক্রমন আশাতীত ভাবে কমে গেছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অতি-লবনাক্ত মোকাবেলা করে লবন পানিকে মিষ্টি পানিতে পরিনত করে সুপেয়পানি প্রাপ্তীর ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

মাল্টিপারপাস ওয়াটার ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন এবং পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় স্তরে সুপেয়পানির প্রকট সংকট বিরাজমান। বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলার প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় বাণিজ্যিক ভাবে বাগদা চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণ ঘটায় বিশুদ্ধ পানির সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে। তীব্রতর থেকে প্রতিদিন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পানিতে লবণের মাত্রাবৃদ্ধি পেয়েছে।আর্সেনিকের কারণে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির অপর্যাপ্ত লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।সুপেয়পানির এ সংকট মোকাবেলায় এনজিএফ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে জীবনধারনের অন্যতম একটি মৌলিক উপাদন, সুপেয়পানি প্রাপ্তীর একটি সহজ, সুলভ ও টেকসই সমাধানের পথ সব সময়ই খুঁজে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায়, ২০১৩ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়া'র অর্থায়নে নের উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে পানি ওয়াটার প্রকট। এমন বাস্তবপ্রেক্ষাপটে ২০১৩ সাল থেকে শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া ইউনিয়নকে টার্গেট নির্ধারন করে "ভূগর্ভস্থ পানির বহুমুখি সরবরাহ প্রকল্প" চালু করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে পানযোগ্য পানির অভ্যন্তরিন চাহিদা পূরণ ও চাষাবাদে পানির নিরাবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের লক্ষ্য:

পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানযোগ্য পানি আটুলিয়া ইউনিয়নের ৩০০ ঘর পরিবারের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ১০০একর চাষযোগ্য জমিতে নিরাবিচ্ছিন্ন পানির যোগান নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উপকারভোগী ও প্রভাব:

সরাসরি কর্মএলাকার ৩০০পরিবারকে ভূগর্ভস্থ পানযোগ্য পানি সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা এবং পরোক্ষভাবে ২৫০০জন ভূক্তভোগীকে নিরাপদ পানি ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা। এছাড়া আটুলিয়া ইউনিয়নের ১০০একর জমিতে নিরাবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে অত্র এলাকার অর্থনীতিতে এ প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।বছরব্যাপি পানি সরবরাহ থাকায় পূর্বের তুলনায় উৎপাদন ব্যয় কমেছে পক্ষান্তরে কৃষকের বেশী আয় নিশ্চিত হয়েছে।কৃষক পরিবারের আয়বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এনজিএফ এর কর্মসূচি

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিশেষতঃ দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চল যেমন; খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে প্রায়:শ মানুষের জীবন ও জীবিকার মারাত্নক ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। উপকূলবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চল সমুহে দৈব্যচয়িতভাবে প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দূর্যোগে নানামূখী বিপর্যয়ের পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তন এর প্রভাবে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা ও লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজ উৎপাদন ব্যহত হয়েছে। প্রাকৃতিক জলোচ্ছাস, ঘর্ণিঝর ও জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবনহানী ঘটার পাশাপাশি বাড়ী-ঘর, ফসলাদী, গাছ-পালা, গবাদী পশু, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদসহ জীবিকার উৎস সমূহের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং জীবিকার সন্ধানে মানুষ এলাকা ত্যাগ করে শহরমূখী হওয়ার প্রবনতাও লক্ষনীয়। প্রকৃতির এসব প্রতিকূল পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে নওয়াবেঁকী গণমূখী পাউন্ডেশন (এনজিএফ) "প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায়" সংস্থার নিজস্ব পলিসি উন্নয়নের মাধ্যমে "ডিজেস্টার রিস্ক রিডাকশন (ডিআরআর) কমিটি গঠন করেন এবং কমিটির দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরতঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশোমনে সফলতা লাভ করেছেন। সকল ধরনের দূর্যোগ মোকাবেলায় সংস্থা বরাবরই জনগনের পাশে অবস্থান করে প্রাকৃতিক দূর্যোগকে সহনশীল করে তুলেছে এবং এ অঞ্চলের জনগনের জীবন ও জীবিকার টেকসই ও প্রকৃতির সাথে মানানসই জীবিকার পথ উন্মোচন করেছে।

দূর্যোগ মোকাবেলায় সংস্থার বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চালু আছে। চলতি অর্থবছরে প্রাকৃতিক দূর্যোগ "সাইক্লোন ফনি" এ অঞ্চলে আঘাত হানে কিন্তু মানুষের পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় তেমন কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর পাশাপাশি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় সংস্থা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের দক্ষতা ও সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে প্রকৃতির সাথে চলনসই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন বাড়িয়ে টেকসই জীবিকায়নের পথে মানুষকে অভিযোযিত করার প্রয়াসে নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে প্রশিক্ষিত এই জনগোষ্ঠী প্রকৃতির সাথে সক্ষ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সংস্থার এজাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনমান উন্নয়নে দৃশ্যমান সফলতা লাভ করেছেন। এভাবেই নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করে মানুষকে প্রকৃতি বান্ধব কর্মসূচি গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন। জলবায়ুর প্রভাব বা ঝুঁকি প্রশোমনে সংস্থা বরাবরই স্থানীয় সম্পদ সঠিক ব্যবহার ও জনগনের সক্ষমতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণ করে ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে এ অঞ্চলের মানুষএখন গ্রামীন অর্থনীতিতে নানাভাবে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে তাদের চীবনমান উন্নয়নে টেকসই জীবিকায়নের পথ উন্মোচন করেছেন।

কর্মএলাকার বছরব্যাপি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম

দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে পরিবার ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচী

জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন

সংস্থার দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিবছর উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; ঘূর্ণিঝর, জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা বৃদ্ধিসহ বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাবে নানাধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগের সাথে সহনশীল হয়েছে মূলতঃ দূর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উপর তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা থাকায়; জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে সরকারী, বেসরকারী, এনজিওসহ সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ও সম্মিলিত প্রয়াসে প্রাকৃতিক দূর্যোগ এর উপর আলোচনা সভা, নাট্যানুষ্ঠান, র‍্যালি-মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

এনজিএফ
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) সংস্থা ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্ন হতে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম উপকুলবর্তী সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্ন্তভূক্তিমূলক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু করে। সাংগাঠনিক সক্ষমতা, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায়, ১৯৯২ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগি সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমান ক্ষুদ্রঋণের চিরায়িত গণ্ডি পেরিয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রেক্ষিতে এনজিএফ সময়ে সময়ে আর্থিক পরিসেবা মান, কার্যক্রমের গুণগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করে বহুমূখীকরণ করেছে। একইসাথে নানামূখী জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিৎ করতে বহুমাত্রিক ও নিবিড় তদারকির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সাফল্যর সাথে পরিচালনা করছে। সংস্থার আর্থিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্তিমূলক খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে নতুন নতুন এন্টারপ্রাইজ তৈরি, যা স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। অন্যদিকে পরিবার ভিত্তিক আইজিএ উন্নয়ন, জলবায়ু বান্ধব কৃষিজ পন্যের উৎপাদন ও সম্প্রসারন ইত্যাদি ঋণ সেবার আওতায় বাস্তবায়ন করে পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থান উভয়ই বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যা অতিদরিদ্র ও দরিদ্র মানুষের জীবিকায়ন উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণ চাহিদা পূরণ করা
- খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা
- সঞ্চয় ও মূলধণ সৃষ্টিতে সহায়তা করা করা
- পারিবারিক পর্যায়ে উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আয় ও জীবিকায়নের মান উন্নয়ন করা
- পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশ ঘটানো
- নারীদের সক্ষমতা বাড়িয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা
- স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবহার বৃদ্ধিও মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা
- কৃষিজ ও অকৃষিজ কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তিগত আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা
- ঋণ পরবর্তী ফলোআপের মাধ্যমে ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
- সর্বোপরি দারিদ্রের শৃংখল থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবিকায়নে সহায়তা করা।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী

সংস্থার কর্মএলাকার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দরিদ্র রেখার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী, বিত্তহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারী চাষী, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষকরে নারী প্রধান পরিবার, দিনমজুর, জেলে, তাঁতী, ক্ষুদ্র ও স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশাজীবির মানুষ। এছাড়াও কৃষি ও অকৃষি খাতে পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা উন্নয়নে খাত ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণসেবার পাশাপাশি কারিগরি সেবা গ্রহন করে উদ্যোগ বাস্তবায়নে টেকসইতা লাভ করেন।

GONOMUKHI NOWABENKI FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

ক্ষুদ্রঋণের বহুমাত্রিক ব্যবহার

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির রুপান্তরে বিশেষ করে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিকাশ, নারীদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে ক্ষমতায়ন করা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং আর্থিক খাতে অর্ন্তভূক্তিকরণ বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন পদ্ধতি সময়ের বির্বতনে ক্ষুদ্রঋণের ধরণ, ব্যবহার বহুমাত্রিকতা ধারণ করে আজ বিশ্বপরিমন্ডলে একটি প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্বীকৃত খাত হিসেবে বিকশিত। এনজিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বহুমাত্রিকতায় কর্মএলাকার সদস্যদের কৃষিজ উৎপাদন, পারিবারিক কর্মসংস্থান ও আয় উভয়ই বৃদ্ধি করেছে।

এনজিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাফল্য

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ধারাবাহিক সাফল্যে আমরা গর্বিত

সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার
১ম বার থেকে ৫ বার
নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার
১ম স্থান অর্জন।

কৃষিতে শ্রেষ্ঠ নারী
উদ্যোক্তা ২০১৬

শ্রেষ্ঠ নারী ক্ষুদ্র
উদ্যোক্তা ২০১৪

কাঁকরা চাষে শ্রেষ্ঠ নারী
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ২০০৭

অকৃষিতে শ্রেষ্ঠ নারী
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ২০১০

মাইক্রোক্রেডিট সামিট-২০০৫
শ্রেষ্ঠ নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা -সিটি গ্রুপ-এনএ পুরুস্কার ২০০৫

সংস্থার বর্তমান চলমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন পরিষেবাকে অধিকতর দরিদ্র-বান্ধব, কর্মসৃজন-সহায়ক ও মানবিকীকরণ করার লখ্যে এনজিএফ তার আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অর্ন্তভুক্তি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে সমান্তরাল ও উলম্ব সম্প্রসারণের পাশাপাশি দারিদ্র দূরীকরণে স্থানীয় ও জাতীয় পরিমণ্ডলে বিশেষ অবদান রেখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ত্বরান্বিতকরণ করার জন্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় এবং সহজ শর্তে বহুমূখী ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। সংস্থার চলমান বহুমূখী ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি-সমূহের একটি নাতিদীর্ঘ সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

কর্মএলাকা ও শাখা সংখ্যা

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখা সংখ্যা
সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর,শ্যামনগর, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, আশাশুনি, কলারোয়া ও তালা=৭টি উপজেলা	২৭ টি
খুলনা	কয়রা ও পাইকগাছা= ২টি	০৬ টি
যশোর	শার্শা, ঝিকরগাছা ও মনিরামপুর= ৩টি	০৩টি
মোট= ৩টি	১২ টি উপজেলা	৩৬টি

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ভিত্তিক সদস্য তথ্যঃ (জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত)

কর্মসূচি	পরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
বুনিয়াদ	২৯১	৩০৩৬৯	৩০৬৬০
জাগরণ	১৭৭২	২৪৯৫২	২৬৭২৪
অগ্রসর	২৫৬৯	৬৮২৪	৯৩৯৩
সমৃদ্ধি (আইজিএ)	১৮৯	৩৪৭৯	৩৬৬৮
লিফট (কুচিয়া)	২	৪০৯	৪১১
সর্বমোট	৪৮২৩	৬৬০৩৩	৭০৮৫৬

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতার তথ্যঃ (জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত)

কর্মসূচি	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)	মোট (জন)
বুনিয়াদ	২২৭	১৭৫৯৭	১৭৮২৪
জাগরণ	৬১৪	১৫৪৬৪	১৬০৭৮
অগ্রসর	১১৯৩	৫৩৪১	৭২৩৪
সুফলন	৮৩৭	৭৫০১	৮৩৩৮
সমৃদ্ধি (আইজিএ)	৮৬	২৫৪৭	২৬৩৩
সমৃদ্ধি (এলআইএল)	৪৮	৭৩৭	৭৮৫
সমৃদ্ধি (এসিএল)	৩	১৭০	১৭৩
লিফট (কুচিয়া)	০	৩৯৮	৩৯৮
সাহস	৭	১০১	১০৮
মোট	**৩০১৫**	**৪৯৮৫৬**	**৫৩৫৭১**

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কর্মসূচি ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতির তথ্যঃ

ঋণ কর্মসূচি	ঋণ বিতরণ (পরিমাণ টাকা)	ঋণ আদায় (পরিমাণ টাকা)	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি (পরিমান টাকা)
বুনিয়াদ	৪৯৯০৫৫০০০	৪২৯৭৪৮৪৯৬	২৭৭৬৩০৪২১
জাগরণ	৪৩৮৩১২০০০	৪৩৬৯৩০৭৮১	২৪০০০৭৩৫২
অগ্রসর	৬৫৪৫৪৬০০০	৫৮৬৪৭৭৪৬৫	৫১৪৮২৩৭১৬
সুফলন	২৫২৩৯৪০০০	২১৪৬৪৫৯১০	১৪১৬৬৫২৩৯
সমৃদ্ধি (আইজিএ)	১৪১৭৮৭০০০	১২৬৩৬০০৯৩	৯৭৩৩০৬২৩
সমৃদ্ধি (এলআইএল)	৬০২০০০০	৪৩৮৩০১০	৩৯১৫৩১১
সমৃদ্ধি (এসিএল)	২৪৪৮০০০	১৬৩৪১৫৬	৩০৩৪৬৬৬
লিফট (কুচিয়া)	১০৪০৪০০০	৮৩৬৬৩৮৫	৫৫০০২৮৩
সাহস	০	১৭৮৯৬৮	৩৮২৫২৫
মোট	**২০০৫০১৬০০০**	**১৮০৮৭২৫২৬৪**	**১২৮৪২৯০১৩৬**

বিগত ১০ বছরের বছর ভিত্তিক মাঠ পর্যায়ে সার্বিক ঋণবিতরণ, ঋণস্থিতি এবং ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণ তথ্যঃ

FY	ঋণবিতরণ (টাকা)	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণ(টাকা)
২০০৮-২০০৯	৪৪৪৫৯৭৫০০	৩২২০১৭৭০২	২১২১৪১১১২৫
২০০৯-২০১০	৫৫০৭৪৩৫০০	৫০৯০০৯৬৮৪	২৬৭২১৫৪৬২৫
২০০১০-২০১১	৬৭০৮৫৩১০০	৫৫৫৭৯১৭৫১	৩৩৪৩০০৭৭২৫
২০১১-২০১২	৪৯৯৬৯৪৭৭৫	৪৫৫২৭৫৯৪৪	৩৮৪২৭৩০০৩৫
২০১২-২০১৩	৬৯৮৬৪৪৫৬০	৫৫৪৬৯৮৭৯৮	৪৫৪১৩৭৪৫৯৫
২০১৩-২০১৪	৯০১৭৮১৩০০	৬৮৪২৫৬৬৪৩	৫৪৪৩১৫৫৮৯৫
২০১৪-২০১৫	১০৯৫৮৪৩০০০	৭৮৪৩২৬৮০৮	৬৫৩৮৯৯৮৮৯৫
২০১৫-২০১৬	১১৭৭০৭৯০০০	৮১৯৫০৩০২৬	৭৭১৬০৭৭৮৯৫
২০১৬-২০১৭	১৩৬৭৩২৩০০০	৯৬৬৪৮৭০১৮	৯০৮৩৪০০৮৯৫
২০১৭-২০১৮	১৬৬৬৭৪৭০০০	১০৮৭৯৯৯৪০০	১০৭৫০১৪৭৮৯৫
২০১৮-২০১৯	২০০৫০১৬০০০	১২৮৪২৯০১৩৬	১২৭৫৫১৬৩৮৯৫

বিগত ১০ বছরে ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণ তথ্য

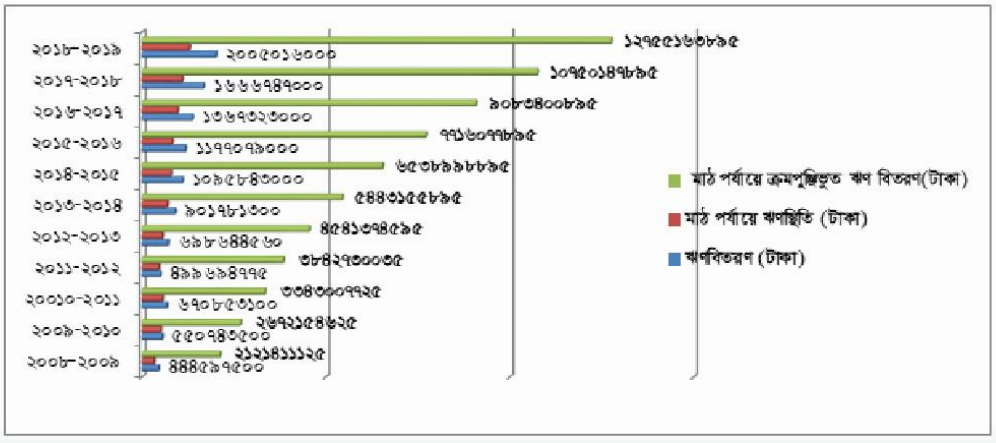

চলমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বিবরণ

১. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-বুনিয়াদ (অতি দরিদ্রদের জন্য)

গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ-বুনিয়াদ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীন অতিদরিদ্র, দিনমজুর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্ন্তভুক্তিকরণ করে বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন এর মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে তাদের পারিবারিক পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। কর্মএলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অতিদরিদ্রদের সামর্থ্য, দক্ষতা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং বহুমাত্রিক দারিদ্রতাকে প্রাধণ্য দিয়ে ২০০৪ সালে পিকেএসএফ অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা' প্রণয়ন করেন। সেই নীতিমালা অনুযায়ী এনজিএফ, ২০০৫ সাল হতে অতিদরিদ্রদের জন্য আলাদা ঋণ কর্মসূচি শুরু করেন, যা বর্তমানে "বুনিয়াদ" ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নামে চলমান রয়েছে। বুনিয়াদ খাতে অতিদরিদ্রদের অবস্থান, সামর্থ্য, দক্ষতা এবং ঋণ ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে একজন সদস্যতে সর্বোচ্চ ৪৯ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, বুনিয়াদ খাতের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক (আইজিএ) গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, উপকরণ সহায়তাসহ আপদকালীন অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়, যাতে করে বুনিয়াদ সদস্যরা ঋণের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে খুব দ্রুতই দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে স্বচ্ছলতার সহিত জীবন যাপন করতে পারেন। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ২৭.৭৬ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতরণকৃত টাকা ২২৪.৪৮ কোট টাকা।

কর্মসূচি ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতা - বুনিয়াদ শীর্ষে

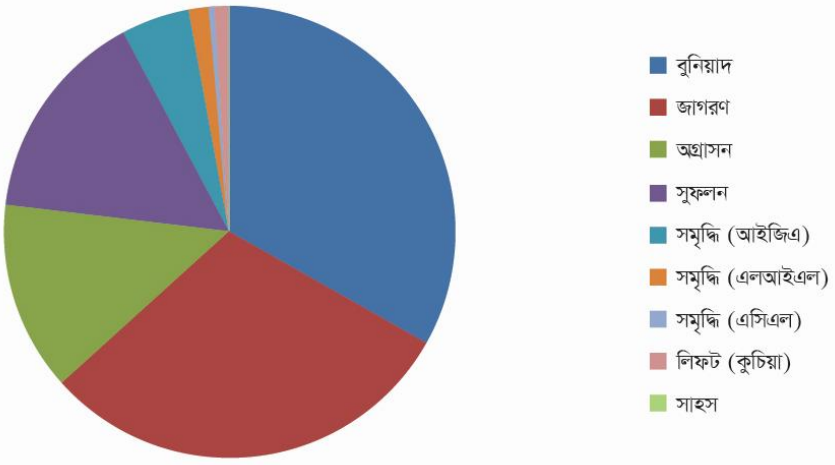

২. জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ)

জাগরণ তথা গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সংস্থার সর্বাধিক পুরাতন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যার আওতায় গ্রামের উপকারভোগীরা বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। উল্লেখ্য জাগরণ খাতের আওতায় গৃহীত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হচ্ছে ঋণগ্রহীতাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ আর্থিক কর্মকাণ্ড যার জন্য ঋণগ্রহীতাদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। জাগরণ খাতে সর্বোচ্চ ৪৯ (উনপঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ২৪.০ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণকৃত টাকা ৩৮৪.৭৬ কোট টাকা।

কর্মসূচি ভিত্তিক ঋণ গ্রহীতা - জাগরণ দ্বিতীয় অবস্থানে

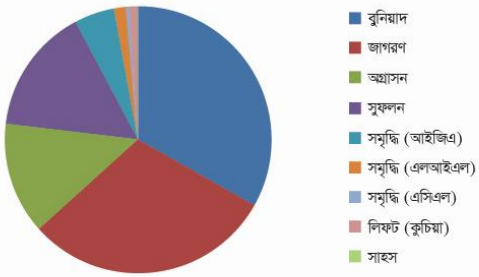

৩. অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ঋণ কার্যক্রমঃ

প্রাগ্রসর ঋণগ্রহীতাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে উন্নীত-করণের প্রয়াসে এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবভিত্তিক চাহিদার নিরিখে ক্ষুদ্রঋণের আওতায় অর্থায়ন করার জন্য সংস্থা ২০০৩ সাল হতে অগ্রসর ঋণ (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) কার্যক্রম চালু করে। অগ্রসর কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ বলতে পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী আর্থিক কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, যেখানে উদ্যোক্তার নিজের, পরিবারের অন্য সদস্যদের এবং পরিবার বর্হিভুত জনগোষ্ঠীর মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্তমান অগ্রসর খাতের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধার এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা ছাড়াও সাব-সেক্টর ভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়নসহ উৎপদিত পণ্যে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) খাতে ঋণ বিতরণের জন্য ঋণগ্রহীতাদের বিদ্যমান সমিতিতে রেখে, প্রথকভাবে সমিতিতে রেখে বা সরাসরি ব্যক্তি উদ্যোক্তা / সহযোগি ব্যক্তি উদ্যোক্তাকে (সহযোগি ব্যক্তি উদ্যোক্তা বলতে সদস্যর পরিবারের অন্যান্য কর্মক্ষম সদস্য-স্বামী/স্ত্রী, ছেলে/মেয়েকেও) ঋণ প্রদান করা হয়। অগ্রসর খাতে সর্বোনিম্ন ৫০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৫১.৪৮ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতর-ণকৃত টাকা ৩৬৪.৭৫ কোট টাকা।

মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি (পরিমান টাকা) অগ্রসর শীর্ষ অবস্থান

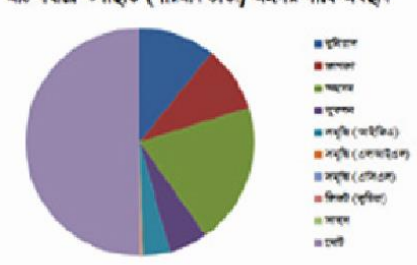

৪. সুফলন (মৌসুমি ও কৃষিখাত ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

কৃষি প্রধান বাংলাদেশ এবং এ দেশের খাধ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণের জন্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মুল চালিকা শক্তি প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী। কৃষিখাতে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের অভাব, আবাদি জমির অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় । অপরদিকে প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় চাষীদের চাহিদাভিত্তক মৌসুম ভিত্তিক অর্থায়ণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষীদের মৌসুম ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করার জন্য পিকেএসএফ ১৯৯৯ সাল হতে মৌসুমী ঋণ কার্যক্রম যা বর্তমান ' সুফলন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম' নামে পরিচালিত হচ্ছে। এনজিএফ ২০০৭ সাল হতে সুফলন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সুফলন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রান্তিক ও ক্ষুদচাষীদের মৌসুমী ঋণ সহায়তার পাশাপাশি প্রষিক্ষণ, নতুন প্রযুক্তি, কারিগরি সহায়তা এবং উপকরণ ও প্রদর্শণী সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। মৌসুম ভিত্তিক কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতের ব্যবস্থাপনাকে প্রাধণ্য দিয়ে এ খাতে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ১৪.১৭ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতরণকৃত টাকা ২০৯.০৩ কোট টাকা।

৫. সাহস (দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা) ক্ষুদ্রঋণ

বাংলাদেশ প্রকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ দেশ। বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, প্রলয়ঙ্করী ঘূণিঝড় ও সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে দরিদ্র মাসুষের জীবন-জীবিকা, পশু ও কৃষিজ সম্পদের অভাবনীয় ক্ষতি সাধিত হওয়ায় প্রায়শঃ দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়। ১৯৯৮ সালের সংঘটিত ভয়াবহ বন্যা, ২০০৭ সালের বন্যা ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ২০০৯ সালের মহা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' নামক প্রাকৃতিক দূর্যোগ বাংলাদেশের বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠী জীবন-মালের ক্ষতিগ্রস্তার শীকার হয়। সর্বপরি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ঋণগ্রাহকদের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ী মেরামত ,জীবিকায়নের মাধ্যম বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক (কৃষিজ ও অকৃষিজ) কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু এবং আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আপদকালীন ও ভোক্তা ঋণ সহায়তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দূর্যোগ ও আপদকালীন ব্যবস্থাপনাকে সহজীকরণ ও মোকাবেলা করার জন্য নামমাত্র সার্ভিস চার্জ এর বিনিময়ে মধ্যমেয়াদী মূলধণ সরবারহ নিশ্চিত কল্পে পিকেএসএফ 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম' গ্রহণ করে যা বর্তমান 'সাহস' নামে চলমান এবং এনজিএফ সংস্থা দূর্যোগপূর্ব ও দূর্যোগপবর্তীতে সাহস ঋণের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য দেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দূযোগের সময়ে সংস্থা কর্তৃক গৃহীত 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম' যেমন

Livelihood Restoration Loan Program (LRP), Emergency 2007 Flood Restoration and Recovery Assistance Program (EFRRAP), Special Assistance for Housing of SIDR/AILA affected borrowers (SAHOS), Rehabilitation of SIDR/AILA affected Coastal Fishery, Small Business & Livestock Enterprise (RESCUE) ইত্যাদি ঋণ কার্যক্রমের আতায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বা সাহস কার্যক্রমের আওতায় নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়াতা প্রদান করেছে। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৩.৮২ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতরণকৃত টাকা ৫৬.০৫ কোট টাকা।

১. বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

১.১. সমৃদ্ধি-আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম (আইজিএ)

পিকেএসএফ ২০১০ সালে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র পরিবারগুলির সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক কর্মসূচি চালু করে। কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে একটি পরিবারকে এর বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথ পরিমিতিতে এর সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ১০ নং আটুলিয়া ইউনিয়নে এনজিএফ সংস্থা ২০১০ সাল হতে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রমমে আওতায় প্রচলিত জাগরণ (গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ), বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র) অগ্রসর (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ক্ষুদ্রঋণের সদস্যভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের পরিবর্তে পরিবারভিত্তিক আয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেই অনুযায়ী খাতভিত্তিক 'আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম' এর আওতায় ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য একই পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য একই আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে/একাধিক খাতে নিয়োজিত থাকতে পারে এবং এক্ষেত্রে একই পরিবারের একাধিক সদস্য সর্বোচ্চ ঋণসীমার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সার্বিকভাবে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সহায়তা ও টেকসই আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি, বাজারজাতকরণ ও অন্যান্য সহায়তা করা হয়ে থাকে। সাধারণত কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ; কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ; সেবা খাত সংক্রান্ত উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র-ব্যবসা খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৯.৭৩ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতরণকৃত টাকা ৫৪.৯৩ কোট টাকা।

১.২. সমৃদ্ধি- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রমঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত দরিদ্র পরিবারসমূহকে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য পরিবারের জন্য বন্ধুচুলা, সোলার সিস্টেম, সোলার লণ্ঠন, লেপ-তোষক, মশারি ইত্যাদি ক্রয়; স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও অগভীর নলকূপ স্থাপন; ঘর মেরামত; পরিবারের খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ ও জরুরি দ্রব্যাদি ক্রয়; দরিদ্র্য পরিবারের সদস্যদের বিবাহ সংক্রান্ড় খরচ নির্বাহ; চাকুরি/কাজের অন্বেষণের লক্ষ্যে যাতায়াত খরচ নির্বাহ; পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ; জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অনুরূপ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ প্রদান করা। উল্লেখ্য শুধুমাত্র আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণগ্রহণকারী পরিবারসমূহ এ ঋণের জন্য বিবেচিত হয়ে ঋণগ্রহণ করতে পারে। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৩৯.১৫ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতরণকৃত টাকা ২.৭৭ কোট টাকা।

১.৩. সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রমঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবারসমূহকে জমি ক্রয়/ লীজ/ বন্ধক নিয়ে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দান; পরিবারের বন্ধক/লিজ রাখা জমি ছাড়িয়ে নেয়ার দ্বারা মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি; যে সকল ভৌত উপকরণ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় তা ক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। সম্পদ সৃষ্টি ঋণের ক্ষেত্রসমূহ যথাক্রমে ভূমি ক্রয়/বন্ধক/লীজ গ্রহণ ও অবমুক্তকরণ; অন্যান্য ভৌত সম্পদ ক্রয় ও স্থাপন এবং পরিবারের মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বিতরণকৃত টাকা ১. ৮৭ কোটি টাকা।

১.৪. লিফ্‌ট-উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের বিকাশে ঋণ কার্যক্রম

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় বৈচিত্রময় ও নানামূখী উদ্ভাবনীমূলক ও উন্নয়নধর্মী সৃজন-শীল কর্মকাণ্ড রয়েছে এবং উক্ত উদ্ভাবনীমূলক ও উন্নয়নধর্মী সৃজনশীল কর্মকাণ্ডসমূহ প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দ্বারা অর্থায়ন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। উল্লেখ্য সামান্য অর্থ, কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তার হাত সম্প্রসারিত করতে পারলে এসকল উদ্ভাবনীমূলক ও উন্নয়নধর্মী সৃজনশীল কর্মকাণ্ডসমূহ বিত্তহীন-ভূমিহীনদের কর্ম-সংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সংস্থার পক্ষ থেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এধরণের উদ্ভাবনীমূলক ও উন্নয়নধর্মী সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আছে কি না তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো যা বিত্তহীন-ভূমিহীনদের কর্ম-সংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সংস্থার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে কর্মএলাকায় কয়েকটি এলাকায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়া আহরণ ও বিপনন করে বেশকিছু সংখ্যক দরিদ্র পরিবার তাদের জীবিকায়ন করে আসছে এবং বিষয়টিকে সম্প্রসারণ করতে পারলে অধিক সংখ্যক পরিবারকে একাজের সাথে সম্পৃক্তকরণ সম্ভব। এনজিএফ সংস্থা ২০১৫ সালের জুলাই মাস হতে পিকেএসএফ এর 'খবধৎহরহম ধহফ ওহহড়াধঃরড়হ ঋঁহফ ঃড় এব্বংঃ ঘবি ওফবধং(খওঋঞঃ) আওতায় ' প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তার এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থার সৃষ্টি' শীর্ষক উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোগটির আওতায় প্রশিক্ষণ সহায়তা, উন্নত প্রযুক্তি সহায়তা, অনুদান নির্ভর প্রদর্শণী ও কারিগরি সহায়তাসহ নমনীয় শর্তে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা করা হচ্ছে। অর্থবছর ৩০ জুন ২০১৯ শেষে এখাতে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ৫৫.০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণকৃত টাকা ১. ৮৭ লক্ষ টাকা।

১. সদস্য সঞ্চয় কর্মসূচি

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্নমূখী ঝুঁকি ও অভাব-অনটনের কারণে দাদ্রিতার দুষ্ট চক্রে পাকা খেতে থাকে মূলত নিজস্ব পুঁজি তৈরীতে ব্যর্থ হয়ে। বিশেষ করে দরিদ্র রেখার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর আয় কম, বিনিয়োগ কম, উৎপাদন কম এবং সঞ্চয় কম এই মন্দ চক্রে আর্বতীত হতে থাকে। দারিদ্র চক্রের মধ্য হতে রেব করে আনার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যদের ক্ষ্রদঋণ পরিষেবার মাধ্যমে তাঁদের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তাঁদেরকে সঞ্চয়মূখী করা হয় যাতে তাঁদের নিজস্ব পূঁজি সৃষ্টি হয়। প্রকৃত পক্ষে সঞ্চয় নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা মনোভাবের উপর। সার্বিক বিষয়টি বিবেচনা করা দরিদ্রদের সঞ্চয়ের সম্ভবনা, সঞ্চয়ের প্রযোজনীতা ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এনজিএফ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংস্থায় সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পূঁজি গঠনের জন্য ১) সাধারণ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক) ২) ঐচ্ছিক সঞ্চয় এবং ৩) মেয়াদী সঞ্চয় প্রোডাক্ট চলমান রয়েছে।

অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ সদস্যগণের নিকট হতে সঞ্চয় আদায় এবং ফেরতের তথ্য নিম্নরুপ

সঞ্চয় প্রোডাক্ট	সঞ্চয় আদায় (টাকা)	সঞ্চয় ফেরত (টাকা)	সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি (টাকা)
সাধারণ সঞ্চয় (সাপ্তাহিক)	১৯১,৪৪৬,১৪৭	১২৪,৯৫৪,০৮৭	৬৬,৪৯২,০৬০
ঐচ্ছিক সঞ্চয়	১০,১৩০,৬৪৯	৬,২৭১,৩১৭	৩,৮৫৯,৩৩২
মেয়াদী সঞ্চয়	৭,৭৫৫,৩১৭	৫১৭,৮৭১	৭,২৩৭,৪৪৬
মোট	**২০৯,৩৩২,১১৩**	**১৩১,৭৪৩,২৭৫**	**৭৭,৫৮৮,৮৩৮**

বিগত ১০ বছরের সংস্থার সদস্যদের সঞ্চয় তহবিলের চিত্রঃ

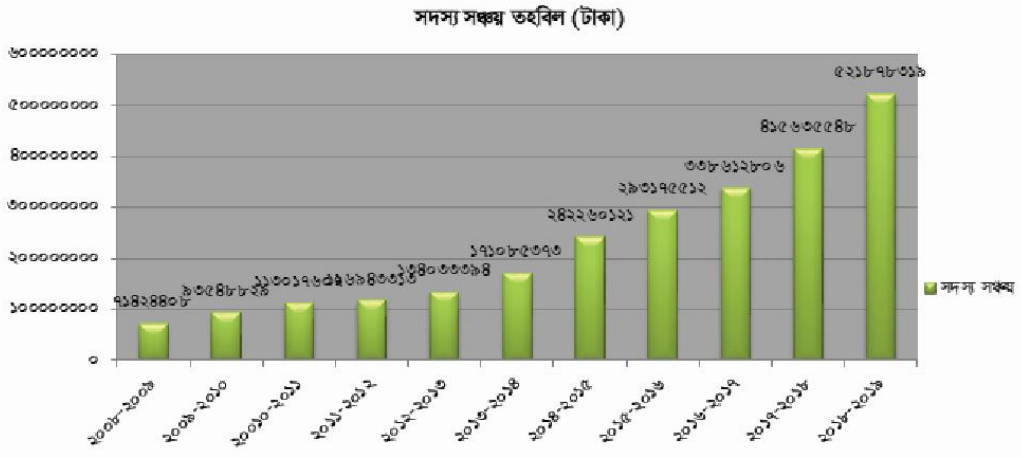

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান

ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র দূরীকরণের অনেকগুলো অনুসরর্গের মধ্যে একটি অন্যতম অনুসর্গ যার প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রাহদের স্ব-কর্মসংস্থান, পরিবারভিত্তিক ও মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সংস্থার সংগঠিত সদস্য/ গ্রাহক পর্যায়ে সংস্থার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহারের ফলে ৩০ জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত যে চলমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তার তথ্য

কর্মসূচি	অর্থবছর ২০১৯ এর ৩০ জুন শেষে চলমান কর্মসংস্থানের সংখ্যাত্মক তথ্য										
	স্ব-কর্মসংস্থান/পারিবারিক -কর্মসংস্থান				মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান				সর্বমোট কর্মসংস্থান		
	পূর্ণ সময়		আংশিক সময়		পূর্ণ সময়		আংশিক সময়				
	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	পূর্ণ সময়	আংশিক সময়	মোট
জাগরণ	৭৮৬১	৫২৯৩	৭০২৭	৭০৩৪	২১১৯	২৩০৭	৭৭৪৭	৮২৬৭	১৭৫৮০	৩০০৭৫	৪৭৬৫৫
অগ্রসর	৪১৫৮	৪৮৭৭	৪৩৫৯	৪৬২১	১৪৯০	১৬৮৪	৬৩৯৩	৮২০৬	১২২০৯	২৩৫৭৯	৩৫৭৮৮
বুনিয়াদ	১০১৩৭	৩৪৬৩	৪২৩২	২৯৪৭	১৪৬২	৯২৭	২৫৩১	৩০৫৮	১৫৯৮৯	১২৭৬৮	২৮৭৫৭
সমৃদ্ধি, সুফলন ও অন্যান্য	৫২৫৬	২১২৬	১৭৭৪	৩২২৯	৬৬৯	৯৬২	২৬৩৪	৩২৩৮	৯০০৩	১০৮৭৫	১৯৮৭৮
মোট	**২৭৪১২**	**১৫৭৫৯**	**১৭৩৯২**	**১৭৮৩১**	**৫৭৪০**	**৫৮৮০**	**১৯৩০৫**	**২২৭৬৯**	**৫৪৭৮১**	**৭৭২৯৭**	**১৩২০৭৮**

এক নজরে বিগত ১০ বছরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে গতি-প্রকৃতির চিত্রঃ

নির্দেগক	অর্থ বছর										
	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯
শাখা সংখ্যা	১৯	২৪	৩১	৩১	৩১	৩১	৩৩	৩৪	৩৬	৩৬	৩৬
সদস্য সংখ্যা	৪০৭৭৭	৪৭০২০	৫৪০৬৯	৫৭৮৪৮	৬১১৪৯	৭২০৬৮	৬৮৪৭৪	৬৬৯৯১	৬৬২৫৬	৬৫৪৩৫	৭০৮৫৬
ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	৩১৭৬০	৩১৬৬২	৩১৮৮০	৩৬১৯১	৪৪১৬৯	৫১২০৬	৪৯০৬৮	৪৮২৪৪	৪৬৭৭৮	৪৫৪৭২	৫০৭২৩
মোট স্টাফ	২৩৯	২৬৭	৩০৫	২৯৭	৩১২	৩১৪	৩৩৪	৩৩৯	৩৬১	৩৫২	৩৪৮
মাঠ কর্মী(কর্মসূচি সংগঠক)সংখ্য	১৩০	১৪৮	১৭১	১৯০	১৯৬	২০১	১৯৬	১৯৬	২১৩	২০৮	২০৬
সদস্য সঞ্চয় তহবিল স্থিতির পমিান	৭১৪২৪৪০৮	৯৩৩৫৪৮২৯	১১৩০১৭৬০৭	১১৬৯৪২৩০৫	১৩৪০৩৩৩৯৪	১৭১০৮৫৩৭৩	২৪২২৬০১২১	২৯৩১৭৫৫১২	৩৩৯৬০৮৫০৭	৪১৫৬৩৫৫৪৮	৫২১৮৭৮৩১৯
মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থির পরিমান	৩২২০১৭৭০২	৫০৯০০৯৬৮৪	৫৫৫৭৯১৭৫১	৪৫৫২৭৫৯৪৪	৫৫৪৬৯৮৭৯৮	৬৮৪২৫৬৪৩	৭৮৪৩২৬৮০৮	৮১৯৫৩৩০২৬	৯৬৬৪৮৭০১৮	১০৮৭৯৯৯৪০০	১২৮৪২৯০১৩৬
উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমান	৫২৩৭৯২২৪	৫২৪৪৫৩৮০	৪৮৪৩০৬৭২	১০৫৬৫৫৭৮	২৯৮৫৬০৮২	৫৪০২১৯৯৫	৬৫৫০০০৫৫	৮৮৫৬০৩৭২	৯৫৭১৩৩৩৩	১২৬১৪৪৫৪৫	১৮৭০০২৭৩৭
PAR	৯.৯৪	১০.৭৮	১৪.১১	৩৭.৭	২৬.৭৯	২১.০২	১৩.২৬	১১.৬৫	৯.৩৯	৭.৪৫	৬.১৭
OTR	৯৪.৪৭	৯৫.৫৪	৯৬.৫৬	৮৬.৭৮	৯৬.৫৬	৯৫.৯৭	৯৫.৮৮	৯৩.৮১	৯৭.০৮	৯৮.৪৬	৯৮.৯৪
CRR	৯৯.২	৯৯.৯৪	৯৬.৫৯	৯৬.১৫	৯৬.৫৯	৯৭.২১	৯৮.৩৫	৯৭.৬২	৯৯.০৫	৯৯.৩২	৯৯.৪
পিও ঃ সদস্য	৩১৪	৩১৮	৩১৬	৩০৩	৩১২	৩৫৯	৩৪৯	৩৪২	৩১১	৩১৫	৩৪৪
পিও ঃ ঋণ গ্রহতা	২৪৪	২১৪	১৮৬	১৯০	২২৫	২৫৫	২৫০	২৪৬	২২০	২১৯	২৪৬
পিও ঃ ঋণ স্থিতির পরিমান	২৪৭৭০৫৯	৩৪৩৯২৫৫	৩২৫০২৪৪	২৩৯৬১৮৯	২৮৩০০৯৬	৩৪০৪২৬২	৪২০২৬৬৭	৪১৮১১৩৮	৪৫৩৭৪৯৮	৫২৩০৭৬৬	৬২৩৪৪১৮

অধ্যায়-০৫ঃ তথ্য সরবরাহ, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রম

উপজেলা পর্যায়ে কৃষি প্রযুক্তি মেলায় ও বিভিন্ন দিবস উৎযাপনে সক্রিয় অংশগ্রহন

সংস্থা প্রতিবছরের ন্যায় চলতি বছরও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট ও কৃষি প্রযুক্তি মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহন করেছেন। মেলায় অংশগ্রহন করে উপকূলীয় অঞ্চলের মানানসই বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির প্রদর্শণ, সংস্থার নিজস্ব প্রডাক্ট এবং প্রকল্প পরিচিতি তুলে ধরে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের প্রযুক্তির ব্যবহার, পন্য উৎপাদন ও উপকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকবান্ধব নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও টেকসই উদ্যোক্তা উন্নয়ন এর লক্ষ্যে এজাতীয় মেলার আয়োজন বেশ ফলপ্রসূ বলে প্রমানিত। এছাড়া সারাবছরব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উৎযাপনে সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহনে আলোচনা সভা, র‍্যালি, দেশীয় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। মূলতঃ এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্থার অংশীজনদের সচেতনতা সৃষ্টি করাই প্রধান উদ্দেশ্য।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

সংস্থায় কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ

শক্তিশালী মানব সম্পদ উন্নয়নে সংস্থার নিজস্ব মানব সম্পদ বিভাগ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন কওে চলেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ সুদক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরিতে যেসকল কার্য সম্পাদন করছে, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো;

প্রোগ্রাম/প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংস্থার জন্য কর্মীদের মতামত মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সহায়তার উদ্যোগ গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মী নিয়োগ এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থী নিয়েগ করা।

কর্মী পোস্টিং, ট্রান্সফার,প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট, ডেমোশন, রিডানডেন্সি এবং স্টাফের সমাপ্তি সনদ ইত্যাদির মতো নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রকল্পের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় স্তরের বিশেষজ্ঞ / রিসোর্স ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে মূল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সহ বিভিন্ন প্রকল্প / কর্মসূচির আওতায় কর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

কর্মীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য চেকলিষ্ট প্রস্তুত করে বাৎসরিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

স্ট্যাফ ম্যানুয়েল অনুসারে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন করা এবং সংস্থার ম্যানুয়েল এবং কার্যক্রম বিধির উপর ভিত্তি করে অভিযোগ পরিচালনা করা।

দেশী/বিদেশী আর্ন্তজাতিক এনজিও/দাতা সংস্থার কার্যক্রম/কর্মশালা/সেমিনার এ অংশগ্রহন

সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ প্রতিবছর দেশী/বিদেশী আর্ন্তজাতিক এনজিও/দাতা সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মশালা/সেমিনার এ অংশগ্রহন করে থাকেন। এসকল কর্মশালা/কার্যক্রম পরিদর্শণ বা সেমিনারে অংশগ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ণ এর পাশাপাশি আহরিত জ্ঞান সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যবহার করেন। ফলে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের মান বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

অংশীজন/উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সুদীর্ঘ ৩২ বছরের পথচলায় সংস্থার উপকারভোগীদের বহুমূখী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, সেইসাথে হস্তান্তর করেছে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারণযোগ্য উপযোগী প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করে চলেছে নানামুখি প্রশিক্ষণ। বর্তমানে সংস্থাটি সকল ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে মূল্যায়ন করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সংস্থা নিম্নোক্ত ইস্যুগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে টেকসইতার ভিত্তিতে উপভোগীদের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে:

- সদস্য/গ্রাহক পর্যায়ে চাহিদা নির্ভর উদ্যোগ/প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জলবায়ু বান্ধব পরিবেশগত টেকসইতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারনে প্রশিক্ষণ;
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতকে এগিয়ে নিতে শ্রমঘন ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রাগ্রসর বা আরো বড় উদ্যোগে পরিনতকরণে ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষণ;
- কৃষি, মৎস ও প্রণিসম্পদ উৎপাদনের নতুন নতুন ভ্যালু চেইন বা সাব সেক্টরে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণে ভেল্যুচেইন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে কার্যকর বাজারসংযোগ স্থাপনে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে মার্কেট লিংকেজ কর্মশালার আয়োজন;
- অতিদরিদ্র সদস্য পরিবার সমূহকে পুষ্টি, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীকরণে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ পরিসেবার আওতায় আইজিএ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, নেতৃত্ব উন্নয়ন, দেশীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে "মেধা ও মননে সুন্দর আগামী" গড়ার প্রত্যয়ে মানব কেন্দ্রিক শৈশব, কৈশোর, যৈবন এবং বার্ধক্য প্রত্যেকটি স্তরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে মানব মর্যাদা বৃদ্ধিকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে উঠান বৈঠক, ৌরিয়েন্টেশন ও দলগত প্রশিক্ষণ;

স্বাস্থ্য সেবা, স্যানিটেশন এবং লবরাক্ত এলাকায় সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ষ্টেকহোল্ডার কনসালটেশন মিটিং ও কর্মশালার আয়োজন;

কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে সম্পদ ও সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ক্লাষ্টার/গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থাপনা, দল গঠন ও পরিচালনা ও বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

সংস্থার প্রকাশনা
(অর্থবছর ২০১৮-২০১৯)

সংস্থার চলতি অর্থবছরে প্রকল্প ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা প্রিন্ট করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা গুলি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- বার্ষিক ক্যালেন্ডার ও ডায়েরী।
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ ইউনিটের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারনে সাফল্যগাঁথা প্রকাশনা "স্বপ্ন জাগার উপকূলে" পুস্তিকা।
- কৃষি ইউনিটের আওতায় কুচিয়া চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল।
- কৃষি ইউনিটের আওতায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য লিফলেট/বুকলেট সমূহঃ
  - জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল বিষয়ক লিফলেট
  - নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও উত্তম কৃষি পদ্ধতি বিষয়ক লিফলেট
  - কেচোঁ সার উৎপাদন ও ব্যবস্থপনা বিষয়ক লিফলেট
- উপকূলে সুখের জোয়ার নামে কুচিয়া চাষীদের সফলতা বিষয়ক পুস্তিকা।
- ইএমএসসি প্রকল্পের লিফলেট ও কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক চাষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল।
- কেয়ার-সমুষ্টি প্রকল্পের আওতায় কাঁকড়ার নার্সারী মালিকদের নার্সারী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল।

Islam Jahid & Co.
Chartered Accountants

Nowabenki Gonomukhi Foundation (NGF)

Nowabenki, Shyamnagar, Satkhira
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Financial Position
As at June 30, 2019

Particulars	Notes	Amount in BDT	
		FY 2018-2019	FY 2017-2018
Properties and Assets:			
A. NON-CURRENT ASSETS:			
Property, Plant and Equipment (PPE)	1.00	35,478,316	38,136,423
Total Non-Current Assets		**35,478,316**	**38,136,423**
B. Current Assets :			
Loan to Members	2.00	1,284,290,136	1,087,999,400
Short term Investments	3.00	78,314,123	60,331,190
Other Loan-Short term	4.00	3,371,871	4,013,860
Account Receivables	5.00	8,566,297	6,333,318
Advance,Deposits & Prepayments	6.00	9,922,049	19,397,929
Unsettled Staff Advance	7.00	4,938,735	4,986,426
Cash in Hand	8.00	2,030,956	7,566,024
Cash at Bank	9.00	82,365,992	69,560,302
Total Current Assets		**1,473,800,159**	**1,260,188,449**
Total Properties and Assets		**1,509,278,475**	**1,298,324,872**
Capital Fund and Liabitities:			
A. Capital Fund:			
Cumulative Surplus	10.00	168,302,463	113,530,090
Statutory Reserve Fund	11.00	18,700,274	12,614,455
Total Capital		**187,002,737**	**126,144,545**
B. Non-Current Liabilities			
Loan from PKSF- Long Term	12.01	327,191,658	257,361,645
Accumulated Depreciation	13.00	18,176,449	18,734,318
Member Welfare Fund	14.00	27,297,329	22,259,933
Total Non-Current Liabilities		**372,665,436**	**298,355,896**
C. Current Liabilities			
Loans from PKSF -Short Term	12.02	317,266,660	355,404,178
Loan from Commercial Banks-Short term	15.00	28,940,387	29,267,890
Member Savings Deposits	16.00	521,878,319	415,635,548
Account Payables	17.00	3,445,770	2,997,744
Loan loss Provision	18.00	76,555,506	69,764,848
Provision for Expenses	19.00	1,523,660	754,223
Total Current Liabilities		**949,610,302**	**873,824,431**
Total Capital Fund and Liabilities		**1,509,278,475**	**1,298,324,872**

Executive Director

Md. Lutfor Rahman
Executive Director
Nowabenki Gonomukhi Foundation (NGF)
Nowabenki, Shyamnagar, Satkhira

Chief Accountant

Noor Md. Rashel Kha
Head of Finance & Accoun
NGF, Shyamnagar, Satkhira

Signed as per our separate report of even data.

Islam Jahid & Co.
Chartered Accountants

Place: Dhaka
Dated: 22 September 2019

Nowabenki Gonomukhi Foundation (NGF)

Nowabenki, Shyamnagor,Satkhira
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Profit/Loss and others Comprehensive Income
For the Financial Year Ended June 30, 2019

Particulars	Notes	FY 2018-2019	FY 2017-2018
Income:			
Service Charges on Members Loan		240,289,342	203,519,828
Reimbursement from PKSF against Programs and Projects Expenses	20	19,423,129	15,889,944
Bank Interest		530,015	404,073
Interest on FDR		4,519,472	3,009,078
Membership Fee		79,898	89,959
Sales of Forms and Publications		563,303	463,527
Donation for Revenue Expenditure	21	-	-
Others	22	2,777,829	3,432,777
Total Income		**268,182,988**	**226,809,186**
Expenditure			
Interest on Member 's Savings		29,345,255	23,679,805
Service Charge of PKSF Loan		28,096,306	26,181,134
Interest of Bank Loan		2,655,412	2,677,364
Other loan Interest		119,711	111,968
Salaries and Allowances		83,002,512	71,531,782
Office Rent		2,552,170	2,502,255
Gas and Electricity		851,113	734,150
Repair & Maintenance		952,286	871,545
Telephone,Internet and Postage		1,089,908	1,069,630
Entertainment		1,351,083	1,307,918
Printing & Stationary		2,265,179	2,105,036
Conveyance and Traveling		1,793,006	1,775,442
Fuel Cost		1,792,632	1,932,317
Training Expenses		359,045	295,392
Meeting and Seminar Expenses		271,379	76,194
Advertisement		316,661	502,627
Bank Charge/DD Charges		605,179	797,282
Legal Expenses		549,287	570,979
Work Aid Expenses		560,519	314,010
Donation & Subscription		446,028	310,796
PF Contribution		3,701,004	1,542,455
Gratuity Expesnes		4,805,817	
Registration /Renewal Fees		545,763	
Honorarium for EC Members		79,800	
Programs and Projects Expenses	23	26,275,925	20,778,344
Audit Fees		101,250	87,500
VAT & Taxes		1,425,616	962,079
LLPE		6,790,658	30,237,712

Nowabenki Gonomukhi Foundation (NGF)

Nowabenki, Shyamnagor,Satkhira
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Profit/Loss and others Comprehensive Income
For the Financial Year Ended June 30, 2019

Particulars	Notes	FY 2018-2019	FY 2017-2018
IT Expenses		494,748	233,035
Other Operating Expenses	24	1,085,582	767,396
Fixed Assets Sales		888,470	-
Depreciation		2,155,492	2,399,768
Total Expenditure		**207,324,796**	**196,355,915**
Excess of Income over Expenditure		60,858,192	30,453,271
Total Expenditure:		**268,182,988**	**226,809,186**

Executive Director
Md. Lutfor Rahman
Executive Director
Nowabenki Gonomukhi Foundation (NGF)
Nowabenki, Shyamnagar, Satkhira.

Chief Accountant
Noor Md. Rashel Khan
Head of Finance & Accounts
NGF, Shyamnagar, Satkhira.

Examined & Found Correct

Place: Dhaka
Dated: 22 September 2019

Islam Jahid & Co.
Chartered Accountants.

প্রধান কার্যালয়
নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)
নওয়াবেঁকী, শ্যামনগন, সাতক্ষীরা।
যোগাযোগঃ ই-মেইলঃ ngfbd1@yahoo.com, ngfbd1@gmail.com
www.ngf-bd.org